পূজ্যপাদ

শ্রীলকৃষ্ণদাসকবিরাজগোস্বামি-বিরচিত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় স্ফুরিত

এবং

কুমিল্লা-ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং পরে চৌমুহনী কলেজের

ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ

শ্রীরাধাগোবিন্দনাথ

কর্ত্তৃক লিখিত

তৃতীয় সংস্করণ

ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার ভাণ্ডার

১১নং সুরেন্ ঠাকুর রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৬২, বঙ্গাব্দ ১৩৫৫

মূল্য ঃ

ভূমিকা ও আদিলীলা বার টাকায় এবং নির্দ্দিষ্টসময়ের জন্য গ্রন্থ-সম্পাদকের নিকটে কেবল খরচ বাবতে দশ টাকায় প্রাপ্তব্য ।

তৃতীয় সংস্করণে নিবেদন

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণে অন্ত্যলীলার পরে পরিশিষ্টাকারে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলিও এবার ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্ব-ভূমিকার কয়েকটী প্রবন্ধ বিস্তৃতাকারে পুনর্লিখিত হইয়াছে। এবার নূতন কয়েকটী প্রবন্ধও সংযোজিত হইয়াছে।

ভূমিকার সূচীপত্রে (প)-চিহ্নিত প্রবন্ধগুলি পূর্ব্ব সংস্করণের পরিশিষ্ট হইতে আনা হইয়াছে; (পু)-চিহ্নিতগুলি পুরাতন, কিন্তু স্থলবিশেষে পুনর্লিখিত; (পু, নৃ)-চিহ্নিতগুলির নাম পুরাতন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পুনর্লিখিত এবং (নৃ)-চিহ্নিতগুলি সম্পূর্ণ নূতন। পূর্ব্বসংস্করণের "গৌর-পরিকর"-প্রবন্ধ এবার "শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের" অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

কাগজের মূল্য ও ছাপাখরচ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী বলিয়া খরচও বেশী পড়িয়াছে। ভূমিকাসম্বলিত আদি-লীলার মূল্য বার টাকা ধার্য্য করা হইল; যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রন্থসম্পাদকের নিকট হইতে নিবেন, তাঁহারা কেবল খরচবাবতে দশ টাকায় পাইবেন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এবং তদীয় ভক্তবৃন্দের কৃপায় যাহা চিত্তে স্ফুরিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই ভক্তবৃন্দের সেবার নৈবেদ্য সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু চিত্ত বিষয়-মলিন ও বহির্ম্মুখ; তাই এই অযোগ্যের প্রয়াস যে সার্থক হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। অদোষদর্শী ভক্তবৃন্দ স্বীয় গুণে ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া এই দীনহীনকে কৃপা করিবেন, ইহাই তাঁহাদের চরণে প্রার্থনা।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীশ্রীহরিবাসর,
১৩ই আশ্বিন, ১৩৫৫ সন।
১১নং সুরেন্ ঠাকুর রোড,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

ভক্তপদরজঃ-প্রার্থী
শ্রীরাধাগোবিন্দনাথ

প্রকাশক ঃ
ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার-ভাণ্ডারের পক্ষে
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ
১১ নং সুরেন্ ঠাকুর রোড,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনরেন্দ্রকুমার নাগ রায়
ইষ্টল্যাণ্ড প্রিণ্টারস্
১।১, গঙ্গাপ্রসাদ লেন,
কুমারটুলি, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-প্রীতয়ে

রসরাজমহাভাব-স্বরূপায়

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরায়

সমর্পণমস্তু ।

ভূমিকার সূচীপত্র

দ্রষ্টব্য ভূমিকায় উদ্ধৃত প্রমাণের আকর-গ্রন্থের সঙ্কেত আদিলীলার প্রথমে দ্রষ্টব্য। শ্রী, ভা, দ্বারা সর্ব্বত্র বঙ্গবাসী সংস্করণ শ্রীমদ্‌ভাগবত উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা

শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী

আবির্ভাব। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার। বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে তাঁহার আবির্ভাব। কোন্ সময়ে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" ইংরেজী সংস্করণে লিখিয়াছেন— ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা। তাঁহারা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। কবিরাজী-ব্যবসায় দ্বারা ভগীরথ অতি কষ্টে সংসার চালাইতেন। কবিরাজ-গোস্বামীর বয়স যখন মাত্র ছয় বৎসর, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; শ্যামদাস-নামে কৃষ্ণদাসের এক সহোদর ছিলেন; তিনি কৃষ্ণদাস অপেক্ষা দুই বৎসরের কনিষ্ঠ ছিলেন। পতিবিয়োগের পরে বিধবা সুনন্দা দুইটী অপোগণ্ড শিশু লইয়া মহা বিপদে পড়িলেন; কিন্তু তাঁহাকে বেশীদিন উদ্বেগ ভোগ করিতে হয় নাই; অল্প কয়মাস পরেই তিনিও পতির অনুসরণ করিলেন। শিশুদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তখন আত্মীয়-স্বজনের উপর পতিত হয়। কৃষ্ণদাস শৈশব হইতেই অত্যন্ত শান্ত, শিষ্ট ও গম্ভীর-প্রকৃতি ছিলেন।

উৎসব। দীনেশবাবু উক্ত বিবরণ কোথায় পাইয়াছেন, জানি না; তিনিও কোনও প্রমাণাদির উল্লেখ করেন নাই। উহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহাও বলা যায় না। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ ১৪৩৯ শকাব্দের সমান। ১৪৫৫ শকাব্দে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তিরোভাব। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীমদদ্বৈত-প্রভুর তিরোভাব তাহারও পরে। ১৪৩৯ শকাব্দে যদি কবিরাজ-গোস্বামীর জন্ম হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভুর তিরোভাবের সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ১৬ বৎসর হওয়ার কথা। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, কবিরাজের বয়স যখন ১৬ বৎসর, তখনই শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর সেবক মীনকেতন রামদাস কবিরাজ-গোস্বামীর গৃহে উপস্থিত হয়েন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, এক অহোরাত্র-সঙ্কীর্ত্তন-উপলক্ষেই মীনকেতন কবিরাজ-গোস্বামীর গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে কবিরাজের ভ্রাতার সঙ্গে মীনকেতনের একটু বাদানুবাদ হয়; বাদানুবাদের কারণ এই যে—কবিরাজের ভ্রাতা মহাপ্রভুকে মানিতেন, কিন্তু নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি তাঁহার তত বিশ্বাস ছিল না; ইহাতে মীনকেতন ক্রুদ্ধ হইয়া বংশী ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলেন। ভ্রাতার ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া কবিরাজ-গোস্বামীও তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

"দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ। নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ব্বনাশ॥ একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান। অর্দ্ধ-কুকুটীন্যায় তোমার প্রমাণ॥ কিংবা দুই না মানিয়া হও ত পাষণ্ড। একে মানি আরে না মানি—এই মত ভণ্ড॥ ১।৫।১৫৩-১৫৫॥"

এই সমস্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, যখন মীনকেতন কবিরাজ-গোস্বামীর গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দে তাঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন উপলক্ষে বহু বৈষ্ণব তাঁহার গৃহে সমবেত হইয়াছিলেন—তাহা হইতেও বুঝা যায়, ঐ সময়ের পূর্ব্ব হইতেই কবিরাজ-গোস্বামী পরম-বৈষ্ণব ছিলেন।

যাহা হউক, ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে বা ১৪৩৯ শকাব্দেই যদি কবিরাজ-গোস্বামীর জন্ম হয়, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনোৎসব-সময়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু এবং শ্রীমদদ্বৈত-প্রভু যে প্রকট ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়; শ্রীমন্ মহাপ্রভুও হয়তো প্রকট ছিলেন, না থাকিলেও বেশীদিন পূর্ব্বে অপ্রকট হয়েন নাই। তাহাই যদি হয়,

কবিরাজ-গোস্বামীর ন্যায় পরমবৈষ্ণব কি তৎপূর্ব্বে কোনও সময়েই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন না? কিন্তু তিনি যে কখনও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়াছেন, এরূপ কোনও ইঙ্গিত পর্য্যন্তও সমগ্র চরিতামৃতের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মীনকেতন-রামদাস ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া যাওয়ার পরে সেই রাত্রিতেই শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু স্বপ্নযোগে কবিরাজ-গোস্বামীকে দর্শন দিয়াছেন বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপাসম্বন্ধে তিনি এক সুবিস্তৃত বর্ণনা দান করিয়াছেন। যদি তিনি কখনও শ্রীনিতাইচাঁদের প্রকটকালে তাঁহার দর্শন পাইতেন, তাহা হইলে তিনি যে তাহার উল্লেখ করিতেন, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীমদদ্বৈত-প্রভুর দর্শন সম্বন্ধেও কোনও কথা তিনি কোথাও উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে মনে হয়, তিন প্রভুর কাহারও সঙ্গেই প্রকটকালে কবিরাজ-গোস্বামীর সাক্ষাৎ হয় নাই। যদি মহাপ্রভুর অপ্রকটের সময় তাঁহার বয়স ১৬ বৎসরই হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইত—বিশেষতঃ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর স্বপ্নাদেশে তিনি যখন শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন, তখন যাত্রাকালে একবার আদেশ-দাতা নিতাইচাঁদের চরণধূলা নিশ্চয়ই লইয়া যাইতেন। এ সমস্ত কারণে আমাদের মনে হয়, ১৫১৭ খৃষ্টাব্দের পরেই কবিরাজ-গোস্বামীর জন্ম এবং যখন তাঁহার গৃহে অহোরাত্র-সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল, তখন তিন প্রভুর মধ্যে কেহই প্রকট ছিলেন না।

উৎসব-সময়ে কবিরাজ-গোস্বামীর বয়স যদি ১৬ বৎসর হয়, তাঁহার কনিষ্ঠ শ্যামদাসের বয়স তখন ১৪ বৎসর হওয়ার কথা; কিন্তু ১৪ বৎসর বয়সের বালকের পক্ষে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ঈশ্বরত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ এবং ভজনবিজ্ঞ মীনকেতন-রামদাসের সঙ্গে বাদানুবাদ সম্ভব হয় বলিয়া মনে হয় না। তাই আমাদের অনুমান—শ্যামদাসের এবং কৃষ্ণদাসের বয়স তখন আরও বেশী ছিল।

আমাদের অনুমান ১৪৫০ শকের বা ১৫২৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়েই কবিরাজ-গোস্বামীর আবির্ভাব হইয়াছিল। পরবর্ত্তী "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল"-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

স্বপ্নাদেশ। যাহাহউক, নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার অভাব প্রকাশ করার জন্য কবিরাজ-গোস্বামী অহোরাত্র-সঙ্কীর্ত্তনোপলক্ষে তাঁহার ভ্রাতাকে ভৎর্সনা করেন। ইহাতে প্রভু প্রীত হইয়া রাত্রিতে তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন:—"অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস! না করত ভয়। বৃন্দাবন যাহ, তাঁহা সর্ব্বলভ্য হয়॥ ১৷৫৷১৭৩॥"

বৃন্দাবন-যাত্রা, গোস্বামীদের শরণ। এইরূপ বলিয়াই শ্রীনিতাইচাঁদ অন্তর্হিত হইলেন; কবিরাজ মনে করিলেন, "মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।" প্রভাতে তিনি স্বপ্নাদেশের বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিলেন এবং তদনুসারে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া তিনি শ্রীরূপাদি গোস্বামিবর্গের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারাও কৃপা করিয়া তাঁহাকে অঙ্গীকার করিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহের সহিত তাঁহাকে ভক্তিশাস্ত্রাদি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন:—"শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥ এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার। তাঁ সভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার॥ ১৷১৷১৮-১৯॥"

গ্রন্থ-প্রণয়ন। বাস্তবিক শ্রীপাদ গোস্বামীদের প্রসাদে কবিরাজ-গোস্বামী সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই তাঁহার জ্ঞানগরিমার অক্ষয়-কীর্ত্তিস্তম্ভ। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয়-লীলাত্মক "শ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্" নামক সংস্কৃত কাব্য এবং বিল্বমঙ্গলকৃত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের সারার্থ-দর্শিনী-নাম্নী সংস্কৃত টীকাই বৈষ্ণব জগতে বিশেষ প্রচলিত। তাঁহার সর্ব্বশেষ গ্রন্থই বোধ হয় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার বিবরণ ও বৈষ্ণবাদেশ।—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলাসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পূর্ব্বে আরও কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে মুরারিগুপ্তের কড়চা (শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্), কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-মহাকাব্যম্, লোচনদাস-ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল এবং বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতই সবিশেষ পরিচিত। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে বৃন্দাবনদাস

ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতই বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ বিশেষ প্রীতির সহিত পাঠ করিতেন; কিন্তু কোনও গ্রন্থেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বিশেষভাবে বর্ণিত না হওয়ায় গৌরগত-প্রাণ বৈষ্ণবমণ্ডলীর গৌর-লীলা-রসাস্বাদন-পিপাসার তৃপ্তি হইত না। ক্রমেই তাঁহাদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা অতি বৃদ্ধ কবিরাজ-গোস্বামীকেই প্রভুর শেষলীলা বর্ণনার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। এই সমস্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবক পণ্ডিত শ্রীহরিদাসই অগ্রণী হইয়া কবিরাজ-গোস্বামীকে গ্রন্থপ্রণয়নে আদেশ করিলেন। ইনি ছিলেন শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অনুশিষ্য এবং শ্রীল অনন্ত আচার্য্যের শিষ্য। পণ্ডিত শ্রীল হরিদাসের সঙ্গে এই ব্যাপারে আর যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীল কাশীশ্বর গোস্বামীর শিষ্য-শ্রীল গোবিন্দ গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামীর সঙ্গী শ্রীল যাদবাচার্য্য গোস্বামী, শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী এবং তাঁহার শিষ্য গোবিন্দ-পূজক শ্রীল চৈতন্যদাস, শ্রীল মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, শ্রীল প্রেমী কৃষ্ণদাস এবং আচার্য্য-গোস্বামীর শিষ্য শ্রীল শিবানন্দ চক্রবর্ত্তীর নামই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে। (১।৮।৪৫-৭২॥)

মদনগোপালের আদেশ।—কবিরাজ-গোস্বামী তখন অতি বৃদ্ধ; চক্ষুতে ভাল দেখেন না; কানেও ভাল শুনেন না; লিখিতে গেলে হাত কাঁপে। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—"বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥ নানারোগে গ্রস্ত, চলিতে বসিতে না পারি। পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি।" বৈষ্ণবের আদেশ পাইয়া তিনি কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তিত-অন্তরে শ্রীশ্রীমদনগোপালের মন্দিরে গেলেন। সেস্থানে গোসাঞিদাস-পূজারী-নামক জনৈক বৈষ্ণব শ্রীশ্রীমদনগোপালের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। কবিরাজ-গোস্বামী যাইয়া মদনগোপালের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্যসম্বন্ধে মদনগোপালের আদেশ প্রার্থনা করিলেন। অকস্মাৎ "প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল"—মদনগোপালের কণ্ঠ হইতে একছড়া ফুলের মালা খসিয়া পড়িল; গোসাঞিদাস-পূজারী সেই মালা আনিয়া কবিরাজ-গোস্বামীর গলায় পরাইয়া দিলেন। কবিরাজ-গোস্বামী মনে করিলেন—মাল্যদানের ব্যপদেশে শ্রীমদনগোপাল গ্রন্থ-প্রণয়নের আদেশই দিলেন। তাই অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে সেস্থানেই তিনি গ্রন্থারম্ভ করিয়া দিলেন। "আজ্ঞা-মালা পাঞা মোর হইল আনন্দ। তাঁহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ।" (১।৮।৭২॥)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ—আদিলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইতে সন্ন্যাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আদিলীলা, সন্ন্যাসের পর নীলাচল-বাসের প্রথম ছয় বৎসর মধ্যলীলা এবং শেষ অষ্টাদশ বৎসর অন্ত্যলীলা। আদিলীলায় ১৭ পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলায় ২৫ পরিচ্ছেদ এবং অন্ত্যলীলায় ২০ পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থের উপাদান-সংগ্রহ। কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সমস্ত লীলা তাঁহার গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন, তিনি নিজে সে সমস্ত লীলা প্রত্যক্ষ করেন নাই; তাঁহার গ্রন্থও প্রভুর অপ্রকটের অনেক পরে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি যে কেবল অনুমান ও কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার গ্রন্থ-প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা নহে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা ও উক্তি হইতেই তিনি গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাসঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, মুরারিগুপ্তের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কাব্য, স্বরূপদামোদরের কড়চা, দাসগোস্বামীর স্তবমালা, কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যম্ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং শ্রীরূপ-সনাতন-দাসগোস্বামী প্রভৃতি গৌর-পার্ষদদের মৌখিক উক্তিই কবিরাজ-গোস্বামীর প্রধান অবলম্বন ছিল। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে যে সকল লীলা বর্ণিত হইয়াছে, কবিরাজ গোস্বামী সে সকল লীলা আর বিশেষভাবে বর্ণনা করেন নাই, সূত্রাকারে উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে যাহা বর্ণিত হয় নাই, তাহাই তিনি বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। ("গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের ঐতিহাসিকত্ব-বিচার" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিশেষত্ব।—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে জীবনাখ্যান অপেক্ষা দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনাই বেশী। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সমস্ত মূলতত্ত্ব এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে; এই গ্রন্থখানিকে সমস্ত গোস্বামিশাস্ত্রের

সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ইহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-সম্পুট। তাই এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি বৈষ্ণবের নিকটে পরম আদরণীয়, বেদবৎ মান্য। ইহা বাঙ্গালা-সাহিত্য-ভাণ্ডারেরও একটী অপূর্ব্ব রত্ন-বিশেষ; কবিত্বের সহিত দার্শনিক-তত্ত্বালোচনার এমন সুন্দর ও সরস সমাবেশ অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না; এই গৌর-লীলা-রস-নিষিক্ত গ্রন্থখানির আর একটী অদ্ভুত বিশিষ্টতা এই যে, ইহা যতই পাঠ করা যায়, ততই পাঠের আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হয়, ততই যেন অধিকতররূপে ইহার মাধুর্য্য অনুভূত হইতে থাকে। কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন :—

"যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ, কি অদ্ভূত চৈতন্যচরিত। কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি, শুনিলেই হয় বড় হিত॥ ২।২।৭৬"

এই বাঙ্গালা গ্রন্থখানির সংস্কৃত-টীকা লিখিয়া শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ইহার অপূর্ব্ব-বিশেষত্বের একটা স্থায়ী নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।

কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু।—কবিরাজ-গোস্বামী কাহার নিকটে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা বিচারসাপেক্ষ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের—"নিত্যানন্দ রায় প্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ। তাঁর পাদপদ্ম বন্দো যাঁর মুঞি দাস॥ ১।১।১১"—এই পয়ার অবলম্বনে শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-পাদ বলেন—শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুই কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু। আবার অন্ত্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদে কবিরাজ-গোস্বামী নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন—"শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ।" এবং "শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীবচরণ।" ইহা হইতে কেহ কেহ বলেন, শ্রীলরঘুনাথ-গোস্বামীই কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু।

"নিত্যানন্দ রায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ" ইত্যাদি আদিলীলার প্রথম-পরিচ্ছেদোক্ত পয়ারের "মুঞি যাঁর দাস" বাক্য এবং "স্বরূপ-প্রকাশ" শব্দের অন্তর্গত "প্রকাশ"-শব্দের পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করিয়াই চক্রবর্ত্তি-পাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু; কারণ, দীক্ষাগুরুকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়া মনে করিবার কথা কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন। "যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ। ১।১।২৬॥" আর নিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রকাশ নহেন, বিলাস; তথাপি কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহাকে "প্রকাশ" বলিয়া বর্ণনা করায় চক্রবর্ত্তিপাদ অনুমান করিয়াছেন—শ্রীনিত্যানন্দই তাঁহার দীক্ষাগুরু। কিন্তু পয়ারের টীকায় আমরা দেখাইয়াছি—"তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।"—এই পয়ারে দীক্ষাগুরুকে যে শ্রীচৈতন্যের "প্রকাশ" বলা হইয়াছে, তাহা "পারিভাষিক প্রকাশ" নহে। প্রত্যেকের গুরুই যদি শ্রীচৈতন্যের পারিভাষিক প্রকাশ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার আকৃতি-বর্ণ-বেশ-ভূষাদি সমস্তই অবিকল শ্রীচৈতন্যের ন্যায় হইত; তাহা যখন হয় না, হইতেও পারে না, এবং শ্রীগুরুদেব যখন স্বরূপতঃ শ্রীভগবানের প্রিয়তম ভক্ত (১।১।২৬ টীকা দ্রষ্টব্য), তখন, নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, দীক্ষাগুরুকে শ্রীভগবানের পারিভাষিক প্রকাশ বলিয়া মনে করিবে না—পরন্ত প্রকাশ-শব্দের সাধারণ-অর্থে "আবির্ভাব" বলিয়াই মনে করিবে। বস্তুতঃ ১।১।১১ এবং ১।১।২৬ এতদুভয় এবং ১।১।৩৫ পয়ারেও কবিরাজ-গোস্বামী "আবির্ভাব"-অর্থে "প্রকাশ"-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে হয়, নচেৎ অনেক বিরোধ উপস্থিত হইবে।

যাহা হউক, ১।১।১১ পয়ারে "স্বরূপ প্রকাশ"-শব্দের যদি "স্বরূপের আবির্ভাব" অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কেবল "মুঞি যাঁর দাস"-বাক্য হইতেই শ্রীনিত্যানন্দকে কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু বলার বিশেষ হেতু থাকে না; যে কোনও ভক্তই নিজেকে শ্রীনিত্যানন্দের দাস বলিয়া মনে করিতে পারেন। আর শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপতঃ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবই—বিলাসরূপ আবির্ভাব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর প্রকটকালে যে তাহার সহিত কবিরাজ-গোস্বামীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাক্ষাৎ না হইয়া থাকিলে দীক্ষাগ্রহণ অসম্ভব। সুতরাং শ্রীমন্নিত্যানন্দকে কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু বলিয়া মনে করা কতদূর সঙ্গত, বলা যায় না।

পক্ষান্তরে, অন্ত্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদের দুইটী পয়ারেই কবিরাজ স্বয়ং স্পষ্ট কথায় শ্রীরঘুনাথকে "গুরু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীরঘুনাথই যে তাঁহার দীক্ষাগুরু, তাহাই মনে হয়। কিন্তু কোন্ রঘুনাথ? রঘুনাথ-দাস গোস্বামী? না কি রঘুনাথ-ভট্ট গোস্বামী?

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে "কবিরাজ-পরিবার" বলিয়া পরিচিত একটী প্রাচীন বৈষ্ণব পরিবার আছে; এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কবীশ্বর-শ্রীল রূপ কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সমসাময়িক এবং আত্মীয় ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। এই কবিরাজ-পরিবারের গুরুপ্রণালিকায় দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী ছিলেন শ্রীল রূপ কবিরাজ-গোস্বামীর পরমগুরু এবং শ্রীল রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর শিষ্য। গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত একটা প্রাচীন বৈষ্ণব-পরিবারের গুরু-প্রণালিকাকে অবিশ্বাস করার কোনও হেতু দেখা যায় না—বিশেষতঃ ইহা যখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ারের অনুকূল। তাই আমাদের মনে হয়, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামীই শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু।

শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামিকৃত "শ্রীমদ্‌রঘুনাথভট্ট-গোস্বাম্যষ্টকম্" * নামক একটী অষ্টক পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে কবিরাজ-গোস্বামী নিজেই লিখিয়াছেন—রঘুনাথভট্ট-গোস্বামীই তাঁহার দীক্ষাগুরু। অষ্টকের দুইটী শ্লোকেই এবিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"মহ্যং স্বপদাশ্রয়ং করুণয়া দত্ত্বা পুনস্তৎক্ষণাৎ শ্রীমদ্‌রূপপদারবিন্দমতুলং মামার্পিতঃ স্বাশ্রয়াৎ। নিত্যানন্দকৃপাবলেন যমহং প্রাপ্য প্রকৃষ্টোঽভবং তং শ্রীমদ্রঘুনাথভট্ট-মনিশং প্রেম্না ভজে সাগ্রহম্॥—যিনি করুণাবশতঃ আমাকে স্বচরণে আশ্রয় দান করিয়া তৎক্ষণাৎ আমার আশ্রয়-স্বরূপ শ্রীমদ্ রূপগোস্বামীর চরণকমলে অর্পণ করিয়াছেন এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপাবলেই যাঁহাকে পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি, প্রেম ও আগ্রহের সহিত অহর্নিশি আমি সেই শ্রীমদ্ রঘুনাথভট্ট-গোস্বামীকে ভজন করি।" এই শ্লোকে "মহ্যং স্বপদাশ্রয়ং করুণয়া দত্ত্বা"-বাক্যে দীক্ষার কথা জানা যায়। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে স্পষ্টরূপেই তিনি ভট্ট-গোস্বামীকে তাঁহার গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "যঃ কোঽপি প্রপঠেদিদং মমগুরোঃ প্রীত্যাষ্টকং প্রত্যহং শ্রীরূপঃ স্বপদারবিন্দমতুলং দত্ত্বা পুনস্তৎক্ষণাৎ। তস্মৈ শ্রীব্রজকাননে ব্রজযুবদ্বন্দস্য সেবামৃতং সম্যগ্‌ যচ্ছতি সাগ্রহং প্রিয়তরং নান্যদ্ যতো ভো নমঃ॥—যিনি প্রীতির সহিত প্রত্যহ আমার গুরুর এই অষ্টক পাঠ করিবেন, শ্রীরূপ গোস্বামী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অতুলনীয় স্বপদারবিন্দ দান করিয়া বৃন্দাবনে ব্রজযুবদ্বন্দ্বের সেবামৃত—যাহা হইতে প্রিয়তর আর কিছু নাই, সেই সেবামৃত—আগ্রহের সহিত সম্যক্ প্রকারে দান করিয়া থাকেন।

দৈন্য।—কবিরাজ-গোস্বামীর পাণ্ডিত্য এবং ভজন-নিষ্ঠত্ব আদর্শ-স্থানীয়; আবার তাঁহার দৈন্য এবং বিনয়ও আদর্শ স্থানীয়। সর্ব্বোত্তম হইয়াও নিজের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন:—

"জগাই-মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ। পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥ মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়। মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥ ১।৫।১৮৩-৮৪॥"

অসাধারণ-পাণ্ডিত্যপূর্ণ-গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়া তিনি লিখিলেন:—

"আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান। আমার শরীর কাষ্ঠ-পুতলি সমান॥ * * * * শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত, শ্রীশ্রোতাবৃন্দ॥ শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন। শ্রীরঘুনাথ শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ॥ ইহা সভার চরণ-কৃপায় লেখায় আমারে। আর এক হয়—তেঁহ অতি কৃপা করে। শ্রীমদন গোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি॥ ৩।২০।৮৩-৯০॥"

গ্রন্থসমাপ্তি।—১৫৩৭ শকাব্দার জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে রবিবারে এই গ্রন্থের লিখন সমাপ্ত হয়। "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তি কাল" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

---

* শ্রীগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার অনেক পরে এই অষ্টক আমরা দেখিতে পাইয়াছি। তাই দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার উল্লেখ সম্ভব হয় নাই।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল

জ্যোতিষের গণনা।—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সমাপ্তিকাল-সম্বন্ধে দুইটী শ্লোক পাওয়া যায়—একটী চরিতামৃতেরই শেষভাগে এবং অপরটী নিত্যানন্দদাস কৃত প্রেমবিলাসের ২৪শ বিলাসে। চরিতামৃতের শ্লোক হইতে জানা যায়, ১৫৩৭ শকে বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থসমাপ্তি; কিন্তু প্রেমবিলাসের শ্লোক অনুসারে ১৫০৩ শকে বা ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে।

চরিতামৃতের শ্লোকটী এই :—"শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যেহহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"—অর্থাৎ ১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠমাসে রবিবারে কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে এই গ্রন্থ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) সম্পূর্ণ হইল।

প্রেমবিলাসের শ্লোকটী এই :—"শাকেহগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যেহহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥—অর্থাৎ ১৫০৩ শকে জ্যৈষ্ঠমাসে রবিবারে কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে এই গ্রন্থ (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) সমাপ্ত হইল।

অনেকে অনেক স্বকপোল-কল্পিত বিষয় মূল প্রেমবিলাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রেমবিলাসেরই নামে চালাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন—ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও তাহা বলিয়া থাকেন। প্রথম ১৬ বিলাসের পরবর্ত্তী অংশের উপরে তাঁহার আস্থা নাই (১)। কোনও কোনও স্থলে প্রেমবিলাসের সাড়েচব্বিশ বিলাস পর্য্যন্তও পাওয়া যায়; কিন্তু অতিরিক্ত অংশ যে কৃত্রিম, তাহা সহজেই বুঝা যায়—ইহাই অনেকের মত। বহরমপুরের সংস্করণেও বিশ বিলাসের বেশী রাখা হয় নাই। অথচ উল্লিখিত "শাকেহগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ"-শ্লোকটী পাওয়া যায় ২৪শ বিলাসে—যাহার কৃত্রিমতা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং উক্তশ্লোকটীও যে কৃত্রিম, এরূপ সন্দেহ অস্বাভাবিক নহে। অথচ এই শ্লোকটীর উপরেই কেহ কেহ অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন; কেন করিয়াছেন, তাহা পরে বলা হইবে।

ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-নামক পুস্তকে চরিতামৃতের "শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ"-শ্লোকানুসারেই ১৫৩৭ শক বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দকেই চরিতামৃতের সমাপ্তিকাল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত "শাকে সিন্ধগ্নি"-শ্লোকটী যে "চরিতামৃতের অনেকগুলি প্রাচীন ও প্রামাণ্য পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে," তাহাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (২)। তথাপি কিন্তু স্থানান্তরে তিনি ১৫০৩ শককেই সমাপ্তিকাল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—যদিও এরূপ মনে করার হেতু কিছুই দেখান নাই (৩)। আরও কেহ কেহ ১৫০৩ শককেই চরিতামৃতের সমাপ্তিকাল বলিয়াছেন।

বীরভূম শিউড়ির লব্ধপ্রতিষ্ঠ-সাহিত্যিক শ্রীযুত শিবরতন মিত্রমহাশয়ের "রতনলাইব্রেরী"তে চরিতামৃতের অনেক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে; মিত্রমহাশয়ের সৌজন্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, এসমস্ত পাণ্ডুলিপিতে—এমন কি ১১৮ বৎসরের পুরাতন একখানা পাণ্ডুলিপিতেও—শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ-শ্লোকটীই দেখিতে পাওয়া যায়। একশত বৎসরের প্রাচীন একখানা পুঁথিতে গ্রন্থশেষে এরূপও লিখিত আছে—"গ্রন্থকর্ত্তুঃ শকাব্দা ১৫৩৭॥ শ্রীচৈতন্যস্য জন্মশকাব্দা ১৪০৭॥ অপ্রকটশকাব্দা ১৪৫৫॥ শকাব্দা (লিপিকাল) ১৭৫৫॥" অবশ্য চরিতামৃতের সমস্ত সংস্করণে বা সমস্ত পুঁথিতেই যে সমাপ্তিকালবাচক শ্লোকটী পাওয়া যায়, তাহা নহে; যে সমস্ত সংস্করণে বা পুঁথিতে সমাপ্তিকালবাচক শ্লোক পাওয়া যায়, সে সমস্তে "শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ"-শ্লোকই পাওয়া যায়।

শাকেহগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ-শ্লোকটী চরিতামৃতের কোনও সংস্করণে বা পুঁথিতেই পাওয়া যায় বলিয়া আমরা জানিনা। শিবরতন মিত্রমহাশয়ও তাঁহার সাহিত্যসেবকে ১৫৩৭ শক বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দকেই সমাপ্তিকাল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন (৪)।

---

(১) Vaisnava Literature, P. 171.

(২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৪র্থ সংস্করণ, ৩০৫ পৃষ্ঠা।

(৩) Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal, P. 63.

(৪) সাহিত্যসেবক, ১২৫ পৃষ্ঠা।

যাহা হউক, ১৫০৩ শকে যে চরিতামৃতের লেখা শেষ হয় নাই, হইতে পারেও না, চরিতামৃতের মধ্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। চরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদেই শ্রীজীবগোস্বামিপ্রণীত শ্রীশ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "গোপালচম্পূ করিল গ্রন্থ মহাশূর।" কিন্তু গোপালচম্পূর পূর্ব্বার্দ্ধ বা পূর্ব্বচম্পূর লেখা শেষ হইয়াছিল ১৫১০ শকে বা ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে এবং উত্তরার্দ্ধ বা উত্তরচম্পূর লেখা শেষ হইয়াছিল ১৫১৪ শকে বা ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে—গ্রন্থশেষে গ্রন্থকারই একথা লিখিয়াছেন (৫)। সুতরাং ১৫১০ বা ১৫১৪ শকের পূর্ব্বে চরিতামৃতের লেখা শেষ হইতে পারে না। সুতরাং ১৫০৩ শকে যে চরিতামৃতের লেখা শেষ হইতে পারে নাই, অন্ততঃ মধ্যলীলার লেখা আরম্ভও হয় নাই, চরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতেই তাহা দেখা যাইতেছে। সুতরাং প্রেমবিলাসের শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ শ্লোকটী যে কৃত্রিম, তাহাও চরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে।

সমাপ্তিকাল-বাচক দুইটী শ্লোকের মধ্যে একটী শ্লোক কৃত্রিম বলিয়া সপ্রমাণ হওয়ায় অপর শ্লোকটীই অকৃত্রিম বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সকল সময়ে নিরাপদ্ নহে; তাহাতে দৃঢ়তার সহিত কোনও কথা বলাও সঙ্গত হয় না। এস্থলে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করার প্রয়োজনও আমাদের নাই। শ্লোক দুইটীর আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বিচার করিলেই বুঝা যাইবে, একটী শ্লোক কৃত্রিম এবং আর একটী শ্লোক অকৃত্রিম। জ্যোতিষের গণনায় এই আভ্যন্তরীণ প্রমাণটী প্রকাশিত হইয়া পড়ে; তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

উভয় শ্লোকেই লিখিত হইয়াছে—জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে রবিবারে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। শ্লোক দুইটীর পার্থক্য কেবল শকাঙ্কে—চরিতামৃতের শ্লোক বলে ১৫৩৭ শকে, আর প্রেমবিলাসের শ্লোক বলে ১৫০৩ শকে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই উভয় শকেই জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবারে হইতে পারে কিনা; না পারিলে কোন্ শকে হইতে পারে। দুই শকের কোনও শকেই যদি জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবারে না হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, কোনও শ্লোকই বিশ্বাসযোগ্য নহে। যদি একটী মাত্র শকে তাহা হইয়া থাকে, তবে সেই শককেই সমাপ্তিকাল বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারিবে এবং অপরটীকে বাদ দিতে হইবে।

জ্যোতিষের গণনায় দেখা গিয়াছে, ১৫০৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবারে হয় নাই—জ্যৈষ্ঠমাসকে সৌরমাস ধরিলেও না, চান্দ্রমাস ধরিলেও না। কিন্তু ১৫৩৭ শকের জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবারেই হইয়াছিল; সেদিন প্রায় ৫৬ দণ্ড পঞ্চমী ছিল; এস্থলেও কিন্তু চান্দ্রমাস ধরিলে হয় না, সৌরমাস (বা গৌণ চান্দ্রমাস) ধরিলে হয়।

জ্যোতিষের গণনায় রায়বাহাদুর শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম, এ, মহাশয় একজন প্রাচীন প্রামাণ্য ব্যক্তি। আমাদের গণনার ফল তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইলে তিনিও স্বতন্ত্রভাবে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন এবং আমাদের সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিয়াছেন। বিদ্যানিধি-মহাশয়ের গণনা-প্রণালী আমাদের গণনা-প্রণালী হইতে ভিন্ন ছিল; তথাপি কিন্তু উভয়ের গণনার ফল একরূপই হইয়াছে। গণনা যে নির্ভুল, ইহা বোধ হয় তাহার একটী প্রমাণ (৬)। (আমাদের "জ্যোতিষের গণনা" ভূমিকার শেষভাগে দ্রষ্টব্য)।

---

(৫) পূর্ব্বচম্পূর অন্তে লিখিত হইয়াছেঃ—"সম্বৎ পঞ্চকবেদষোড়শযুতং শাকং দশেসেকভাগজাতঃ যর্হি তদাখিলং বিলিখিতা গোপালচম্পূরিয়ম্।—যখন ১৬৪৫ সম্বৎ এবং ১৫১০ শকাব্দা, তখনই এই গোপালচম্পূ বিলিখিত হইল।"

উত্তরচম্পূর অন্তে লিখিত হইয়াছেঃ—"পবন-কলামিতি সম্বদ্বিন্দন্ বৃন্দাবনান্তঃস্থঃ। জীবঃ কশ্চন চম্পূং সম্পূর্ণাঙ্গীচকার বৈশাখে॥ অথবা। বিদ্যাশরেন্দু শাকমিতি প্রথমচরণঃ প্রচারণীয়ঃ॥—বৃন্দাবনস্থ জীবনামা কোনও ব্যক্তি ১৬৪৯ সম্বতে, অথবা ১৫১৪ শকাব্দার বৈশাখমাসে এই চম্পূ সমাপ্ত করিয়াছেন।"

(৬) বিগত ১৬।৬।৩৩ ইং তারিখে বিদ্যানিধিমহাশয় লিখিয়াছেন—"* * * দেখিতেছি আপনার গণনাই ঠিক। ১৫৩৭ শকে সৌর জ্যৈষ্ঠ ধরিলে অসিত পঞ্চমীতে রবিবার হইয়াছিল। রবিবারে পঞ্চমী প্রায় ৪২ দণ্ড ছিল। এখন বিবেচ্য, সৌর জ্যৈষ্ঠ ধরিতে পারি

যাহাহউক, এক্ষণে দেখা গেল—প্রেমবিলাসের শ্লোকানুসারে ১৫০৩ শকে চরিতামৃত-সমাপ্তির কথা চরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণের প্রতিকূল এবং ঐ শ্লোকানুসারে ১৫০৩ শকে জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী রবিবারে হওয়ার কথাও জ্যোতিষের গণনায় সমর্থিত হয় না। সুতরাং এই শ্লোকটী যে কৃত্রিম, তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। আর চরিতামৃতের শ্লোকানুসারে ১৫৩৭ শকে গ্রন্থ-সমাপ্তির কথা চরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণেরও অনুকূল এবং উক্ত শ্লোকানুসারে জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীও রবিবারেই হইয়াছিল বলিয়া জ্যোতিষের গণনায়ও পাওয়া যায়; সুতরাং এই শ্লোকটী যে সম্যক্‌রূপেই নির্ভরযোগ্য এবং ইহা যে অকৃত্রিম, তদ্বিষয়েও সন্দেহ থাকিতে পারে না। গ্রন্থকার কখনও গ্রন্থসমাপ্তির তারিখ লিখিতে ভুল করিতে পারেন না; কারণ, যে দিন গ্রন্থ সমাপ্ত হয়, ঠিক সেই দিনই তিনি তারিখ লিখিয়া থাকেন; তাহাতে সন, মাস, তিথি, বারাদির ভুল থাকা সম্ভব নয়। অন্য কেহ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ভিন্ন সময়ে তাহা লিখিতে গেলেই ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে। প্রেমবিলাসের শাকেঽগ্নিবিন্দু-বাণেন্দৌ-শ্লোকটী ভ্রমাত্মক বলিয়া তাহা যে চরিতামৃতকার কবিরাজ-গোস্বামীর লিখিত নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আর চরিতামৃতের শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ-শ্লোকটীতে কোনওরূপ ভ্রম নাই বলিয়া—চরিতামৃতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণে এবং জ্যোতিষের গণনাতেও ইহা সমর্থিত হয় বলিয়া ইহা যে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীরই লিখিত, তাহাও নিঃসন্দেহেই বলিতে পারা যায়। সুতরাং ১৫৩৭ শকে অর্থাৎ ১৬১৫ খৃষ্টাব্দেই চরিতামৃত সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

প্রশ্ন হইতে পারে, শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ-শ্লোকটী গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামীরই লিখিত হইয়া থাকিলে চরিতামৃতের সকল প্রতিলিপিতে তাহা না থাকার কারণ কি? লিপিকর-প্রমাদই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয়। কোনও একজন লিপিকর হয়তো ভ্রমে এই শ্লোকটী লিখেন নাই; তাঁহার প্রতিলিপি দেখিয়া পরবর্ত্তী কালে যাঁহারা গ্রন্থ লিখিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও প্রতিলিপিতেই আর ঐ শ্লোকটী থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে উক্ত শ্লোকহীন প্রতিলিপিও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এইরূপ হওয়া অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে। চরিতামৃতেই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ" প্রভৃতি কয়েকটী শ্লোকের (৫-১৪ শ্লোকের) উপরিভাগে "শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্‌"-কথাটী চরিতামৃতের কোনও কোনও প্রতিলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে কেহ কেহ হয়তো মনে করিয়া থাকেন, কবিরাজ-গোস্বামীর মূলগ্রন্থে উল্লিখিত "শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিকড়চায়াম্‌"-কথাটী ছিল না—"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ"-প্রভৃতি শ্লোক কয়টী কবিরাজ-গোস্বামীরই রচিত, স্বরূপদামোদরের রচিত নহে। কিন্তু এরূপ অনুমানের বিশেষ কিছু হেতু আছে বলিয়া মনে হয় না। বরং উক্ত শ্লোক কয়টী যে শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরেরই রচিত, তাহারই যথেষ্ট প্রমাণ চরিতামৃতে পাওয়া যায়। একটীমাত্র প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। উল্লিখিত শ্লোকসমূহের দ্বিতীয় শ্লোক অর্থাৎ আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ৬ষ্ঠ

কিনা। বোধ হয় পারি। কবি বঙ্গদেশের, সৌরমাস গণিতেন।" এই পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—"বোধ হয় সৌরমাস ধরিতে পারি।" কিন্তু পরের দিন ১৭।৬।৩৩ ইং তারিখেই আবার এক পত্রে তিনি লিখিলেন—"গতকল্য আপনাকে পত্র লিখিবার পর মনে রহিল, সৌর জ্যৈষ্ঠ মাস করিলে কবির অনবধানতা প্রকাশিত হয়। মাসের নাম না থাকিলে তিথি অর্থহীন। 'বোধ হয়' করিবার প্রয়োজন নাই। কবি জ্যৈষ্ঠ মাস গৌণচান্দ্র ধরিয়াছেন। যেটা মুখ্য বৈশাখ কৃষ্ণপক্ষ, সেটা গৌণ জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণপক্ষ। বৈশাখী পূর্ণিমার পর গৌণ জ্যৈষ্ঠ মাস আরম্ভ। উত্তর ভারতে গৌণচান্দ্র গণিত হইতেছে। অতএব গৌণচান্দ্র জ্যৈষ্ঠমাসের অসিত পঞ্চমীতে রবিবার ছিল। অথচ সৌর জ্যৈষ্ঠ বলাও কবির অভিপ্রেত ছিল।"

যাহাহউক, বৈশাখী পূর্ণিমার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যে কৃষ্ণাপঞ্চমী, তাহাই গৌণচান্দ্র জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাপঞ্চমী এবং ১৫৩৭ শকে তাহা রবিবারে হইয়াছিল।

সূর্য্য যতদিন বৃষরাশিতে থাকে, আমাদের পঞ্জিকার জ্যৈষ্ঠমাসও ততদিনব্যাপী এবং এইরূপ জ্যৈষ্ঠমাসকেই আমরা সৌর জ্যৈষ্ঠ বলিয়াছি। ১৫৩৭ শকে গৌণচান্দ্রজ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাপঞ্চমীও আমাদের পঞ্জিকানুযায়ী জ্যৈষ্ঠমাসে (এবং রবিবারে) হইয়াছিল, তাই আমরা সৌর জ্যৈষ্ঠ বলিয়াছি।

শ্লোকটীতে (শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বা ইত্যাদি শ্লোকে) শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের তিনটী মুখ্য কারণ বিবৃত হইয়াছে। এই ষষ্ঠ শ্লোকটীর তাৎপর্য্য বিবৃত করিতে যাইয়া সূচনায় চরিতামৃতকার কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—'* * * অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ। রসিক শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ॥ অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার। দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥ স্বরূপগোসাঞি—প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ। তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ। আদি, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ৯০-৯২ পয়ার॥' ষষ্ঠ শ্লোকে অবতারের যে তিনটী মুখ্যকারণের কথা বলা হইয়াছে, সেই তিনটী কারণ যে স্বরূপ-গোস্বামিব্যতীত অপর কেহ জানিতেন না, স্বরূপ-গোস্বামী হইতেই যে সেই তিনটী কারণের সংবাদ সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে, উক্ত পয়ার সমূহে কবিরাজ-গোস্বামীই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং কবিরাজ-গোস্বামীর কথাতেই জানা যাইতেছে—শ্লোকটী স্বরূপ-দামোদরেরই রচিত। উক্ত ষষ্ঠ শ্লোক কেন, আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ৫ম হইতে ১৪শ পর্য্যন্ত সমস্ত শ্লোকই যে স্বরূপদামোদরের রচিত, তাহাতে সন্দেহ করার হেতু কিছু দেখা যায় না। লিপিকর-প্রমাদবশতঃই সম্ভবতঃ কোনও কোনও প্রতিলিপিতে উক্ত শ্লোক সমূহের উপরিভাগে "শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিকড়চায়াম্"-কথাটী বাদ পড়িয়া গিয়াছে। তদ্রূপ, লিপিকরপ্রমাদ-বশতঃই যে কোনও কোনও প্রতিলিপিতে "শাকে সিন্ধ্বগ্নি"-শ্লোকটী বাদ পড়িয়া গিয়াছে, এইরূপ অনুমান করা অস্বাভাবিক হইবে না।

যাঁহারা ১৫০৩ শকের পক্ষপাতী, তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১৫০৩ শকে সমাপ্ত হইয়াছে মনে না করিলে প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর ও কর্ণানন্দের উক্তিসমূহের সঙ্গতি থাকে না। সঙ্গতি থাকে কিনা বিবেচনা করা দরকার।

ভক্তিরত্নাকরাদির যে বিবরণের সহিত চরিতামৃতের সমাপ্তিকালের কিছু সম্পর্ক থাকা সম্ভব, তাহার সার মর্ম্ম এই। গঙ্গাতীরে চাখন্দি গ্রামে শ্রীনিবাসের জন্ম হয়। উপনয়নের পরে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; তখন তিনি মাতাকে লইয়া যাজিগ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীপাদগোপালভট্ট-গোস্বামীর নিকটে দীক্ষিত হন এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর নিকটে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আচার্য্য উপাধি লাভ করেন। শ্রীনিবাসের পরে নরোত্তমদাস এবং শ্যামানন্দও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তিনজনে কয়েক বৎসর বৃন্দাবনে থাকার পরে একই সঙ্গে দেশের দিকে যাত্রা করেন। তাঁহাদের সঙ্গে কতকগুলি গোস্বামিগ্রন্থ প্রচারার্থ বাঙ্গালাদেশে প্রেরিত হয়। গ্রন্থগুলিকে চারিটী বাক্সে ভরিয়া, বাক্সগুলিকে মমজমা দিয়া ঢাকিয়া দুইখানি গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরীর তত্ত্বাবধানে শ্রীজীব শ্রীনিবাসাদির সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বনবিষ্ণুপুরে উপনীত হইলেন, তখন বনবিষ্ণুপুরের তৎকালীন রাজা বীরহাম্বীরের নিয়োজিত দস্যুদল ধনরত্ন মনে করিয়া গাড়ীসহ গ্রন্থবাক্সগুলি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তখন নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে দেশে পাঠাইয়া দিয়া গ্রন্থোদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীনিবাস বনবিষ্ণুপুরেই থাকিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে রাজসভায় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ উপলক্ষে রাজা বীরহাম্বীরের সহিত শ্রীনিবাসের পরিচয় হয়। সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া রাজা বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন এবং শ্রীনিবাসের চরণাশ্রয় করিয়া সমস্ত গ্রন্থ ফিরাইয়া দিলেন। কিছুকাল পরে গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাস দেশে ফিরিয়া আসেন এবং পরে পরে দুইটী বিবাহ করেন। বিবাহের ফলে তাঁহার ছয়টী সন্তান জন্মিয়াছিল। গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসার প্রায় একবৎসর পরে শ্রীনিবাস দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গিয়াছিলেন বলিয়াও ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়। যাহাহউক, বৃন্দাবন হইতে শ্রীনিবাসের দেশে ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরে খেতুরীর বিরাট মহোৎসব হইয়াছিল। এই মহোৎসবে নিত্যানন্দঘরণী জাহ্নবামাতা-গোস্বামিনীও উপস্থিত ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের মতে, এই মহোৎসবের পরে জাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তাঁহার দেশে ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরে নিত্যানন্দতনয় বীরচন্দ্রগোস্বামীও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে শ্রীনিবাস-আচার্য্যের দেশে ফিরিয়া আসার পরে তাঁহার নিকটে এবং আরও দু-একজন বঙ্গদেশীয় ভক্তের নিকটে শ্রীজীবগোস্বামী পত্রাদি লিখিতেন। এরূপ কয়েকখানি পত্র ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে।

যাহাহউক, ১৫০৩ শকেই চরিতামৃত সমাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি এই তিনটী অনুমান:—প্রথমতঃ শ্রীনিবাসের সঙ্গে প্রেরিত এবং বনবিষ্ণুপুরে অপহৃত গোস্বামিগ্রন্থ সমূহের মধ্যে কবিরাজ-গোস্বামীর চরিতামৃতও ছিল; দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থচুরির সংবাদপ্রাপ্তি মাত্রেই কবিরাজ-গোস্বামী তিরোভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং তৃতীয়তঃ, ১৫০৩ শকেই (১৫৮১ খৃষ্টাব্দেই) গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে বিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন। এই তিনটী অনুমান বিচারসহ কিনা, আমরা এখানে তৎসম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

বলিয়া রাখা উচিত, আমরা এস্থলে এই প্রবন্ধে যে ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দের উল্লেখ করিব, তাহাদের প্রত্যেকখানিই বহরমপুর রাধারমণযন্ত্র হইতে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক।

শ্রীনিবাসের সঙ্গে প্রেরিত গোস্বামিগ্রন্থের মধ্যে চরিতামৃত ছিল কিনা?

শ্রীনিবাস-আচার্য্যের সঙ্গে প্রেরিত যে সমস্ত গ্রন্থ বনবিষ্ণুপুরে চুরি হইয়াছিল, তাহাদের বিস্তৃত তালিকা পওয়া না গেলেও ভক্তিরত্নাকর ও প্রেমবিলাস হইতে তাহাদের একটা দিগ্দর্শন যেন পওয়া যায়। প্রেমাবিলাসে শ্রীনিবাসের জন্মের পূর্ব্বকাহিনী যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, গৌড়ে রূপসনাতনের গ্রন্থ-প্রচারের উদ্দেশ্যেই তাঁহার জন্মের প্রয়োজন হইয়াছিল (১ম বিলাস, ৭, ১২ পৃষ্ঠা)। শ্রীনিবাসের প্রতি মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশের মধ্যেও তদ্রূপ ইঙ্গিতই পাওয়া যায়—"যত গ্রন্থ লিখিয়াছেন রূপ-সনাতন। তুমি গেলে তোমারে করিবে সমর্পণ॥ (৪র্থ বিলাস, ৩৩ পৃষ্ঠা)।" গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাসকে গৌড়ে পাঠাইবার সঙ্কল্প করার সময়েও শ্রীজীব তাহাই জানাইয়াছেন—"মোর প্রভুর গ্রন্থের অনুসারে যত ধর্ম্ম। গৌড়দেশে কেহত না জানে ইহার মর্ম্ম॥ এই সব গ্রন্থ লইয়া আচার্য্য গৌড়ে যায়। (প্রেমবিলাস, ১২শ বিলাস, ১৪১ পৃঃ)।" গ্রন্থপ্রেরণ প্রসঙ্গে রূপ-সনাতনের গ্রন্থ সম্বন্ধে বৃন্দাবনস্থ গোস্বামীদের নিকটে শ্রীজীব আরও বলিয়াছেন—"লক্ষ গ্রন্থ কৈল সেই শক্তি করুণায়। তোমরা তাহাতে অতি করিলা সহায়॥ অন্যদেশ হৈতে প্রভুর নিজাত্মা গৌড়দেশ। সর্ব্বমহান্তের বাস অশেষ বিশেষ॥ এধর্ম্ম প্রকট হয় গ্রন্থ পরচার। যেমন হয়েন তার করহ প্রকার॥ (প্রেমবিলাস, ১২শ বিলাস, ১৪৩ পৃঃ)।" গ্রন্থপ্রেরণের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত মথুরাবাসী স্বীয় সেবক মহাজনকে ডাকিয়া আনিয়া শ্রীনিবাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়াও শ্রীজীব বলিয়াছিলেন—"মোর প্রভু লক্ষ গ্রন্থ করিল বর্ণন॥ রাধাকৃষ্ণলীলা তাহে বৈষ্ণব আচার। তিঁহ গৌড়দেশে লঞা করিব প্রচার॥ (প্রেমবিলাস, ১২ বিলাস, ১৪৫পৃঃ)।" বৃন্দাবনত্যাগের প্রাক্কালে শ্রীনিবাস যখন স্বীয়গুরু গোপালভট্ট-গোস্বামীর নিকটে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীনিবাসের গৌড়-গমনের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভট্টগোস্বামীও বলিয়াছিলেন—'শ্রীরূপের গ্রন্থ গৌড়ে হইবে প্রচারে। (১২শ বি, ১৫৯ পৃঃ)।" শ্রীজীবগোস্বামী নিজ হাতে গ্রন্থরাজি সিন্ধুকে সজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন; কি কি গ্রন্থ সিন্ধুকে সজ্জিত হইয়াছিল, তাহাও প্রেমবিলাস হইতে জানা যায়। শ্রীজীব "সিন্ধুক সজ্জা করি পুস্তক ভরেন বিরলে॥ শ্রীরূপের গ্রন্থ যত নিজ গ্রন্থ আর। থরে থরে বসাইলা ভিতরে তাহার॥ বহুলোক লৈয়া সিন্ধুক আনিল ধরিঞা। গাড়ির উপরে সব চড়াইল লঞা॥ (১৩শ বিলাস, ১৬২ পৃষ্ঠা)।" আবার মথুরাতে আলিঙ্গনপূর্ব্বক শ্রীনিবাসকে বিদায় দেওয়ার সময়ও শ্রীজীব বলিয়াছেন—"চৈতন্যের আজ্ঞা প্রেম প্রকাশিতে। বর্ণন করিলা প্রেম সনাতন তাতে॥ সেই গ্রন্থে সেই ধর্ম্ম প্রকাশ তোমাতে। প্রকাশ করিতে দোঁহে পার সর্ব্বত্রেতে॥ (১৩শ বিলাস, ১৬৩পৃঃ)।" গোস্বামিগ্রন্থের পেটারায় অমূল্যরত্ন আছে বলিয়া হাতগণিতা প্রকাশ করাতেই বীরহাম্বীরের লুব্ধ দস্যুগণ গ্রন্থ-পেটারা চুরি করিয়াছিল; এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াও প্রেমবিলাসকার বলিয়াছেন, পেটারায় যে অমূল্যরত্ন ছিল, তাহা সত্যই; যেহেতু—"শ্রীরূপের গ্রন্থ যত লীলার প্রসঙ্গ। কত প্রেমধন আছে, তাহার তরঙ্গ॥ (১৩শ বি, ১৬৮ পৃঃ)।" শ্রীনিবাসের সহিত বীর-হাম্বীরের সাক্ষাৎ হইলে রাজা যখন তাঁহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যখন শ্রীনিবাস নিজেও বলিয়াছেন—"শ্রীনিবাস নাম, আইল বৃন্দাবন হইতে। লক্ষগ্রন্থ শ্রীরূপের প্রকাশ করিতে॥ গৌড়দেশে লৈয়া তাহা করিব প্রচার। চুরি করি লইল কেবা জীবন আমার॥ (প্রেমবিলাস, ১৩শ বি, ১৭৯ পৃঃ)।"

প্রেমবিলাস হইতে উদ্ধৃত বাক্যসমূহে শ্রীনিবাসের সঙ্গে প্রেরিত গ্রন্থসম্বন্ধে যে পরিচয় পাওয়া গেল, তাহাতে বুঝা যায়, গ্রন্থ-পেটারায় শ্রীরূপের গ্রন্থই ছিল বেশী, শ্রীসনাতনের এবং শ্রীজীবের গ্রন্থও কিছু কিছু ছিল। কৃষ্ণদাস-কবিরাজের গ্রন্থের কোনও আভাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। ভক্তিরত্নাকর কি বলে, তাহাও দেখা যাউক।

শ্রীনিবাসের জন্মের পূর্ব্বাভাসে ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু সেবক গোবিন্দকে বলিয়াছেন—"শ্রীরূপাদিদ্বারে ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশিব। শ্রীনিবাসদ্বারে গ্রন্থরত্ন বিতরিব॥ (ভক্তিরত্নাকর, ২য় তরঙ্গ, ৭১ পৃষ্ঠা)।" শ্রীনিবাস মথুরায় উপনীত হইলে শ্রীরূপ-সনাতন স্বপ্নে দর্শন দিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"করিনু যে গ্রন্থগণ সে সব লইয়া। অতি অবিলম্বে গৌড়ে প্রচারিবে গিয়া॥ ৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৪-৫ পৃষ্ঠা।" পেটারায় সজ্জিত গ্রন্থসমূহ সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে—"যে সকল গ্রন্থ সম্পূটেতে সাজ কৈল। সে সব গ্রন্থেরনাম পূর্ব্বে জানাইল॥ নিজকৃত সিদ্ধান্তাদি গ্রন্থ কথো দিয়া। মৃদু মৃদু কহে শ্রীনিবাস মুখ চাইয়া॥ রহিল যে গ্রন্থ পরিশোধন করিব। বর্ণিব যে সব তাহা ক্রমে পাঠাইব॥ (৬ষ্ঠ তরঙ্গ, ৪৭০ পৃঃ)।" পেটারায় সজ্জিত গ্রন্থসমূহের নাম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এইরূপই এই কয় পয়ার হইতে জানা যায়। উল্লিখিত ভক্তিরত্নাকরের ৭১ এবং ১৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায় যে কেবল রূপ-সনাতনের গ্রন্থেরই উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আবার প্রথম তরঙ্গের ৫৬-৬০ পৃষ্ঠায় শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব এবং শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামীর অনেক গ্রন্থের নামও উল্লিখিত হইয়াছে। ৪৭০ পৃষ্ঠার পূর্ব্বে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও স্থলে গ্রন্থতালিকা আছে বলিয়া জানি না। ৫৬-৬০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থও শ্রীনিবাসের সঙ্গে প্রেরিত হয় নাই, সংশোধনাদির নিমিত্ত কতকগুলি গ্রন্থ শ্রীজীব রাখিয়া দিয়াছিলেন—৪৭০ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত পয়ার এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকটে লিখিত শ্রীজীবের পত্র হইতে তাহা জানা যায়। যাহাহউক, প্রেরিত গ্রন্থ সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত হইল, কবিরাজ-গোস্বামীর চরিতামৃতের উল্লেখ বা ইঙ্গিতও তাহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

ভক্তিরত্নাকরের নবম তরঙ্গ হইতে জানা যায়, শ্রীনিবাস যখন দ্বিতীয়বার শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহাকে "শ্রীগোপালচম্পূগ্রন্থারম্ভ শুনাইলেন। ৫৭০ পৃঃ।" ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রথমবার শ্রীবৃন্দাবনবাসের পরে শ্রীনিবাস যখন গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া দেশের দিকে রওনা হন, তখন গোপালচম্পূর লেখার আরম্ভই হয় নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদেই শ্রীজীবকৃত গোপালচম্পূর উল্লেখ আছে। "গোপালচম্পূনামে গ্রন্থমহাশূর। ২।১।৩৯॥" আবার আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদেই কবিরাজ-গোস্বামী উত্তরচম্পূর (গোপালচম্পূর শেষার্দ্ধের) কান্তাভাবসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ব্রজলীলা প্রকটনের হেতু নির্ণয় করিয়াছেন (১।৪।২৫-২৬)। সুতরাং গোপালচম্পূ-সমাপ্তির পরেই যে শ্রীচরিতামৃতের লেখা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কাজেই গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাসের প্রথমবার দেশে আসার সময়ে গোপালচম্পূর লেখাই যখন আরম্ভ হয় নাই, তখন সেই সঙ্গে চরিতামৃত আনয়নের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

এক্ষণে কর্ণানন্দের কথা বিবেচনা করা যাউক। কর্ণানন্দ অকৃত্রিম গ্রন্থ কিনা, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে; সন্দেহের কারণ পরে বলা হইবে। কিন্তু শ্রীনিবাস-আচার্য্যের সঙ্গে প্রেরিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে যে চরিতামৃত ছিল, কর্ণামৃত হইতেও তাহা জানা যায় না। শ্রীনিবাসের জন্মের পূর্ব্বাভাস-বর্ণনপ্রসঙ্গেও ভক্তিরত্নাকরেরই ন্যায় কর্ণানন্দ বলিয়াছে—শ্রীরূপ-সনাতনের গ্রন্থ প্রচারের নিমিত্তই তাঁহার আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল। গ্রন্থ-প্রেরণ-প্রসঙ্গেও শ্রীজীব সেই উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াই গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে যাওয়ার নিমিত্ত শ্রীনিবাসকে আদেশ করিয়াছেন (কর্ণানন্দ, ৬ষ্ঠ নির্য্যাস, ১১০ পৃঃ); তাঁহার সঙ্গে কোন্ কোন্ গ্রন্থ প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ কোথাও নাই। তবে, শ্রীনিবাস গৌড়দেশে কি কি গ্রন্থের প্রচার করিয়াছিলেন, একস্থলে তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়। "গৌড়দেশে লক্ষ গ্রন্থ কৈল প্রকটন॥ শ্রীরূপগোস্বামিকৃত যত গ্রন্থগণ। যত গ্রন্থ প্রকাশিলা গোস্বামী সনাতন॥ শ্রীভট্টগোসাঞি যাহা করিলা প্রকাশ। রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস॥ শ্রীজীবগোস্বামিকৃত যত গ্রন্থচয়। কবিরাজ গ্রন্থ যত কৈলা রসময়॥ এই সব গ্রন্থ লৈয়া গৌড়েতে স্বচ্ছন্দে। বিস্তারিল প্রভু তাহা মনের আনন্দে॥ (১ম নির্য্যাস, ৩ পৃঃ)।" এস্থলে চরিতামৃতের উল্লেখ না থাকিলেও কবিরাজ-গোস্বামীর "রসময় গ্রন্থ" সমূহের উল্লেখ আছে। চরিতামৃত এসমস্ত রসময়

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে। উল্লিখিত পয়ারসমূহে গ্রন্থের নাম নাই, গ্রন্থকারের নাম আছে; কয়েক পয়ার পরে কয়েকখানি গ্রন্থের নামও কর্ণানন্দে লিখিত হইয়াছে; তন্মধ্যে বৈষ্ণব-তোষণীর উল্লেখ আছে। বৈষ্ণবতোষণী কিন্তু প্রথমবারে প্রেরিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ছিল না, কয়েক বৎসর পরে গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছে—তাহা ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায় (১৪শ তরঙ্গ, ১০৩৩ পৃষ্ঠা)। কবিরাজ-গোস্বামীর গ্রন্থসমূহও পরে প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়; কারণ, প্রথমবারে প্রেরিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কবিরাজ-গোস্বামীর কোনও গ্রন্থ ছিল বলিয়া ভক্তিরত্নাকর, প্রেমবিলাস বা কর্ণানন্দ হইতেও জানা যায় না। যাহাহউক, শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রথমবারে আনীত গ্রন্থসমূহ-প্রসঙ্গে উল্লিখিত পয়ারগুলি কর্ণানন্দে লিখিত হয় নাই, বনবিষ্ণুপুরে অপহৃত গ্রন্থসমূহের প্রসঙ্গেও লিখিত হয় নাই; শ্রীনিবাস গৌড়দেশে কি কি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই উক্ত কয় পায়ারে বলা হইয়াছে। বহুবার বহু সময়ে প্রচারার্থ বহুগ্রন্থ বৃন্দাবন হইতে শ্রীনিবাসের নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল। চরিতামৃতও পরবর্ত্তী কালেই তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইয়া থাকিবে—এরূপ মনে করিলেও উক্ত পয়ারসমূহের মধ্যে কোনওরূপ অসঙ্গতি দেখা যাইবে না। পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে এবিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।

আরও একটী কথা বিবেচ্য। চরিতামৃত লেখার সময়ে কবিরাজ-গোস্বামীর যত বয়স হইয়াছিল, শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনত্যাগের সময়ে এবং তাহার কিছুকাল পরেও তাঁহার তত বেশী বয়স হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

যে সময়ে তিনি চরিতামৃত লিখিতে আরম্ভ করেন, কবিরাজ-গোস্বামী তখন জরাতুর হইয়া পড়িয়াছিলেন; আদিলীলা শেষ করিয়া মধ্যলীলা আরম্ভ করিবার সময়ে তাঁহার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া বুঝা যায়; তৎকালীন শরীরের অবস্থা অনুভব করিয়া অন্ত্যলীলা লিখিতে পারিবেন বলিয়া কবিরাজ-গোস্বামীও বোধ হয় ভরসা পান নাই। তাই মধ্যলীলার প্রারম্ভেই অন্ত্যলীলার সূত্র লিখিয়া কৈফিয়তস্বরূপে তিনি লিখিয়াছেন—"শেষলীলার সূত্রগণ, কৈল কিছু বিবরণ, ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়। থাকে যদি আয়ুঃশেষ, বিস্তারিব লীলাশেষ, যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥ আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর, মনে কিছু স্মরণ না হয়। না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে, তভু লিখি এ বড় বিস্ময়॥ এই অন্ত্যলীলাসার, সূত্রমধ্যে বিস্তার, করি কিছু করিল বর্ণন। ইহামধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে, এই লীলা ভক্তগণ-ধন॥ (চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ)।" গ্রন্থশেষেও তিনি লিখিয়াছেন—"বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥ নানারোগে গ্রস্ত, চলিতে বসিতে না পারি। পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল—রাত্রিদিনে মরি॥ (অন্ত্যলীলা, ২০ পরিচ্ছেদ)।"

কিন্তু শ্রীনিবাস-আচার্য্য যখন বৃন্দাবন ত্যাগ করেন, তখন এবং তাহার পরেও যে কবিরাজ-গোস্বামীর শরীরের অবস্থা চরিতামৃতে বর্ণিত অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল, তখনও যে তিনি রাধাকুণ্ড হইতে চৌদ্দ মাইল হাটিয়া বৃন্দাবনে যাতায়াত করিতে পারিতেন, ভক্তিরত্নাকরাদি হইতে তাহা জানা যায়।

বৃন্দাবনত্যাগের প্রাক্কালে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ দাস-গোস্বামীর সহিত দেখা করিবার নিমিত্ত রাধাকুণ্ডে গিয়াছিলেন। কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহাদের সঙ্গে রাধাকুণ্ড হইতে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। (ভক্তিরত্নাকর, ৬ষ্ঠ তরঙ্গ, ৪৬৯ পৃষ্ঠা)। এবং বৃন্দাবন হইতে শ্রীজীবাদির সঙ্গে গ্রন্থের গাড়ীর অনুসরণ করিয়া তিনি মথুরায়ও গিয়াছিলেন (ভক্তিরত্নাকর, ৬ষ্ঠ তরঙ্গ, ৪৮৭ পৃষ্ঠা)। শ্রীনিবাসের দেশে আসার কিছুকাল পরে খেতুরীর মহোৎসব হয়। এই মহোৎসবের পরে নিত্যানন্দঘরণী জাহ্নবামাতা-গোস্বামিনী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। তাঁহার বৃন্দাবনে আগমনের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করার নিমিত্ত কবিরাজ-গোস্বামী সাত ক্রোশ পথ হাঁটিয়া রাধাকুণ্ড হইতে যে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, তাহাও ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায় (একাদশ তরঙ্গ, ৬৬৭ পৃঃ)। বৃন্দাবন হইতে জাহ্নবামাতা রাধাকুণ্ডে গিয়াছিলেন; কবিরাজ-গোস্বামীও তাঁহারই সঙ্গে বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া একটু তাড়াতাড়ি করিয়া "অগ্রেতে আসিয়া। দাস-গোস্বামীর আগে ছিলা দাঁড়াইয়া॥ অবসর পাইয়া করয়ে নিবেদন। শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর হৈল আগমন॥" (ভঃ রঃ ১১শ তরঙ্গ, ৬৬৮ পৃঃ)। ইহার পরেও আবার নিত্যানন্দ-তনয় বীরচন্দ্র-গোস্বামী বৃন্দাবন গিয়াছিলেন; তাঁহার বৃন্দাবনে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত

পূর্ব্বেই "সর্ব্বত্র ব্যাপিল বীরচন্দ্রের গমন॥ শুনি বীরচন্দ্রের গমন বৃন্দাবনে। আগুসরি লইতে আইসে সর্ব্বজনে॥ শ্রীজীবগোসাঞি শ্রীচৈতন্য-প্রেমময়। কৃষ্ণদাস-কবিরাজ গুণের আলয়॥ ইত্যাদি॥" (ভঃ রঃ ১৩শ তরঙ্গ, ১০২০ পৃষ্ঠা)। এস্থলে দেখা যায়, যাঁহারা প্রভু-বীরচন্দ্রকে বৃন্দাবনে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার নিমিত্ত শ্রীজীবাদির সঙ্গে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কবিরাজ-গোস্বামীও ছিলেন। তিনি থাকিতেন রাধাকুণ্ডে; আর শ্রীজীব থাকিতেন বৃন্দাবনে, সাতক্রোশ দূরে। এত দীর্ঘপথ হাটিয়া তিনি বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন বীরচন্দ্রপ্রভুকে অভ্যর্থনা করিতে। ইহার পরে বীরচন্দ্রপ্রভু যখন লীলাস্থলী দর্শনে বাহির হইয়াছিলেন, তখন তিনি—"গোবর্দ্ধন হইতে গেলেন ধীরে ধীরে। শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজের কুটীরে॥ তথা হৈতে বৃন্দাবন দুই দিনে গেলা। কৃষ্ণদাস-কবিরাজ সঙ্গেই চলিলা॥ (ভক্তিরত্নাকর, ১৩শ তরঙ্গ, ১০২২ পৃঃ)।" তাঁহারা রাধাকুণ্ড হইতে সোজাসোজি বৃন্দাবনে আসেন নাই; কাম্যবন, বৃষভানুপুর, নন্দগ্রাম, খদিরবন, যাবট ও গোকুলাদি দর্শন করিয়া ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমীতে বৃন্দাবনে পৌছেন। (ভক্তিরত্নাকর ১৩শ তরঙ্গ, ১০২২-২৬ পৃঃ)। কবিরাজ-গোস্বামীও এসকল স্থানে গিয়াছিলেন।

নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সঙ্গে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কার্ত্তিক-ব্রত-পূরণের মহোৎসব-উপলক্ষে কবিরাজ-গোস্বামী যে রাধাকুণ্ড হইতে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, প্রেমবিলাস হইতেও তাহা জানা যায় (১২ বিলাস, ১৪১ পৃষ্ঠা)।

এসমস্ত উক্তি হইতে অনুমান হয়, চরিতামৃতের মধ্যলীলার লিখনারম্ভে কবিরাজ-গোস্বামীর যত বয়স হইয়াছিল, তিনি যত "বৃদ্ধ ও জরাতুর" হইয়াছিলেন, শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনত্যাগের সময়ে এবং তাহার কিছুকাল পরেও তাঁহার তত বয়স হয় নাই, তিনি তত "বৃদ্ধ ও জরাতুর"—তত চলচ্ছক্তিহীন—হন নাই। তাহাতেই অনুমান হয়, তখনও তাঁহার চরিতামৃত লেখা শেষ হয় নাই—মধ্যলীলার লেখা আরম্ভও হয় নাই। সুতরাং শ্রীনিবাসের সঙ্গে প্রেরিত গোস্বামিগ্রন্থের মধ্যে যে কবিরাজ-গোস্বামীর চরিতামৃত ছিলনা এবং বনবিষ্ণুপুরে যে তাহা অপহৃত হয় নাই, তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থচুরির পরে কবিরাজ-গোস্বামী প্রকট ছিলেন কিনা

বনবিষ্ণুপুরে গোস্বামিগ্রন্থ-সমূহ অপহৃত হওয়ার পরেও কবিরাজ-গোস্বামী প্রকট ছিলেন কিনা, তাহারই আলোচনা এক্ষণে করা হইবে।

ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়—গ্রন্থচুরির পরেও গ্রন্থপ্রাপ্তির সময় পর্য্যন্ত গ্রন্থবাহীগাড়ী, গাড়োয়ান এবং মথুরাবাসী গ্রন্থপ্রহরিগণ বনবিষ্ণুপুরেই ছিল। গ্রন্থপ্রাপ্তির পরে গ্রন্থচুরির, গ্রন্থপ্রাপ্তির এবং রাজা বীরহাম্বীরের মতিপরিবর্ত্তনের সংবাদ জানাইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীজীবের নামে একপত্র লিখিলেন; এই পত্র সহ প্রহরিগণ বৃন্দাবনে প্রেরিত হয়; যে গাড়ীতে গ্রন্থসমূহ আনা হইয়াছিল, সেই গাড়ীও প্রহরিগণের সঙ্গেই গোস্বামিগণের নিমিত্ত বীরহাম্বীরের প্রেরিত উপঢৌকন সহ বৃন্দাবনে ফিরিয়া যায়। পত্র ও উপঢৌকন পাইয়া গোস্বামিগণ বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন; গ্রন্থচুরির সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাপ্তির সংবাদও পাওয়াতে চুরির সংবাদের নিদারুণ আঘাত গোস্বামীদিগকে মর্ম্মাহত করিতে পারে নাই।

যাহাহউক, শ্রীনিবাসাচার্য্যের বৃন্দাবনত্যাগের পরেও যে কবিরাজ-গোস্বামী যথাবস্থিতদেহে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার একাধিক স্পষ্ট উল্লেখও ভক্তিরত্নাকরে দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্রহায়ণ শুক্লাপক্ষীতে শ্রীনিবাস গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করেন (ভক্তিরত্নাকর, ষষ্ঠ তরঙ্গ, ৪৬৮ পৃষ্ঠা)। ইহার পরের বৎসরেই (১১),

(১১) অব্যবহিত পরবর্ত্তী বৎসরেই যে শ্রীনিবাস পুনরায় বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, ভক্তিরত্নাকরে অবশ্য ইহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। প্রথমবারের বৃন্দাবনত্যাগ এবং দ্বিতীয়বারে বৃন্দাবনযাত্রার মধ্যবর্ত্তী সময়ের ঘটনাপরম্পরা বিবেচনা করিয়া এবং শ্রীনিবাসকে পুনরায় বৃন্দাবনে দেখিয়া "এত শীঘ্র ইঁহার গমন হইল কেনে" (ভক্তিরত্নাকর, ৫৬৯) ভাবিয়া বৃন্দাবনস্থ-গোস্বামিবৃন্দের বিস্ময়ের কথা বিবেচনা করিয়াই অব্যবহিত পরবর্ত্তী বৎসর অনুমিত হইয়াছে।

অগ্রহায়ণের শেষভাগে যাত্রা করিয়া (ভক্তিরত্নাকর, ৯ম তরঙ্গ, ৫৭২ পৃঃ) মাঘমাসে বসন্ত-পঞ্চমীতে শ্রীনিবাসাচার্য্য পুনরায় বৃন্দাবনে উপনীত হন (ভ, র, ৯ম তরঙ্গ, ৫৬৮।৬৯ পৃঃ)। যে অগ্রহায়ণে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে পুনর্যাত্রা করেন, তাহার পরের পৌষমাসের শেষভাগে রামচন্দ্র-কবিরাজও বৃন্দাবন যাত্রা করেন (ভ, র, ৯ম তরঙ্গ, ৫৭২ পৃঃ)। শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ডতীরে রামচন্দ্র-কবিরাজের—"কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি যতজন। তা সভা সহিত হৈল অপূর্ব্ব মিলন। (ভ, র, ৯ম তরঙ্গ, ৫৭৭ পৃঃ)।" ইহার পরে, শ্রীনিবাসাচার্য্য দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পরে খেতুরীর মহোৎসব। এই উৎসবের পরে জাহ্নবামাতাগোস্বামিনী বৃন্দাবন গিয়াছিলেন ; এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত কবিরাজ-গোস্বামী রাধাকুণ্ড হইতে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন (ভক্তিরত্নাকর, ১১শ তরঙ্গ, ৬৬৭ পৃষ্ঠা) এবং বৃন্দাবন হইতে তাঁহার সঙ্গে পুনরায় রাধকুণ্ডে গিয়াছিলেন (১১শ তরঙ্গ, ৬৬৮ পৃষ্ঠা)। ইহারও পরে প্রভু বীরচন্দ্র (বা বীরভদ্র)-গোস্বামী যখন শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখনও কবিরাজ-গোস্বামী রাধাকুণ্ড হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীজীবের সঙ্গে বীরভদ্র-প্রভুকে অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন (১৩শ তরঙ্গ, ১০২০ পৃষ্ঠা) এবং বীরভদ্র যখন রাধাকুণ্ডে গিয়াছিলেন, তখন কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার সঙ্গে নানালীলাস্থল দর্শন করিয়া দুই দিন পর্য্যন্ত হাঁটিয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন (১৩শ তরঙ্গ, ১০২২ পৃষ্ঠা)।

গ্রন্থচুরির বহুদিন পরেও যে কবিরাজ-গোস্বামী প্রকট ছিলেন, স্বয়ং জীবগোস্বামীও তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। শ্রীজীবের লিখিত যে পত্রগুলি ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে চতুর্থ পত্রখানি গোবিন্দ-কবিরাজের নিকটে লিখিত ; এই পত্রখানিতে শ্রীলকৃষ্ণদাস-কবিরাজের নমস্কার জ্ঞাপিত হইয়াছে। "ইহ শ্রীকৃষ্ণদাসস্য নমস্কারাঃ॥" এস্থলে কৃষ্ণদাসশব্দে যে কৃষ্ণদাস-কবিরাজকেই বুঝাইতেছে, ভক্তিরত্নাকর হইতেই তাহা জানা যায়। উক্ত-পত্রের শেষে লিখিত হইয়াছে—"পত্রীমধ্যে শ্রীকৃষ্ণদাসের নমস্কার। কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী প্রচার॥ (ভক্তিরত্নাকর, ১৪শ তরঙ্গ, ১০৩৬ পৃষ্ঠা)।"

ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা অতীব প্রাঞ্জল, মধুর, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং বিস্তৃত। কবিরাজ-গোস্বামীর অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধীয় কোনও কথাই ভক্তিরত্নাকরে দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রথমবার বৃন্দাবনত্যাগের—অথবা বন-বিষ্ণুপুরে গ্রন্থচুরির পরেও বিভিন্ন সময়ে রামচন্দ্র-কবিরাজ, জাহ্নবামাতা এবং বীরচন্দ্র-গোস্বামীর সহিত কবিরাজের সাক্ষাতের কথা ভক্তিরত্নাকরে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অবিশ্বাস করিবার হেতু দেখা যায় না। অধিকন্তু, গোবিন্দ-কবিরাজের নিকটে লিখিত শ্রীজীব-গোস্বামীর পত্রখানিকে কিছুতেই অবিশ্বাস করা যায় না। গোবিন্দ-কবিরাজ ছিলেন রামচন্দ্র-কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ; প্রথমে তিনি শাক্ত ছিলেন। শ্রীনিবাস প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে দেশে আসিলে পর রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার (শ্রীনিবাসের) পরিচয় হয়। তারপর রামচন্দ্রের দীক্ষা ; তারপর শ্রীনিবাসের পুনর্বৃন্দাবন গমন, ও রামচন্দ্রেরও বৃন্দাবন গমন। তাঁহারা বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিলে গোবিন্দের দীক্ষা। দীক্ষার পরেই গোবিন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাসম্বন্ধীয় পদ রচনা করিয়া বৃন্দাবনে পাঠান। সেই পদ আস্বাদন করিয়া বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীদের অত্যন্ত আনন্দ জন্মে ; উল্লিখিত পত্রেই শ্রীজীব সেই আনন্দের কথা গোবিন্দ-কবিরাজকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীনিবাসের প্রথমবার বৃন্দাবনত্যাগের অনেকদিন পরের এই চিঠি। সুতরাং শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনত্যাগের অনেক পরেও যে কবিরাজ-গোস্বামী প্রকট ছিলেন, ভক্তিরত্নাকর হইতে নিঃসন্দেহরূপেই তাহা জানা যাইতেছে।

এক্ষণে প্রেমবিলাসের উক্তি বিবেচনা করা যাউক। প্রেমবিলাস হইতে জানা যায়,—গ্রন্থচুরির পরে গ্রাম হইতে কালি-কলম-কাগজ সংগ্রহ করিয়া শ্রীজীব-গোস্বামীর নামে শ্রীনিবাসাচার্য্য এক পত্র লিখিয়া গ্রন্থচুরির সংবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এই পত্র লইয়া গাড়োয়ানদিগকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। (প্রেমবিলাস, ১৩শ বিলাস, ১৬৭ পৃষ্ঠা)। ইহারা পত্র নিয়া শ্রীজীবের নিকটে দিল ; মুখেও সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। প্রেমবিলাস হইতে জানা যায় :—"শ্রীজীব পড়িল, পত্রের কারণ বুঝিল। লোকনাথ-গোসাঞির স্থানে সকল কহিল। শ্রীভট্ট গোসাঞি শুনিলেন সব কথা। কান্দিয়া কহয়ে বড় পাইলাম ব্যাথা॥ রঘুনাথ, কবিরাজ শুনি দুইজনে। কান্দিয়া কান্দিয়া

পড়ে লোটাইয়া ভূমে॥ কবিরাজ কহে প্রভু না বুঝি কারণ। কি করিল কিবা হৈল ভাবে মনে মন॥ জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে। অন্তর্ধান কৈল সেই দুঃখের সহিতে॥ কুণ্ডতীরে বসি সদা করে অনুতাপ। উছলি পড়িল গোসাঞি দিয়া এক ঝাঁপ॥ বিরহ-বেদনা কত সহিব পরাণে। মনের সতেক দুঃখ কেবা তাহা জানে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দ কৃপাময়। তোমাবিনু আর কেবা আমার আছয়॥ অদ্বৈতাদি ভক্তগণ করুণা হৃদয়। কৃষ্ণদাস প্রতি সবে হইও সদয়॥ প্রভুরূপসনাতন ভট্ট রঘুনাথ। কোথা গেলা প্রভু মোরে কর আত্মসাৎ॥ লোকনাথ গোপালভট্ট শ্রীজীব গোসাঞি। তোমরা করহ দয়া মোর কেহ নাই॥ শ্রীদাস গোসাঞি দেহ নিজ পদ দান। জীবনে মরণে প্রাপ্তি যার করি ধ্যান॥ বুকে হাত দিয়া কান্দে রঘুনাথ দাস। মরমে রহল শেল না পূরল আশ॥ তুমি গেলে আর কোথা কে আছে আমার। ফুকরি ফুকরি কান্দে হস্তে ধরি তাঁর॥ তুমি ছাড়ি যাও মোরে অনাথ করিয়া। কেমনে বঞ্চিব কাল এদুঃখ সহিয়া॥ নিজ নেত্র কৃষ্ণদাস রঘুনাথের মুখে। চরণ ধরিল আনি আপনার বুকে॥ অহে রাধাকুণ্ডতীর বাস দেহ স্থান। রাধাপ্রিয় রঘুনাথ হয়েন কৃপাবান্॥ যেই গণে স্থিতি তাহা করিতে ভাবন। মুদ্রিত নয়নে প্রাণ কৈল নিষ্ক্রামণ॥—প্রেমবিলাস, ১৩শ বিলাস, ১৬৮-৬৯ পৃষ্ঠা।"

প্রেমবিলাসের এই উক্তিকে ভিত্তি করিয়া ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন:—"এই পুস্তক (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) লেখার পর তাঁহার (কবিরাজ গোস্বামীর) জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সাধিত হইল—একথা মনে উদয় হইয়াছিল; এখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। জীবগোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই পুস্তক অনুমোদন করিলে কবিরাজের স্বহস্তলিখিত পুঁথি গৌড়ে প্রেরিত হয়; কিন্তু পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের নিযুক্ত দস্যুগণ পুস্তক লুণ্ঠন করে; এই পুস্তকের প্রচার চিন্তা করিয়া কৃষ্ণদাস মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন, সহসা বনবিষ্ণুপুর হইতে বৃন্দাবনে লোক আসিয়া এই শোকাবহ সংবাদ জ্ঞাত করাইল। অবস্থার কোন আঘাতে যে কৃষ্ণদাস ব্যথিত হন নাই, আজ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রতের ফল—মহাপ্রভুর সেবায় উৎসর্গীকৃত মহাপরিশ্রমের বস্তু অপহৃত হইয়াছে শুনিয়া কৃষ্ণদাস জীবন বহন করিতে পারিলেন না। জীবনপণে যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহার শোকে জীবন ত্যাগ করিলেন *—'রঘুনাথ কবিরাজ শুনিলা দুজনে। আছাড় খাইয়া কাঁদে লোটাইয়া ভূমে॥ বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে। অন্তর্দ্ধান করিলেন দুঃখের সহিতে॥'—প্রেমবিলাস।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৪র্থ সংস্করণ, ৩০৮ পৃষ্ঠা)।

দীনেশবাবুর উল্লিখিত উক্তি সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলা দরকার। কবিরাজের স্বহস্তলিখিত শ্রীচরিতামৃত পুঁথি যে শ্রীনিবাসের সঙ্গে গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিল, এই সংবাদ দীনেশবাবু কোথায় পাইলেন, উল্লেখ করিলে ভাল হইত। প্রেমবিলাসে, বা ভক্তিরত্নাকরে, এরূপ কোনও উক্তি দেখা যায় না। আর, গ্রন্থচুরির সংবাদ পাইয়াই যে কবিরাজ-গোস্বামী দেহত্যাগ করিয়াছেন, একথাও উল্লিখিত কতিপয় পয়ার হইতে বুঝা যায় কিনা, দেখা যাউক।

গ্রন্থচুরির সংবাদে লোকনাথ-গোস্বামী, গোপালভট্টগোস্বামী প্রভৃতিও অনেক মর্ম্মবেদনা পাইয়াছেন, অনেক কাঁদিয়াছেন। দাস-গোস্বামী এবং কবিরাজ-গোস্বামী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভূমিতে লুটাইয়াছেন। তারপরে গ্রন্থচুরির প্রসঙ্গে "কি করিল কিবা হৈল" বলিয়াও কবিরাজগোস্বামী অনেক ভাবিয়াছেন। এসকল কথা বলিয়া তাহার পরেই প্রেমবিলাসে বলা হইয়াছে—"জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে"-ইত্যাদি। প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ইতঃপূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি—গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনত্যাগের সময়েও

* Bankura Gazetteer এর ২৫ পৃষ্ঠায় ওমেলি সাহেবও লিখিয়াছেন—"Two Vaishnava works the Prem-vilasa of Nityananda Das (alias Balaram Das) and the Bhaktiratnakara of Narahari Chakrabartty, relate that Srinivasa and other bhaktas left Brindaban for Gaur with a number of Vaisnava manuscripts, but were robbed on the way by Bir Hamber. This news killed the old Krishnadas Kaviraj, author of the Chaitanya Charitamrita.

কবিরাজ-গোস্বামীর শরীরের অবস্থা বেশ ভাল ছিল, স্বচ্ছন্দে তিনি সাত ক্রোশ পথ যাতায়াত করিতে সমর্থ ছিলেন। তখনও জরাবশতঃ তিনি চলচ্ছক্তিহীন হন নাই। ইহার পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই গ্রন্থচুরির সংবাদ বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া থাকিবে ; এই অল্প সময়ের মধ্যেই হঠাৎ জরা আসিয়া তাঁহাকে যে চলচ্ছক্তিহীন করিয়া তুলিয়াছে—তাঁহার যে "জরা কালে কবিরাজ না পারে চলিতে"-অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

"জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে"-অবস্থার সময়েও দুইটি বিবরণ উক্ত পয়ার কয়টি হইতে জানা যায় ; প্রথমতঃ, কুণ্ডতীরে বসিয়া অনুতাপ করিতে করিতে কবিরাজ কুণ্ড মধ্যে ঝাঁপ দিলেন ; দ্বিতীয়তঃ দাস-গোস্বামীর চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তাঁহার বদনে স্বীয় নয়নদ্বয় স্থাপন করিয়া, "যেই গণে স্থিতি তাহা ভাবনা করিতে করিতে" অর্থাৎ-শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন-লীলার স্মরণে সখীমঞ্জরীদের যে যূথের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তিনি নিজেকে চিন্তা করিতেন, অন্তশ্চিত সিদ্ধদেহে সেই যূথে নিজের অবস্থিতি চিন্তা করিতে করিতে মুদিত নয়নে তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন। যদি তিনি প্রাণ ত্যাগ করিবার জন্যই কুণ্ড মধ্যে ঝাঁপ দিয়া থাকেন এবং এবং তাহাতেই যদি তাঁহার তিরোভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে দাস-গোস্বামীর চরণে প্রাণনিষ্ক্রামণের কথা মিথ্যা হইয়া পড়ে। আর দাস-গোস্বামীর চরণ-তলেই যদি তাঁহার প্রাণনিষ্ক্রামণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগের কথা মিথ্যা হইয়া পড়ে। একই সময়ে একই ব্যক্তির লেখনী হইতে পরস্পর-বিরোধী এইরূপ দুইটি বিবরণের কোনওটীর উপরেই আস্থা স্থাপন করা যায় না।

আরও একটী কথা বিবেচ্য। আকস্মিক দুঃসংবাদ শ্রবণে যাঁহাদের প্রাণ বিয়োগ হয়, সাধারণতঃ সংবাদ-শ্রবণ মাত্রেই তাঁহারা হতজ্ঞান হইয়া পড়েন, আর তাঁহাদের চেতনা ফিরিয়া আসে না। উদ্ধৃত পয়ার সমূহ হইতে, গ্রন্থচুরির সংবাদ-প্রাপ্তিতে কবিরাজ-গোস্বামীর তদ্রূপ অবস্থা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না ; তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ—মর্ম্মভেদী দুঃখ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি মাটীতে লুটাইয়া কাঁদিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার মূর্চ্ছা হইয়াছিল বলিয়া উক্ত পয়ার সমূহ হইতে জানা যায় না। কবিরাজ-গোস্বামীর মত একজন ধীর স্থির ভজনবিজ্ঞ ভগবদ্‌গতচিত্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ যে নষ্ট বস্তুর শোকে যোগাড়যন্ত্র করিয়া আত্মহত্যা করিবেন, তাহা কিছুতেই আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। উল্লিখিত পয়ার কয়টী হইতে তাহা বুঝাও যায় না। যাহা বুঝা যায়, তাহা তাঁহার ন্যায় সিদ্ধভক্তের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। হরিদাসঠাকুরও ঠিক এইভাবেই মহাপ্রভুর চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বীয় নয়নদ্বয় প্রভুর বদনে স্থাপন করিয়া মুখে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম" উচ্চারণ করিতে করিতে নির্য্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু শীঘ্রই লীলাসম্বরণ করিবেন বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার বিরহবেদনা সহ্য করিতে পারিবেন না মনে করিয়াই হরিদাস-ঠাকুর স্বেচ্ছায় ঐভাবে নির্য্যাণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দাসগোস্বামীর চরণে কবিরাজ-গোস্বামীর যে নির্য্যাণের কথা প্রেমবিলাসে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত বলিয়া মনে হয়—বিরহবেদনায় অধীর হইয়াই তিনি এরূপ করিয়াছেন বলিয়া প্রেমবিলাস বলে।

যে বিরহবেদনা তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহা তাঁহার কৃষ্ণবিরহ-বেদনা ; তাই এই বেদনার নিরসনের উদ্দেশ্যে কবিরাজ-গোস্বামী দেহত্যাগের প্রাক্কালে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দাদির, শ্রীরূপ-সনাতনাদির কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন—"কোথা গেলে প্রভু মোরে কর আত্মসাৎ" বলিয়া। তাঁহার আক্ষেপের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ হারাণের কথার আভাসও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না গ্রন্থচুরির সংবাদে তিনি কাঁদিয়াছেন সত্য ; অন্য গোস্বামীরাও কাঁদিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়াছেন ; দাসগোস্বামীও তাহা করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতনাদির অমূল্য গ্রন্থবাজির এই পরিণামের কথা শুনিলে যে কোনও ঐকান্তিক ভক্তেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিতে পারে। কিন্তু তাঁহার দেহত্যাগের যে বর্ণনা প্রেমবিলাসে দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে অবিসংবাদিতভাবে ইহা বুঝা যায় না যে—তাঁহার চরিতামৃত-অপহরণের সংবাদেই তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এমনও হইতে পারে যে, কবিরাজ-গোস্বামীর প্রসঙ্গ উঠিতেই—গোস্বামীদের গ্রন্থচুরির সংবাদ-প্রাপ্তিতে তাঁহার ভক্তি-কোমল চিত্তের ব্যাকুলতার কথা বর্ণন করিতে করিতেই, তাঁহার চিত্তের স্বাভাবিক প্রেমব্যাকুলতার কথা গ্রন্থকারের স্মৃতিপথে উদ্দীপিত হইয়াছিল এবং কৃষ্ণবিরহ-

ব্যাকুলতায় অধীর হইয়া অন্তিম-সময়ে—গ্রন্থচুরির বহুবৎসর পরে, বৃদ্ধকালে—তিনি কিরূপ ভক্তজনোচিতভাবে অন্তর্দ্ধান-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, গ্রন্থকার তাহাও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এক কথার প্রসঙ্গে অনুরূপ অন্য কথা বর্ণন করার দৃষ্টান্ত প্রাচীনকালের গ্রন্থে অনেক পাওয়া যায়; প্রেমবিলাসেও তাহার অভাব নাই।

তবে কি "কি করিল কিবা হৈল ভাবে মনে মন"-পর্য্যন্ত গ্রন্থচুরির প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়া "জরাকালে কবিরাজ না পারে চলিতে" বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধবয়সে কবিরাজের স্বাভাবিক অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গই বর্ণিত হইয়াছে? তাহাই। এইরূপ অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গে আশ্চর্য্য বা অস্বাভাবিক কিছু নাই। অন্তিম-সময়ে এইভাবে অন্তশ্চিন্তিত দেহে লীলা-স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগের সৌভাগ্য বৈষ্ণবমাত্রেরই কাম্য।

কিন্তু এরূপ অর্থ করিলে এক অসঙ্গতি আসিয়া উপস্থিত হয়। উক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায়, দাস-গোস্বামীর পূর্ব্বে কবিরাজ-গোস্বামী তিরোধান প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর পূর্ব্বে দাস-গোস্বামীর তিরোভাবই বৈষ্ণব-সমাজে সর্ব্বজনবিদিত ঘটনা।

এসমস্ত কারণে, প্রেমবিলাসের উল্লিখিত পয়ার-সমূহের উক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না। ঐ উক্তিগুলি গ্রন্থকারের লিখিত হইলেও, উহা হইতে কবিরাজ-গোস্বামীর দেহত্যাগের সংবাদ পাওয়া যায় বলিয়া মনে করা যায় না।

গ্রন্থচুরির সংবাদ প্রাপ্তিতে কবিরাজ-গোস্বামীর দেহত্যাগের কথা যে বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহা অন্য ভাবেও বুঝিতে পারা যায়। অগ্রহায়ণের শুক্লাপঞ্চমীতে শ্রীনিবাস গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন ত্যাগ করেন। কখন তিনি বনবিষ্ণুপুরে পৌছিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ কোথাও না থাকিলেও অনুমান করা চলে। ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়, দ্বিতীয়বার যখন শ্রীনিবাস যাজিগ্রাম হইতে বৃন্দাবন গিয়াছিলেন, তখন তিনি "মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাস শেষে" যাত্রা করিয়া "মাঘশেষে বসন্ত পঞ্চমী দিবসে" বৃন্দাবনে পৌছিয়াছিলেন (৯ম তরঙ্গ, ৫৭২, ৫৬৯ পৃষ্ঠা); যাজিগ্রাম হইতে বৃন্দাবন পদব্রজে যাইতে দুইমাস লাগিয়াছিল। বনবিষ্ণুপুর হইতে বৃন্দাবনের পথ আরও কম; সুতরাং বনবিষ্ণুপুর হইতে পদব্রজে বৃন্দাবনে যাইতে দুইমাসের বেশী সময় লাগিতে পারে না। বৃন্দাবন হইতে গোগাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে হাটিয়া বনবিষ্ণুপুরে আসিতে কিছু বেশী সময় লাগিতে পারে, এজন্য যদি চারিমাস সময় ধরা যায়, তাহা হইলে চৈত্রমাসে গ্রন্থচুরি হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রেমবিলাসের মতে চুরির অল্প পরেই বৃন্দাবনে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল; সংবাদ পৌছিতে দুইমাস সময় লাগিয়াছিল মনে করিলে জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যেই বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যায়; ঐ সংবাদপ্রাপ্তিতে কবিরাজ-গোস্বামীর তিরোভাব হইয়া থাকিলে জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসের মধ্যেই তাহা হইয়া থাকিবে। কিন্তু পঞ্জিকা হইতে জানা যায়, কবিরাজ-গোস্বামীর তিরোভাব-তিথি আশ্বিনের শুক্লা দ্বাদশী। তিরোভাবের সময় হইতে বৈষ্ণব-সমাজ এই শুক্লা দ্বাদশীতেই কবিরাজ-গোস্বামীর তিরোভাব-উৎসব করিয়া আসিতেছেন; সুতরাং পঞ্জিকার উক্তিতে ভুল থাকিতে পারে না। অথচ প্রেমবিলাসের উক্তি অনুসারে, গ্রন্থচুরির সংবাদ প্রাপ্তিতে কবিরাজ-গোস্বামী দেহত্যাগ করিয়া থাকিলে আষাঢ়ের মধ্যেই তাহা করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব-সমাজের চিরাচরিত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত পঞ্জিকার উক্তিতে অবিশ্বাস করিয়া প্রেমবিলাসের কিম্বদন্তীমূলক উক্তিতে আস্থা স্থাপন করা যায় না।

গ্রন্থচুরির বহুকাল পরেও যে কবিরাজ গোস্বামী প্রকট ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ ভক্তিরত্নাকর হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইতঃপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। এসমস্ত প্রমাণকে—বিশেষতঃ শ্রীজীবের পত্রের উক্তিকে—কিছুতেই অবিশ্বাস করা যায় না।

অনেকেই অনেক স্বকপোলকল্পিত বিষয় মূল প্রেমবিলাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রেমবিলাসেরই নামে যে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের কথা উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রেম-বিলাসের যে অংশ কৃত্রিম বলিয়া সহজেই বুঝা যায়, সম্পাদক ও সমালোচকগণ যে সেই অংশ তাঁহাদের বিবেচনার বহির্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু যে পুস্তকের উপরে প্রক্ষেপকারীদের

এত অত্যাচার চলিয়াছে, তাহাতে দু-একটী কৃত্রিম বস্তু যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে না, তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। অধিকাংশ প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পাঠ একরূপ হইলেও এই সন্দেহের অবকাশ দূর হয় না; প্রাচীনকালেও প্রক্ষেপকারীর অভাব ছিল না, সুযোগ তো যথেষ্টই ছিল। প্রাচীন পুঁথির কোনও কোনও বর্ণনা আবার ভিত্তিহীন কিম্বদন্তীর উপরেও প্রতিষ্ঠিত। কবিরাজ-গোস্বামীর তিরোভাব-সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে যাহা পাওয়া যায়, তাহাও যে প্রচ্ছন্ন প্রক্ষেপ নহে, কিম্বা তাহা যে ভিত্তিহীন কিম্বদন্তীর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহাই বা কে বলিবে? শ্রীজীবের পত্রের সঙ্গে যখন ইহার বিরোধ দেখা যায়, তখন ইহার বিশ্বাসযোগ্যতাসম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহ জন্মে।

যাহাহউক, কর্ণানন্দ সম্বন্ধে দু-একটী কথা বলিয়াই এবিষয়ের আলোচনা শেষ করিব। কর্ণানন্দ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। শ্রীনিবাস-আচার্য্যের কন্যা হেমলতা-ঠাকুরাণীর শিষ্য প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা যদুনন্দনদাস ঠাকুরই কর্ণানন্দের গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া কর্ণানন্দে লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ১৫২৯ শকে (১৬০৭ খৃষ্টাব্দে) লিখিত হইয়াছে বলিয়া কর্ণানন্দেই প্রকাশ। পরবর্ত্তী আলোচনায় দেখা যাইবে, বীরহাম্বীরের রাজত্বকালে ১৫২২ শকের কাছাকাছি কোনও সময়ে শ্রীনিবাস বনবিষ্ণুপুরে আসিয়াছেন; তাহার পরে তাঁহার বিবাহ, তাহার পরে সন্তান-সন্ততির জন্ম। সুতরাং ১৫২৯ শকে হেমলতা-ঠাকুরাণীর জন্মও হয়তো হয় নাই; অথচ এই হেমলতার আদেশেই নাকি তদীয় শিষ্য ১৫২৯ শকে এই পুস্তক লিখিয়াছেন! গ্রন্থকার তারিখ লিখিতে ভুল করিয়াছেন—একথাও বলা সঙ্গত হইবে না; কারণ, গ্রন্থসমাপ্তির তারিখ লিখিতে গ্রন্থকর্ত্তার ভুল হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের বিশ্বাস, কর্ণানন্দ একখানা কৃত্রিম গ্রন্থ; এরূপ বিশ্বাসের কয়েকটী হেতু পরবর্ত্তী "অপ্রকট ব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ"-শীর্ষক প্রবন্ধের শেষভাগে বিবৃত হইয়াছে। ইহা যে ভক্তিরত্নাকরেরও পরের লেখা, কর্ণানন্দের মধ্যেই তাহার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, প্রথম নির্য্যাসের ৫-৬ পৃষ্ঠায় শ্রীনিবাস-আচার্য্যের সহিত রামচন্দ্র-কবিরাজের প্রথম পরিচয়ের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, ভক্তিরত্নাকরের অষ্টম তরঙ্গের ৫৬০-৬১ পৃষ্ঠার বর্ণনার সহিত তাহার প্রায় পংক্তিতে পংক্তিতে মিল দেখা যায়। উভয় পুস্তকেই রামচন্দ্র-কবিরাজের রূপ বর্ণনা একরূপ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির উপমা একরূপ এবং অধিকাংশ স্থলে শব্দাদিও প্রায় একরূপ। কেবল—'কন্দর্পসমান'-স্থলে 'মন্মথ-সমান', 'হেমকেতকী'-স্থলে 'সুবর্ণকেতকী', 'গন্ধর্ব্বতনয় কিবা অশ্বিনী-কুমার' স্থলে "কামদেব কিবা অশ্বিনীকুমার। কিবা কোন দেবতা গন্ধর্ব্বপুত্র আর॥" ইত্যাদিরূপ মাত্র প্রভেদ। ইহাতে মনে হয়, ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা দেখিয়াই কর্ণানন্দের এই অংশ লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থচুরির সংবাদপ্রাপ্তিতে কবিরাজ-গোস্বামীর অবস্থাসম্বন্ধে প্রেমবিলাসে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত ভক্তিরত্নাকরের উক্তির একটা সমন্বয়ের চেষ্টাও কর্ণানন্দে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমবিলাসের উক্তি অনুসারে কেহ কেহ মনে করেন, গ্রন্থচুরির সংবাদপ্রাপ্তিতেই কবিরাজ-গোস্বামীর তিরোভাব। ভক্তিরত্নাকরের মতে গ্রন্থচুরির বহুকাল পরেও কবিরাজ প্রকট ছিলেন। কর্ণানন্দ এই দুই রকম উক্তির সমন্বয় করিতে যাইয়া হেমলতা-ঠাকুরাণীর মুখে বলাইয়াছেন যে, গ্রন্থচুরির সংবাদে কবিরাজ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরে তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছিল, তাহার পরেও তিনি প্রকট ছিলেন (কর্ণানন্দ, ৭ম নির্য্যাস, ১২৬ পৃষ্ঠা)।

এসমস্ত কারণে স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রেমবিলাস এবং ভক্তিরত্নাকরের পরেই কর্ণানন্দ লিখিত হইয়াছে। আবার পুস্তকমধ্যে পুস্তক-সমাপ্তির তারিখ ১৫২৯ শক দেখিলে ইহাও মনে হয় যে, প্রেমবিলাসের যে অতিরিক্ত অংশ একেবারে কৃত্রিম বলিয়া দীনেশবাবু প্রভৃতি তাঁহাদের বিবেচনার বহির্ভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারও পরে কর্ণানন্দ লিখিত। কারণ, ঐ কৃত্রিম অংশেই লিখিত হইয়াছে, ১৫০৩ শকে চরিতামৃত সমাপ্ত হইয়াছে। কর্ণানন্দলিখক তাহাই বিশ্বাস করিয়া চরিতামৃত হইতে অনেক উক্তি তাঁহার পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং পুস্তকখানিতে প্রাচীনত্বের ছাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রন্থসমাপ্তির সময় ১৫২৯ দিয়া পদকর্ত্তা যদুনন্দনদাসের উপরে গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়াছেন বলিয়াই সন্দেহ জন্মে। কি উদ্দেশ্যে এই কৃত্রিম গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যায়; "অপ্রকট ব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ"-শীর্ষক প্রবন্ধে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা গোপালচম্পূ পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন—অপ্রকট ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের স্বকীয়াভাবই শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত। শ্রীজীবের অপ্রকটের কিছুকাল পরে

এই মতের বিরোধী একটা দলের উদ্ভব হয়। শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সময়ে তিনিই এই বিরোধী দলের অগ্রণী হইয়া অপ্রকটে পরকীয়াবাদ প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীজীবের মত ভ্রান্ত, একথা বলিতে কেহই সাহসী হন নাই; চক্রবর্ত্তি-পাদপ্রমুখ বিরুদ্ধবাদিগণ বলিয়াছেন—শ্রীজীব স্বকীয়াবাদ স্থাপন করিলেও পরকীয়াবাদই ছিল তাঁহার হার্দ্দ, অথবা শ্রীজীবের লেখার যথাশ্রুত অর্থে অপ্রকটলীলায় স্বকীয়াবাদ সমর্থিত হইলেও তাঁহার লেখার গূঢ় অর্থ পরকীয়া-বাদের অনুকূল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, শ্রীজীবের কোনও লেখারই পরকীয়াভাবাত্মক গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিতে এপর্য্যন্ত কেহ চেষ্টা করেন নাই। এরূপ চেষ্টা সম্ভবও নয়; কারণ, সূর্য্য শব্দের গূঢ় অর্থ অমাবস্যার চন্দ্র—একথা বলাও যা, গোপালচম্পূর গূঢ় তাৎপর্য্য পরকীয়াবাদ—একথা বলাও তা। বিশেষতঃ, ইহা কেবল শ্রীজীবেরই মত নহে, শ্রীরূপ-সনাতনেরও যে এই মত, তাহা শ্রীজীবই বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থাদি হইতেও তাহা জানা যায়। আর কেবল গোপালচম্পূতেও নহে, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ, শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রীজীবকৃত টীকা, ব্রহ্মসংহিতা, ব্রহ্মসংহিতার শ্রীজীবকৃত টীকা, গোপালতাপনী শ্রুতি, লোচনরোচনী টীকা, গৌতমীয়তন্ত্রাদি সমস্ত গ্রন্থেই অপ্রকটে স্বকীয়া-ভাবের কথা পাওয়া যায়। কর্ণামৃত যে শ্রীজীবের মতের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কাহারও দ্বারা লিখিত হইয়াছে, এই পুস্তিকাখানি তাড়াতাড়ি ভাবে পড়িয়া গেলেও তাহা সহজে বুঝা যায়।

যাহাহউক, কৃত্রিমই হউক আর অকৃত্রিমই হউক, কর্ণানন্দ একথা বলে না যে, গ্রন্থচুরির সংবাদ প্রাপ্তিতে কবিরাজ-গোস্বামী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। বরং গ্রন্থচুরির সংবাদ বৃন্দাবনে পৌঁছিবার পরেও যে তিনি প্রকট ছিলেন, তাহাই কর্ণানন্দ হইতে জানা যায়।

শ্রীনিবাস-আচার্য্যের সময় নির্ণয়

বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের আলোচনায় সাধারণতঃ সাধ্যসাধনতত্ত্ব, ভক্তির বিকাশ, ভাবের পুষ্টি, ভক্ত ও ভগবানের গুণকীর্ত্তনাদিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তাঁহারা কদাচিৎ তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপকরণ কিছু পাওয়া গেলেও, তাহার সাহায্যে কোনও নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রায়ই দুষ্কর। অথচ তাঁহাদের বর্ণিত ঘটনাদি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের নির্ণয় সময় সময় একরূপ অপরিহার্য্যই হইয়া পড়ে। তাই যাহা কিছু উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা দ্বারাই তথ্যনির্ণয়ের চেষ্টা করিতে হয়। প্রেমবিলাসাদি পুস্তকের উক্তি হইতে শ্রীনিবাসের সময় নির্ণয় করিতে আমরাও তদ্রূপ চেষ্টা করিব।

বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের মন্দিরেই যে শ্রীজীবাদি গোস্বামিগণের সহিত শ্রীনিবাসের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ ঘটনা (ভক্তিরত্নাকর, ৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৭ পৃষ্ঠা। প্রেমবিলাস, ৬ষ্ঠ বিলাস, ৬১ পৃঃ)। এই ঘটনা হইয়াছিল রূপ-সনাতনের তিরোভাবের পরে। অম্বরাধিপতি মহারাজ মানসিংহই যে রূপ-সনাতনের তত্ত্বাবধানে গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা। সুতরাং রূপ-সনাতনের তিরোভাবের পরে গোবিন্দজীর যে মন্দিরে শ্রীজীবাদির সহিত শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা যে মানসিংহের নির্ম্মিত মন্দিরই, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এখন দেখিতে হইবে—এই মন্দির কখন নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষ হইতে জানা যায়, আকবরসাহের রাজত্বের ৩৪শ বর্ষে রূপ-সনাতনের তত্ত্বাবধানে মানসিংহ গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবরসাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার রাজত্বের ৩৪শ বর্ষ হইল ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেনও লিখিয়াছেন, গোবিন্দজীর মন্দিরে যে প্রস্তর-ফলক আছে, তাহা হইতে জানা যায়, ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইয়াছিল (১)। ইহা হইতে বুঝা যায় ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের (অর্থাৎ ১৫১২ শকাব্দার) পূর্ব্বে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে যান নাই।

(১) Vaisnava Literature. P. 170.

ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়, বৈশাখ মাসের ২০শে তারিখে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছিলেন (৪র্থ তরঙ্গ ১৩৫ পৃষ্ঠা)। সেইদিন রাত্রিকাল ছিল "বৈশাখী পূর্ণিমানিশি শোভা চমৎকার। (১৩৮ পৃঃ)।" পরের দিন (অর্থাৎ প্রতিপদের দিন) প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সমাপন করিয়া শ্রীনিবাস শ্রীজীবের সাক্ষাতে গেলেন; শ্রীজীব তাঁহাকে নিয়া রাধাদামোদর বিগ্রহ দর্শন করাইলেন এবং "শ্রীরূপগোস্বামীর সমাধি সেইখানে। তথা শ্রীনিবাসে লৈয়া গেলেন আপনে॥ শ্রীনিবাস শ্রীসমাধি দর্শন করিয়া। নেত্রজলে ভাসে ভূমে পড়ে প্রণমিয়া॥ ভক্তিরত্নাকর, ৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৯ পৃঃ)।" শ্রীজীব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া গোপালভট্ট গোস্বামীর নিকটে লইয়া গেলেন। আদ্যোপান্ত সমস্ত কথাই শ্রীনিবাস তখন ভট্ট-গোস্বামীর চরণে নিবেদন করিয়া দীক্ষার প্রার্থনা জানাইলেন। দ্বিতীয়াতে দীক্ষা দিবেন বলিয়া ভট্টগোস্বামী অনুমতি দিলেন। তখন "শ্রীজীব-গোস্বামী শ্রীনিবাসেরে লইয়া। আইলা আপন বাসা অতি হৃষ্ট হৈয়া॥ কল্য প্রাতঃকালে শ্রীনিবাসে শ্রীগোসাঞি। করিবেন শিষ্য জানাইলা সর্ব্বঠাঞি॥ * * তারপর-দিন স্নান করি শ্রীনিবাস। শ্রীজীবের সঙ্গে গেলা গোস্বামীর পাশ॥" তখন ভট্টগোস্বামী "শ্রীনিবাসে শ্রীরাধাচরণ সন্নিধানে। করিলেন শিষ্য অতি অপূর্ব্ব বিধানে। ভক্তিরত্নাকর, ১৪৪ পৃঃ।" এসমস্ত উক্তিদ্বারা বুঝা যায়, বৈশাখ মাসের ২০শে তারিখ পূর্ণিমার দিন শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে উপনীত হইয়াছিলেন এবং ২২শে তারিখে কৃষ্ণা দ্বিতীয়ায় শ্রীগোপাল-ভট্টগোস্বামীর নিকটে তিনি দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ১৫১২ শকের পূর্ব্বে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে যান নাই; ১৫১২ শকের ২০শে বৈশাখ পূর্ণিমা ছিলনা; ১৫১৩ শকের ২০শে বৈশাখও ছিল শুক্লা চতুর্থী। ১৫১৪ শকের ২০শে বৈশাখ পূর্ণিমা ছিল প্রায় ২১ দণ্ড। সেইদিন সোমবারও ছিল। ২১শে বৈশাখ মঙ্গলবার প্রতিপদ ছিল প্রায় ১৬ দণ্ড এবং ২২শে বৈশাখ বুধবার দ্বিতীয়া ছিল প্রায় ১১ দণ্ড। সুতরাং মনে করা যায় যে, ১৫১৪ শকের ২০শে বৈশাখ সোমবারেই শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছিলেন এবং ২২শে বৈশাখ বুধবার দ্বিতীয়ার মধ্যে তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল। দীনেশবাবু লিখিয়াছেন—শ্রীনিবাস ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ ১৫১৩ শকে) বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছিলেন (২); কিন্তু ১৫১৩ শকের ২০শে বৈশাখ পূর্ণিমা ছিলনা, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাই ১৫১৩ শকে তাঁহার বৃন্দাবন-গমন স্বীকার করিলে ভক্তিরত্নাকরের উক্তির সহিত সঙ্গতি থাকেনা। ১৫১৪ শকের পরে আবার ১৫৪১ শকের ২০শে বৈশাখ রবিবারে ৩৭ দণ্ডের পরে পূর্ণিমা ছিল। কিন্তু অত বিলম্বে—১৫৪১ শকে—শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন গমন একেবারেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ, বিষ্ণুপুরের শিলালিপি হইতে জানা যায়, ১৬২২ খৃষ্টাব্দে বা ১৫৪৪ শকাব্দায় রাজা বীরহাম্বীর মল্লেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনিবাসের কয়েকবৎসর বৃন্দাবনে অবস্থিতির পরে গ্রন্থ লইয়া বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশ, তারপর গ্রন্থচুরি, তারপর তৎকর্ত্তৃক বীরহাম্বীরের দীক্ষা এবং তাহারও কয়েকবৎসর পরে মন্দির-প্রতিষ্ঠা। শ্রীনিবাস ১৫৪১ শকে বৃন্দাবনে গিয়া থাকিলে এত সব ব্যাপারের পরে তিন বৎসরের মধ্যে ১৫৪৪ শকে মল্লেশ্বরের মন্দির-প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। সুতরাং ১৫৪১ শকে—শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন গমন বিশ্বাসযোগ্য নহে (৩)। ১৫১৪ শকের পূর্ব্বে ১৪৯৫ শকেও ২০শে বৈশাখ পূর্ণিমা ছিল প্রায় ৪২ দণ্ড, শুক্রবার। ১৪৯৫ শক হইল ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে ১৪৯৫ শকের বৈশাখ মাসে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন গমন স্বীকার করিতে গেলে একটী ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহা এই।

ভক্তিরত্নাকরাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায় রূপ-সনাতনের অপ্রকটের পরে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে গিয়াছেন; ইহাতে কোনওরূপ মতভেদ নাই। পঞ্জিকা হইতে জানা যায়—আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সনাতনের এবং শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীরূপের তিরোভাব। ১৪৯৫ শকের বৈশাখের পূর্ব্বে তাঁহাদের তিরোভাব হইয়া থাকিলে মনে করিতে হইবে ১৪৯৪ শকে

(২) Vaisnava Literature. P. 171.

(৩) ১৫৩৩ শকের ২০শে বৈশাখ সূর্য্যোদয়ের পরে ৫।৬ দণ্ড পূর্ণিমা ছিল; এই বৎসরেও শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে যাওয়া সম্ভব নয়; কারণ ২২শে বৈশাখ দ্বিতীয়া ছিলইনা; সুতরাং ২২শে বৈশাখ দ্বিতীয়ায় দীক্ষার কথা মিথ্যা হইয়া পড়ে। অধিকন্তু, ১৫৩৩ শকে শ্রীনিবাস গেলেও ১৫৪৪ শকে বীরহাম্বীরকর্ত্তৃক মল্লেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং ১৫৩৩ শকে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনগমন সম্ভব নয়।

বা তাহার পূর্ব্বে কোনও শকেই আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে তাঁহাদের অন্তর্ধান হইয়াছিল। ১৪৯৪ শকের পৌষে ইংরেজী ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দের আরম্ভ; সুতরাং ১৪৯৪ শকের আষাঢ়-শ্রাবণ পড়িয়াছে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে; তাহা হইলে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে বা তৎপূর্ব্বে রূপ-সনাতনের তিরোভাব হইয়াছিল—১৫৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা প্রকট ছিলেন না—ইহাই মনে করিতে হয়; কিন্তু এই অনুমান সত্য নহে; কারণ, ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে যে তাঁহারা ধরাধামে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে; ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট আকবরসাহ যে বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা (৪)। কাজেই ১৪৯৫ শকে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে আগমন সম্ভব নয়। বিশেষতঃ, ১৪৯৫ শকে গোবিন্দজীর মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; অথচ গোবিন্দজীর মন্দিরেই শ্রীনিবাস সর্ব্বপ্রথমে শ্রীজীবাদির সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এ সমস্ত কারণে, ১৫১৪ শকের ২০শে বৈশাখ সোমবার পূর্ণিমার দিনই শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যায়।

এখানে দেখিতে হইবে, গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাস কোন্ সময়ে বৃন্দাবন হইতে বনবিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, যাঁহাদের আদেশে ও অনুরোধে কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিতে আরম্ভ করেন, ভূগর্ভগোস্বামী ছিলেন তাঁহাদের একতম। চরিতামৃতের আদিলীলার ৮ম পরিচ্ছেদেও ভূগর্ভগোস্বামীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। চরিতামৃত লিখিতে প্রায় ৮।৯ বৎসর লাগিয়াছিল বলিয়া অনেকেই মনে করেন। আর, পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, ১৫৩৭ শকে বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে চরিতামৃতের লেখা শেষ হইয়াছে; তাহা হইলে ১৬০৭ কি ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে চরিতামৃতের লেখা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় এবং আদির ৮ম পরিচ্ছেদ—যাহাতে ভূগর্ভগোস্বামীর উল্লেখ আছে, তাহা—১৬০৮ কি ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত হওয়ার সম্ভাবনা; তখনও ভূগর্ভগোস্বামী প্রকট ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে শ্রীজীবের যে কয়খানি পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের প্রথম পত্র খানিতে ভূগর্ভগোস্বামীর তিরোভাবের কথা লিখিত হইয়াছে; সুতরাং এই পত্রখানিও ১৬০৮ কি ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের পরে কি কাছাকাছি কোনও সময়ে লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। এই পত্রে শ্রীনিবাসের প্রথমপুত্র বৃন্দাবনদাস পড়াশুনা কিছু করিতেছেন কিনা, শ্রীজীব তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং সেই সময়ে বৃন্দাবনদাসের পড়াশুনার বয়স—অন্ততঃ ৭।৮ বৎসর বয়স—হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তাহা হইলে ১৬০১ কি ১৬০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম এবং ১৬০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে শ্রীনিবাসের বিবাহ অনুমান করা যায়। গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসার অল্প কিছুকাল পরেই শ্রীনিবাসের প্রথম বিবাহ হইয়াছিল; সুতরাং ১৫৯৯ কি ১৬০০ খৃষ্টাব্দেই শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন মনে করা যায় (১১)।

অন্যান্য প্রমাণ এই সিদ্ধান্তের অনুকূল কিনা, তাহা দেখা যাউক। বীরহাম্বীরের রাজত্বকালেই যে শ্রীনিবাস গ্রন্থ লইয়া বনবিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে মতভেদ নাই। এক্ষণে দেখিতে হইবে, কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত বীরহাম্বীর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং শ্রীনিবাসের আগমন-সময়ে বীরহাম্বীরের বয়সই বা কত ছিল।

ভক্তিরত্নাকরাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায়, শ্রীনিবাস গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া যে সময়ে বনবিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে বীরহাম্বীরের সভায় নিত্য ভাগবত পাঠ হইত; রাজা নিত্যই শুনিতেন। শ্রীনিবাস যেদিন সর্ব্বপ্রথম রাজসভায় উপনীত হইলেন, সেই দিন রাজা তাঁহাকে ভাগবত পাঠ করার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; এবং কোন্ স্থান পাঠ করা তাঁহার অভিপ্রেত, তাহাও বলিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, বীরহাম্বীর তখন বালক মাত্র ছিলেন না; তখন তাঁহার বয়স অন্ততঃ পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি ছিল বলিয়া অনুমান করা অস্বাভাবিক হইবে না; কারণ, তদপেক্ষা কম বয়সে নিত্য ভাগবত-শ্রবণের প্রবৃত্তি সচরাচর দেখা যায় না। এই সময়ে তাঁহার রাণীর সম্বন্ধে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেও বুঝা যায়, তিনিও তখন বালিকা বা কিশোরী মাত্র ছিলেন না। ভক্তিরত্নাকর হইতে

---

(৪) Growe's Histroy of Mathura, P. 241 quoted in Vaisnava Literature, P. 27.

(১১) দীনেশবাবুও বলেন; ১৬০০ খৃষ্টাব্দেই শ্রীনিবাস বনবিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন এবং রাজা বীরহাম্বীরকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। Vaisnava Literature P. 129

জানা যায়, গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসার বৎসরখানিক পরে শ্রীনিবাস আবার বৃন্দাবন গিয়াছিলেন; ফিরিবার পথে বিষ্ণুপুরে অপেক্ষা করিয়া বীরহাম্বীরের পুত্রকে তিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন; দীক্ষার পরে শ্রীজীব এই রাজপুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন গোপালদাস; ভক্তিরত্নাকরমতে তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল ধাড়ীহাম্বীর (১২)। যাহা হউক, দুগ্ধপোষ্য শিশুর দীক্ষা হয় না; দীক্ষার সময়ে এই রাজপুত্রের বয়স অন্ততঃ ১৫।১৬ বৎসর ছিল মনে করিলেও গ্রন্থচুরির সময়ে তাঁহার বয়স ১৪।১৫ বৎসর ছিল বলিয়া জানা যায়; তাহা হইলে ঐ সময়ে তাঁহার পিতা বীরহাম্বীরের বয়সও প্রায় পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি বলিয়া মনে করা যায়। এই অনুমান সত্য হইলে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে বীরহাম্বীরের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যায়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে বীরহাম্বীর সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক প্রমাণের সহিত এই সিদ্ধান্তের সঙ্গতি আছে কিনা।

বনবিষ্ণুপুরে কতকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে; তাহাদের কতকগুলিতে নির্ম্মাণসময় খোদিত আছে, কতকগুলিতে নাই। যে সকল মন্দিরে নির্ম্মাণকাল খোদিত আছে, তাহাদের একটীর নাম মল্লেশ্বর-মন্দির; খোদিত লিপি হইতে জানা যায়, ১৬২২ খৃষ্টাব্দে বীরহাম্বীর কর্ত্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (১); ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর কোনও লিপি পাওয়া যায় না। এই লিপি অনুসারে বুঝা যায়, ১৬২২ খৃষ্টাব্দেও বীর হাম্বীরের রাজত্ব ছিল।

আবার, আবুল ফজল লিখিত আকবর-নামা হইতে জানা যায়, আকবরের রাজত্বের ৩৫ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে কুতলুখাঁ-পক্ষীয়দের সহিত যুদ্ধে মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ বিপন্ন হইলে হাম্বীর জগৎসিংহকে রক্ষা করিয়া বিষ্ণুপুরে লইয়া আসেন (২)। বাঁকুড়া গেজেটিয়ার হইতেও জানা যায়—আফগানগণ উড়িষ্যা দেশ জয় করিয়া কুত্‌লুখাঁর সৈন্যাধ্যক্ষত্বে যখন মেদিনীপুরেও অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, তখন—১৫৯১ খৃষ্টাব্দে—বীরহাম্বীর মোগলদের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। আফগান-সৈন্যগণের অতর্কিত নৈশ আক্রমণে মোগল-সেনাপতি জগৎসিংহ যখন আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিতেছিলেন, তখন বীরহাম্বীর তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া নিরাপদে বিষ্ণুপুরে লইয়া আসেন (৩)। এসমস্ত ঐতিহাসিক উক্তি হইতে বুঝা যায়, ১৫৯১ খৃষ্টাব্দেও বীরহাম্বীর বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন। এই সময়ে তিনি বেশ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন এবং নিজেও যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়; সুতরাং এই সময়ে—১৫৯১ খৃষ্টাব্দে—তাঁহার বয়স অন্ততঃ ২৫।২৬ বৎসর ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। এই অনুমান সত্য হইলেও ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কাছাকাছি কোনও সময়ে বীরহাম্বীরের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যায়। ভক্তিরত্নাকরাদির উক্তি হইতেও যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। সুতরাং ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে (১৪৮৭ শকে) বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও সময়ে বীরহাম্বীরের জন্ম হইয়াছিল, এবং অন্ততঃ ১৫৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬২২ খৃষ্টাব্দ (১৫১৩ শক হইতে ১৫৪৪ শক) পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্বকাল ছিল বলিয়া অনুমান করা যায় (৪)।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সম্ভবতঃ ১৫৯৯ কি ১৬০০ খৃষ্টাব্দে (১৫২১ কি ১৫২২ শকাব্দে) শ্রীনিবাস গ্রন্থ লইয়া বিষ্ণুপরে আসিয়াছিলেন; উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায়, ঐ সময়ে বীরহাম্বীরেরই রাজত্ব ছিল; ১৫২১ কি ১৫২২ শকে শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপুরে আগমন বা গ্রন্থচুরি হইয়াছিল মনে করিলেই ভক্তিরত্নাকরাদির উক্তির সহিত

(১২) বাঁকুড়া গেজেটিয়ারের মতে ধাড়ীহাম্বীর ছিলেন বীর হাম্বীরের পিতা। Bankura Gazetteer, P. 25.

(১) Bankura Gazetteer, by L. S. S. O'Malley, P. 158

(২) Akbarnama, translated by H. Beveridge Vol III, P. 879.

(৩) Bankura Gazetteer, by L. S. S. O'Malley, P 25; Akbarnama, translated by Dowson, Vol. VI, P, 86.

(৪) The reign of Bir Hambir fell between 1591 and 1616—Bankura Gazetteer, P. 26.

হাণ্টার সাহেব বলেন, বীর হাম্বীর ৮৬৮ মল্লাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া তের বৎসর বয়সে ৮৮১ মল্লাব্দে বা ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন এবং ১৬২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। (The Annals of Rural Bengal, by W. W. Hunter, Appendix E. P. 445).

ঐতিহাসিক প্রমাণের সঙ্গতি দেখা যায়। শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ১৫১৪ শকে; ১৫২২ শকে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার বৃন্দাবনে অবস্থিতিকাল হয় ৮ বৎসর; ইহা অসম্ভব নয়। ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়, শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে যাইয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তাহার ফলে আচার্য্য উপাধি লাভ করেন; তাঁহার উপাধিলাভ করার পরে নরোত্তম-দাস বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন; তাহার পরে শ্যামানন্দ গিয়াছিলেন; তাঁহারা উভয়েও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন; তিনজনে একসঙ্গে ব্রজমণ্ডলের সমস্ত তীর্থস্থানও দর্শন করিয়াছেন। পরে তিনজন একসঙ্গে দেশে রওনা হইয়াছিলেন—ভক্তিরত্নাকর হইতে এইরূপই জানা যায়। এই অবস্থায় শ্রীনিবাসের বৃন্দাবনে অবস্থিতির কাল আট বৎসর হওয়া বিচিত্র নহে। দীনেশবাবুও বলেন, শ্রীনিবাস ৬।৭ বৎসরের কম বৃন্দাবনে ছিলেন না (৫)।

এসমস্ত যুক্তি-প্রমাণে আমাদের মনে হয়, ১৫২২ শকে (১৬০০ খৃষ্টাব্দে) বা তাহার কাছাকাছি কোনও সময়েই গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থচুরির সময়ের সহিত শ্রীনিবাসের জন্ম-সময়েরও একটু সম্বন্ধ আছে। ভক্তিরত্নাকরের একস্থলের উক্তি অনুসারে তাঁহার জন্মসময় সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে, তাহাতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ লইয়া তাঁহার বনবিষ্ণুপুরে আগমন যেন অসম্ভব বলিয়া মনে নয়। তাই তাঁহার জন্মসময় সম্বন্ধে একটু আলোচনা অপরিহার্য্য।

শ্রীনিবাস যখন প্রথম বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন, ভক্তিরত্নাকরের মতে তখন তাঁহার "মধ্যযৌবন" (৪র্থ তরঙ্গ, ১৩২ পৃষ্ঠা); স্বপ্নযোগে শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীজীবের নিকটে "অল্প বয়স নেত্রে ধারা নিরন্তর" বলিয়া শ্রীনিবাসের পরিচয় দিয়াছেন (ভক্তিরত্নাকর, ৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৫ পৃষ্ঠা)। প্রেমবিলাস হইতেও জানা যায়, বৃন্দাবনযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীনিবাস যখন নবদ্বীপে গিয়াছিলেন তখন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে "অল্প বয়স অতি সুকুমার" এবং "বালক"-মাত্র দেখিয়াছিলেন (৪র্থ বিলাস, ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা) এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবক ঈশানও তখন "উঠ উঠ বটু শীঘ্র করহ গমন" বলিয়া শ্রীনিবাসের ঘুম ভাঙ্গাইয়াছিলেন (৪র্থ বিলাস, ৪২ পৃষ্ঠা)। এসমস্ত উক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রীজীবের সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময় শ্রীনিবাসে বয়স বিশ বৎসরের অধিক ছিল না—হয়তো ষোল হইতে বিশের মধ্যেই ছিল। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ১৪৯৪ শক হইতে ১৪৯৮ শকের (১৫৭২—১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের) মধ্যবর্ত্তী কোনও সময়েই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।

পঞ্জিকায় দেখা যায়, বৈশাখী পূর্ণিমাতে শ্রীনিবাসের আবির্ভাব। প্রেমবিলাসও তাহাই বলে (১ম বিলাস, ১৯ পৃষ্ঠা)। ভক্তিরত্নাকর বলে—বৈশাখী পূর্ণিমা রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীনিবাসের জন্ম (২য় তরঙ্গ, ৭৩ পৃষ্ঠা); রোহিণী-নক্ষত্রের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে; কারণ, বৈশাখী পূর্ণিমা কখনও রোহিণী-নক্ষত্রে হইতে পারে না।

যাহাহউক, ১৪৯৪—১৪৯৮ শকে তাঁহার জন্ম হইয়াছে মনে করিলে, তাঁহার জীবনের অন্যান্য ঘটনা সম্বন্ধীয় উক্তিসমূহের সঙ্গতি থাকে কিনা দেখা যাউক।

বিশ্বকোষে মল্লরাজাদের নামের তালিকা, রাজত্বকাল, এবং রাজপুত্রদের নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছে এবং শেষ ভাগে কোনও কোনও রাজার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণীও দেওয়া হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে বীর-হাম্বীরের জন্ম ও রাজত্বকাল সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হাণ্টার সাহেবের উক্তির অনুরূপ। কিন্তু এই উক্তি নির্ভরযোগ্য নহে; তাহার কারণ ঐতিহাসিক প্রমাণপ্রয়োগে আমরা দেখাইয়াছি। বিশ্বকোষে রাজবংশের তালিকায় লিখিত হইয়াছে, বীর হাম্বীর তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহা সম্ভব। আমরা দেখাইয়াছি, ১৫৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬২২ খৃষ্টাব্দ তাঁহার রাজত্বকালের অন্তর্ভুক্ত ছিল; উহাতেই ৩১।৩২ বৎসর পাওয়া যায়; ১৫৯১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বা ১৬২২ খৃষ্টাব্দের পরেও তাঁহার রাজত্ব কিছুকাল থাকা অসম্ভব নহে।

যাহা হউক, আমরা বলিয়াছি, ১৫৯৯ কি ১৬০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন; হাণ্টার সাহেবের মত সত্য হইলেও, ১৫৯৯।১৬০০ খৃষ্টাব্দ বীর হাম্বীরের রাজত্বের মধ্যেই পড়ে।

ঢাকা মিউজিয়ামের কিউরেটার প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলেন—পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের ফলে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে; হাণ্টার ইত্যাদির প্রাচীন মতের আলোচনা এখন অনাবশ্যক। ১৪।৮।৩৩ ইং তারিখের পত্র। এই প্রবন্ধ-রচনায় ভট্টশালী মহাশয় আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ।

(৫) Vaisnava Literature, P. 39.

ভক্তিরত্নাকরাদি হইতে জানা যায়, গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া দেশে আসার পরে শ্রীনিবাস একবার বিবাহ করেন; তাহার কিছুকাল পরে, তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। তাঁহার ছয়টী পুত্রকন্যাও জন্মিয়াছিল। ১৪৯৪-৯৮ শকে জন্ম হইয়া থাকিলে গ্রন্থ লইয়া দেশে ফিরিয়া আসার সময়ে তাঁহার বয়স হইয়াছিল চব্বিশ হইতে আটাইশের মধ্যে। এই বয়সে বিবাহাদি অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে।

এস্থলে ভক্তিরত্নাকরের একটী উক্তি বিশেষভাবে বিবেচ্য; কারণ, শ্রীনিবাসের জন্মসময়-নির্ণয়ে এই উক্তির উপর অনেকেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

ভক্তিরত্নাকর বলেন—পিতার মুখে মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া তাঁহার চরণদর্শনের নিমিত্ত শ্রীনিবাসের উৎকণ্ঠা জন্মে। তাই পিতৃবিয়োগের পরে তিনি পুরী রওনা হন; প্রভু তখন পুরীতে ছিলেন; কিন্তু পুরীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শুনিলেন যে, মহাপ্রভু অপ্রকট হইয়াছেন। একথা যদি সত্য বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়, যেবৎসর মহাপ্রভু অপ্রকট হন, সেই বৎসরেই—১৪৫৫ শকেই—শ্রীনিবাস পুরী গিয়াছিলেন; অতদূরের পথ হাঁটিয়া গিয়াছিলেন; তাই তখন তাঁহার বয়স প্রায় পনর বৎসর ছিল বলিয়া মনে করিলে প্রায় ১৪৪০ শকেই তাঁহার জন্ম ধরিতে হয়। তাহা হইলে, বৃন্দাবনে পৌঁছিবার সময়ে তাঁহার—সেই "মধ্য যৌবনের" এবং "অল্পবয়স বটুর" বয়স ছিল ৭৪ বৎসর !! এবং ইহাও তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, কয়েক বৎসর বৃন্দাবনে বাস করার পরে দেশে ফিরিয়া প্রায় বিরাশী তিরাশী বৎসর বয়সের পরে একে একে দুইটী বিবাহ করিয়া তিনি ছয়টী সন্তানের জনক হইয়াছিলেন !!! এসকল কথা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

মহাপ্রভুর দর্শনের নিমিত্ত শ্রীনিবাসের পুরীগমনের কথা প্রেমবিলাস কিন্তু বলেন না। গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতের তিরোভাবের পরেই যে শ্রীনিবাসের জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বে নহে—প্রেমবিলাস হইতে তাহাই বরং মনে হয়। ঠাকুর নরহরির কৃপায় শ্রীনিবাসের গৌর-অনুরাগ জাগিয়া উঠিলে তিনি গৌরবিরহে অধীর হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন "চৈতন্যপ্রভুর নাহি হৈল দরশন। নিত্যানন্দ প্রভুর নাহি দেখিল চরণ॥ অদ্বৈত আচার্য্যরূপ-আর না দেখিল। স্বরূপ-রায় সনাতন রূপ না পাইল (ক)। ভক্তগণ সহিতে না শুনিল সঙ্কীর্ত্তন। হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখন॥ উর্দ্ধমুখ করি অনেক করে আর্ত্তনাদ। পশ্চাৎ জন্ম দিয়া বিধি কৈল সুখ-বাদ॥ (প্রেমবিলাস, ৪র্থ বিলাস, ২৮ পৃষ্ঠা)।" এসকল উক্তি হইতে মনে হয়, গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতের তিরোভাবের পরেই শ্রীনিবাসের জন্ম হইয়াছিল।

বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থচুরির পরে দেশে আসার সময়ে বা তাহার অল্পকাল পরেও যে শ্রীনিবাসের বয়স যৌবনের সীমার মধ্যে ছিল, প্রেমবিলাস এবং ভক্তিরত্নাকর হইতেও জানা যায়। ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়—যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসার পরে শ্রীনিবাস সরকার-নরহরিঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত শ্রীখণ্ডে গেলে ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—কিছুকাল যাজিগ্রামে থাকিয়া তোমার মায়ের সেবা কর; আর "বিবাহ করহ বাপ এই মোর মনে। * * *। শুনি শ্রীনিবাস পাইলেন বড় লাজ॥ শ্রীঠাকুর নরহরি সর্ব্বতত্ত্ব জানে। ঘুচাইল লাজাদি কহিয়া কত তানে॥ (৭ম তরঙ্গ, ৫২৪ পৃষ্ঠা)।" শ্রীনিবাস তখন যদি বিরাশী-তিরাশী বৎসরের বৃদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে সরকার-ঠাকুর উপযাচক হইয়া তাঁহাকে বিবাহের উপদেশ দিতেন না এবং বিবাহের প্রস্তাবেও

(ক) এই পয়ার হইতে মনে হয়, রূপ-সনাতনেরও তিরোভাবের পরে শ্রীনিবাসের জন্ম। কিন্তু তাহা নহে। যে সময়ে শ্রীনিবাস উক্তরূপ খেদ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে তৎকালীন বৈষ্ণব-মহাত্মাদিগের বিশেষ সংবাদ তিনি রাখিতেন বলিয়া প্রেমবিলাস হইতে জানা যায় না; তখন তাঁহার তদনুকূল বয়সও ছিলনা। উপনয়নের কিছুকাল পরেই ঠাকুর নরহরির কৃপায় গৌর-প্রেমের স্ফুরণে শ্রীনিবাস উক্তরূপ আক্ষেপ করিয়াছেন। তখন তিনি মনে করিয়াছিলেন, রূপ-সনাতনও বুঝি প্রকট ছিলেন না। কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই আকাশবাণীতে তিনি জানিতে পারিলেন, রূপ-সনাতন তখনও প্রকট ছিলেন; কিন্তু তাহাদের তিরোভাবের বেশী বিলম্ব ছিলনা। "বৃন্দাবনে রসশাস্ত্র রূপ-সনাতন। লিখিয়াছেন দুই ভাই তোমার কারণ॥ * * শীঘ্র যাহ যদি তুমি পাবে দরশন॥ বিলম্ব হৈলে দুই ভাই দর্শন না পাবে। (প্রেমবিলাস, ৪র্থ বিলাস, ২৯ পৃষ্ঠা)।"

শ্রীনিবাস লজ্জিত হইতেন না। বিবাহের প্রস্তাবে এরূপ লজ্জা যৌবনসুলভ-লজ্জা মাত্র। প্রেমবিলাস হইতে আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। খণ্ডবাসী রঘুনন্দন ও সুলোচন-ঠাকুর এক উৎসব উপলক্ষে যাজিগ্রামে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা শ্রীনিবাস "আচার্য্যের প্রতি হাসি হাসি॥ যদি যাজিগ্রামে রহ সাধ আছে মনে। পাণিগ্রহণ কর ভাল হয়ে ত বিধানে॥" তারপর, সেই গ্রামের ভূম্যধিকারী বিপ্র-গোপালদাসের কন্যার সহিত শ্রীনিবাসের বিবাহ হয়। ইহা হইল তাঁহার প্রথম বিবাহ। তাহার পরে, বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী গোপালপুরে রঘু-চক্রবর্ত্তীর কন্যা পদ্মাবতীকে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই বিবাহ-ব্যাপারে একটু রহস্য আছে। পাদ্মাবতী নিজেই আচার্য্য-ঠাকুরকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন; আচার্য্যের নিকট আত্মদান করার নিমিত্ত তিনি এতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন যে, লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া পদ্মাবতী নিজেই স্বীয় "পিতারে কহিল যদি কর অবধান। আচার্য্য ঠাকুরে মোরে কর সম্প্রদান॥ (১৭শ বিলাস, ২৪৯ পৃষ্ঠা)।" প্রায় নব্বই বৎসরের বৃদ্ধের সঙ্গে নিজের বিবাহের নিমিত্ত একজন সুন্দরী কিশোরীর এত আগ্রহ জন্মিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। আচার্য্য তখনও যুবক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে শ্রীরূপসনাতনের তিরোভাবের সময়-সম্বন্ধেও একটু আলোচনা দরকার। প্রেম-বিলাস ও ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায় আগে সনাতন-গোস্বামীর এবং তাহার পরে রূপ-গোস্বামীর তিরোভাব।

কেহ কেহ বলেন, ১৪৮০ শকে সনাতনের তিরোভাব হইয়াছিল; কিন্তু একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ ১৪৯৫ শকেও যে তাঁহারা প্রকট ছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে; ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে (১৪৯৫ শকে) মোগল-সম্রাট্ আকবরসাহ শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, ইহা প্রসিদ্ধ ঘটনা (৭)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ১৫১২ শকে রূপ-সনাতনের তত্ত্বাবধানে মহারাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল; ইহাতে বুঝা যায়, ১৫১২ শকেও তাঁহারা প্রকট ছিলেন। আবার, ১৫১৪ শকের বৈশাখ মাসে শ্রীনিবাস যখন বৃন্দাবনে পৌছিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা অপ্রকট হইয়াছিলেন। সুতরাং ১৫১২ ও ১৫১৪ শকের মধ্যেই তাঁহাদের তিরোভাব হইয়া থাকিবে।

ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়, শ্রীনিবাস প্রথমবারে মথুরায় প্রবেশ করিয়াই শুনিলেন, পথিক লোকগণ বলাবলি করিতেছে "এই কতদিনে শ্রীগোসাঞি সনাতন। মোসবার নেত্র হইতে হৈলা অদর্শন। এবে অপ্রকট হৈলা শ্রীরূপ গোসাঞি। দেখিয়া আইনু সে দুঃখের অন্ত নাই। (৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৩ পৃঃ)। ইহা হইতে বুঝা যায়, শ্রীনিবাসের মথুরায় পৌছিবার অল্প পূর্ব্বেই শ্রীরূপের তিরোভাব হইয়াছে এবং তাহার অল্প আগেই শ্রীসনাতনেরও তিরোভাব হইয়াছে। প্রেমবিলাস কিন্তু সময়ের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণই দিতেছেন। প্রেমবিলাস হইতে জানা যায়, শ্রীনিবাস যেদিন বৃন্দাবনে পৌছিয়াছেন, তাহার চারিদিন পূর্ব্বে শ্রীরূপের এবং তাহারও চারিমাস পূর্ব্বে শ্রীসনাতনের তিরোভাব হইয়াছিল (৫ম বিলাস, ৫৫-৫৭ পৃষ্ঠা)। একথা সত্য হইলে ১৫১৪ শকের বৈশাখে (১৫৯২ খৃষ্টাব্দে) শ্রীরূপের এবং ১৫১৩ শকের মাঘে সনাতনের তিরোভাব হইয়াছিল মনে করা যায়। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ১৫১৪ শকে শ্রীনিবাস বৃন্দাবন গিয়াছিলেন।

কিন্তু পঞ্জিকা হইতে জানা যায়, আষাঢ়ী পূর্ণিমায় শ্রীসনাতনের এবং শ্রাবণ শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীরূপের তিরোভাব। তাঁহাদের তিরোভাবের সময় হইতেই উক্ত দুই তিথিতে বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাদের তিরোভাব-উৎসব করিয়া আসিতেছে; তাই, প্রেমবিলাসের উক্তি অপেক্ষাও ইহার মূল্য বেশী—ইহা চিরাচরিত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই মনে করিতে হইবে ১৫১৩ শকাব্দার (১৫৯১ খৃষ্টাব্দের) আষাঢ়ী পূর্ণিমায় শ্রীপাদ সনাতনের এবং শ্রাবণ শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রীপাদরূপ-গোস্বামীর তিরোভাব হইয়াছিল (৮)।

---

(৭) Growse's History of Mathura. P. 241, quoted in Vaisnava Literature P. 27.

(৮) দীনেশ বাবু বলেন—১৫৯১ খৃষ্টাব্দের (১৫১৩ শকের) কাছাকাছি কোনও সময়ে রূপসনাতনের তিরোভাব হইয়াছিল। Vaisnava Literature P. 40.

১৪৩৬ শকে মহাপ্রভু রামকেলিতে আসিয়াছিলেন; তখন সনাতন-গোস্বামীর বয়স চল্লিশের কম ছিল বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং ১৩৯৬ শকে বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও শকে জন্ম হইয়া থাকিলে ১৫১৩ শকে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ১১৭ বৎসর। শ্রীরূপের বয়স দুই তিন বৎসর কম হইতে পারে। এত দীর্ঘ আয়ুষ্কাল তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। অদ্বৈতপ্রকাশ হইতে জানা যায়, অদ্বৈত-প্রভুও সওয়াশত বৎসর প্রকট ছিলেন।

নরোত্তম ও শ্যামানন্দ শ্রীনিবাস অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়াই মনে হয়। তাঁহাদের তিনজনের দেশে ফিরিয়া আসার প্রায় বৎসর দুই পরেই বিখ্যাত খেতুরীর মহোৎসব হইয়াছিল বলিয়া ভক্তিরত্নাকর পড়িলে মনে হয়। খুব সম্ভব, ১৫২৩ ও ১৫২৪ শকের (১৬০১-১৬০২ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে কোনও সময়ে এই মহোৎসব হইয়া থাকিবে (৯)।

এইরূপে দেখা যায়, ভক্তিরত্নাকরাদিগ্রন্থে নির্ভরযোগ্য যে সমস্ত উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সহিত—উপরের আলোচনায় শ্রীনিবাস-আচার্য্যের সময় সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহার অসঙ্গতি কিছু নাই। বিশেষতঃ, রাজা বীরহাম্বীরের রাজত্বের সময়, মানসিংহকর্ত্তৃক গোবিন্দজীর মন্দির-নির্ম্মাণের সময় এবং শ্রীবৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের সহিত মোগল-সম্রাট্ আকবর-সাহের সাক্ষাতের সময়—এই তিনটী সময় ইতিহাস হইতেই গৃহীত হইয়াছে, অনুমান বা বিচার-বিতর্কদ্বারা নির্ণীত হয় নাই, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য। আর, শ্রীনিবাসের সময়নির্ণয়মূলক আলোচনাও এই তিনটী সময়ের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; জ্যোতিষের গণনার সাহায্যও সময় সময় লওয়া হইয়াছে। এইরূপ আলোচনা দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কিছু থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক, শ্রীনিবাস-আচার্য্যের সময় সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহার সারমর্ম্ম এই:—১৫৭২—১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে (১৪৯৪—১৪৯৮ শকে) তাঁহার জন্ম, ১৫১৪ শকের ২০শে বৈশাখ পূর্ণিমা তিথিতে (১৫৯২ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার বৃন্দাবনে আগমন এবং ১৫৯৯—১৬০০ খৃষ্টাব্দে (১৫২১—১৫২২ শকে) গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া তাঁহার বনবিষ্ণুপুরে আগমন হইয়াছিল।

এক্ষণে নিঃসন্দেহেই জানা যাইতেছে—১৫০৩ শকে বা ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে বীরহাম্বীরের দস্যুদলকর্ত্তৃক গোস্বামিগ্রন্থ অপহরণের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ১৫০৩ শকে গ্রন্থ হইয়া শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন ত্যাগ স্বীকার করিতে হইলে তাহারও ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে ১৪৯৫ কি ১৪৯৬ শকে অর্থাৎ ১৫৭৩ কি ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বৃন্দাবনে গমনও স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তাহারও পূর্ব্বে রূপ-সনাতনের অপ্রকটও স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর-সাহের বৃন্দাবন-গমন সময়ে এবং ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে মানসিংহকর্ত্তৃক গোবিন্দজীর মন্দির-নির্ম্মাণ-সময়েও যে তাঁহারা প্রকট ছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে বীরহাম্বীরও বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই; সুতরাং ঐ সময়ে তাঁহার নিয়োজিত দস্যুদল কর্ত্তৃক গ্রন্থচুরি এবং তাঁহার রাজসভায় ভাগবত-পাঠও সম্ভব নয়।

যাঁহারা মনে করেন, ১৫০৩ শকেই শ্রীনিবাস গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে বনবিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন, ভক্তিরত্নাকরের দুইটী উক্তি তাঁহাদের অনুকূল। এই দুইটী উক্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক।

একটী উক্তি এইরূপ। গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে আসার প্রায় একবৎসর পরে শ্রীনিবাস যখন দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহাকে "শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থারম্ভ শুনাইলা (৯ম তরঙ্গ, ৫৭০ পৃঃ)।" এই উক্তির মর্ম্ম এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে—ঐ সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বেই শ্রীজীব গোপালচম্পূ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং যতটুকু লেখা হইয়াছিল, ততটুকই তিনি শ্রীনিবাসকে পড়িয়া শুনাইলেন। ১৫০৩ শকে যদি শ্রীনিবাস গ্রন্থ লইয়া বনবিষ্ণুপুরে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা ১৫০৪ শকের কথা। ১৫১০ শকে পূর্ব্বচম্পূর লেখা শেষ হইয়াছিল; সুতরাং ১৫০৪ শকে তাহার আরম্ভ অসম্ভব নয়।

---

(৯) দীনেশ বাবু বলেন ১৬০২ ও ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খেতুরীর মহোৎসব হইয়াছিল (Vaisnava Literature P. 127)।

অপর উক্তিটী এইরূপ। ভক্তিরত্নাকরের ১৪শ তরঙ্গে ১০৩৩ পৃষ্ঠায় শ্রীনিবাসের নিকটে লিখিত শ্রীজীবের যে পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত হইয়াছে—"অপরঞ্চ। * * * সম্প্রতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূর্লিখিতাস্তি, কিন্তু বিচারয়িতব্যাস্তি ইতি নিবেদিতম্।—সম্প্রতি উত্তরগোপালচম্পূ লিখিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।" এই পত্রে শ্রীনিবাসের পুত্র বৃন্দাবন-দাসের প্রতি এবং তাহার ভ্রাতা-ভাগিনীদের প্রতিও আশীর্ব্বাদ জানান হইয়াছে। ১৫১৪ শকের বৈশাখ মাসে উত্তরগোপালচম্পূর লেখা শেষ হয়; পত্রে "উত্তরচম্পূ সম্প্রতি লিখিত হইয়াছে" বলাতে মনে হয়, ঐ পত্রখানিও ১৫১৪ শকেই লিখিত হইয়াছে। ১৫০৩ শকে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ করিয়া থাকিলে ১৫১৪ শকে শ্রীনিবাসের পুত্রকন্যার জন্ম অসম্ভব নয়। কিন্তু ১৫২১-২২ শকে দেশে ফিরিয়া আসিয়া থাকিলে গোপালচম্পূসম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরের উল্লিখিত উক্তিদ্বয় বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

উল্লিখিত উক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রথম উক্তিটী ভক্তিরত্নাকরের গ্রন্থকারের কথা; উহা কিম্বদন্তীমূলকও হইতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত কথাটী পাওয়া যায় শ্রীজীবের পত্রে; তাই ইহাকে সহজে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। তবে এই উক্তিটীর সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহের কারণও ভক্তিরত্নাকরেই পাওয়া যায়। তাহা এই।

যে পত্রে ঐ কথা কয়টী আছে, তাহা হইতেছে ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় পত্র। প্রথম পত্র যে দ্বিতীয় পত্রের পূর্ব্বে লিখিত, তারিখ না থাকিলেও তাহা পত্র হইতেই জানা যায়। প্রথমতঃ, প্রথম পত্রে শ্রীনিবাসের পুত্র কেবল বৃন্দাবন দাসের প্রতিই শ্রীজীব আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন; কিন্তু দ্বিতীয় পত্রে বৃন্দাবন-দাসের ভ্রাতা-ভগিনীদের প্রতিও আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন; ইহাতে মনে হয়, প্রথম পত্র লেখার সময়ে বৃন্দাবনদাসের ভ্রাতাভগিনীদের কথা শ্রীজীব জানিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম পত্রে লেখা হইয়াছে—"হরিনামামৃত ব্যাকরণের সংশোধন কিঞ্চিৎ বাকী আছে, বর্ষাও আরম্ভ হইয়াছে; তাই এখন তাহা বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল না।" দ্বিতীয় পত্রে লিখিত হইয়াছে—"পূর্ব্বে আপনার (শ্রীনিবাসের) নিকটে যে হরিনামামৃত-ব্যাকরণ পাঠান হইয়াছে, তাহার অধ্যাপন যদি আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভাষ্য-বৃত্ত্যাদি অনুসারে ভ্রমাদির সংশোধন করিয়া লইবেন। প্রথমপত্রে শ্রীজীবকৃত সংশোধনের কথা আছে; সংশোধনের পরেই তাহা বাঙ্গালায় প্রেরিত হইয়াছে; তাহার পরে দ্বিতীয় পত্র লিখিত হইয়াছে; সুতরাং প্রথম পত্রের পরেই যে দ্বিতীয় পত্র লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, গোপালচম্পূ সম্বন্ধে প্রথম পত্রে লেখা হইয়াছে—"উত্তরচম্পূর সংশোধন কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে; সম্প্রতি বর্ষাও আরম্ভ হইয়াছে; তাই পাঠান হইল না; দৈবানুকূল হইলে পরে পাঠান হইবে। (ভক্তিরত্নাকর ১০৩১ পৃষ্ঠা)।" ভাদ্রমাসে এই পত্র লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পত্রের প্রথমভাগে শ্যামদাসাচার্য্য নামক জনৈক ভক্তের নাম উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব লিখিয়াছেন "সম্প্রতি শোধয়িত্বা বিচার্য্যচ বৈষ্ণবতোষণী-দুর্গমসঙ্গমনী-শ্রীগোপালচম্পূপুস্তকানি তত্রামিভির্নীয়মানানি সন্তি।" বিচারমূলক সংশোধনের পরে বৈষ্ণবতোষণী, দুর্গমসঙ্গমনী এবং গোপালচম্পূ যে শ্যামদাসাচার্য্যের সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে বলা হইল। প্রথম পত্রের লিখিত উত্তরচম্পূর সংশোধনের কিঞ্চিৎ অবশেষের কথা স্মরণ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, পূর্ব্বচম্পূ ও উত্তরচম্পূ উভয়ই অর্থাৎ সমগ্র গোপালচম্পূগ্রন্থই শ্যামদাসাচার্য্যের সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিল; পূর্ব্বচম্পূ বা উত্তরচম্পূ না লিখিয়া তাই শ্রীজীব দ্বিতীয় পত্রে "শ্রীগোপালচম্পূই" লিখিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—এই দ্বিতীয় পত্রেরই শেষভাগে "অপরঞ্চ" দিয়া লিখিত হইয়াছে—সম্প্রতি শ্রীমদুত্তর-গোপালচম্পূ লিখিতাস্তি, কিন্তু বিচারয়িতব্যাস্তি ইতি নিবেদিতম্।" প্রথম পত্রে শ্রীজীব লিখিলেন, সংশোধনের অল্পবাকী—এত অল্পবাকী যে, ইচ্ছা করিলে তখনই সংশোধন শেষ করিয়া পাঠাইতে পারিতেন, বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া পাঠাইলেন না; সুতরাং গ্রন্থের লেখা যে তাহার অনেক পূর্ব্বেই শেষ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় পত্রের প্রথমাংশের উক্তিও ইহার অনুকূল; কিন্তু শেষাংশে লেখা হইল—উত্তরচম্পূর লেখা সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, বিচারমূলক সংশোধনের তখন আরম্ভও হয় নাই। এরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তি শ্রীজীবের পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। অধিকন্তু, এই উক্তি সত্য হইলে দ্বিতীয় পত্রেও ১৫১৪ শকে (উত্তরচম্পূ সমাপ্তির বৎসরে) লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হয় এবং ১৫১৪ শকেই শ্রীনিবাসের পুত্রকন্যা জন্মিয়াছিল বলিয়াও

মনে করিতে হয়। কিন্তু ১৫১৪ শকের অর্থাৎ বীরহাম্বীরের রাজত্বারম্ভের পূর্ব্বে যে শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন-গমনই সম্ভব নয়, তাহা পূর্ব্ব আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে। তাই আমাদের মনে হয়, ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় পত্রের শেষাংশে "সম্প্রতি শ্রীমদুত্তর-গোপালচম্পূ লিখিতাস্তি" ইত্যাদিরূপে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত, অথবা লিপিকর-প্রমাদবশতঃ অন্য কোনও গ্রন্থের স্থলে তাহাতে "শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূ"-লিখিত হইয়াছে।

যাহাহউক, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল,—যে তিনটী অনুমানকে ভিত্তি করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন, ১৫০৩ শকেই চরিতামৃতের লেখা শেষ হইয়াছিল, সেই তিনটী অনুমানের একটীও বিচারসহ নহে; অর্থাৎ শ্রীনিবাসের সঙ্গে প্রেরিত গোস্বামিগ্রন্থের মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ছিল না, বিষ্ণুপুরে গ্রন্থচুরির সংবাদ প্রাপ্তিতে কবিরাজ-গোস্বামীও অন্তর্ধান প্রাপ্ত হন নাই এবং ১৫০৩ শকেও শ্রীনিবাস গ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে বনবিষ্ণুপুরে আসেন নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে, উক্ত অনুমান তিনটী সত্য না হইলেই কি সিদ্ধান্ত করা যায় যে ১৫০৩ শকে চরিতামৃতের লেখা শেষ হয় নাই? ১৫০৩ শকে লেখা শেষ হইয়া থাকিলেও শ্রীনিবাসের সঙ্গে তাহা প্রেরিত না হইতেও পারে। একথার উত্তরে ইহাই বলা যায় যে—চরিতামৃতের সমাপ্তিকাল সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত উক্ত তিনটী অনুমানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত নহে; প্রবন্ধের প্রথম ভাগেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ১৫৩৭ শকে গ্রন্থশেষ হইয়াছিল; আর পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, চরিতামৃত শেষ করার সময়ে—এমন কি মধ্যলীলার লিখন আরম্ভ করার সময়েই—কবিরাজ-গোস্বামীর যত বয়স ছিল, ১৫০৩ শকের কথা তো দূরে, ১৫২১-২২ শকে শ্রীনিবাস যখন গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার (কবিরাজ-গোস্বামীর) তত বয়স হয় নাই; সুতরাং ১৫২১-২২ শকেও চরিতামৃতের আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যায় না।

চরিতামৃত-সমাপ্তির পরে কবিরাজ-গোস্বামী বেশীদিন প্রকট ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থসমাপ্তির সময়ে তাঁহার বয়স আশী-নব্বই এর মধ্যে ছিল বলিয়াই অনুমান করা যায়। সুতরাং ১৪৫০ শকের বা ১৫২৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়েই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা চলে।

গ্রন্থবর্ণিত বিষয়ের ঐতিহাসিকত্ব বিচার

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর তিরোভাবের প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পরে কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাহারও প্রায় সাত আট বৎসর পরে ১৫৩৭ শকাব্দায় তিনি তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের এত দীর্ঘকাল পরে লিখিত বলিয়াই যে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত ঘটনাবলির ঐতিহাসিক মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী চরিতগ্রন্থাদি অপেক্ষা কম হইবে, তাহার কোনও সঙ্গত কারণ নাই; বরং কোনও কোনও ব্যাপারে যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থেরই ঐতিহাসিক মূল্য বেশী, তাহাই এই প্রবন্ধে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য বেশী হওয়ার হেতু এই যে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বহু প্রামাণিক ব্যক্তির সমালোচনার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত সত্যের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ কবিরাজগোস্বামীর যত হইয়াছিল, অপর চরিতকারদের সকলের তত হইয়াছিল কিনা, নিঃসন্দেহ বলা যায় না।

কবিরাজ-গোস্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তী গৌর-চরিতকারদের তিনজনই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন—মুরারিগুপ্ত, কবিকর্ণপূর এবং বৃন্দাবনদাস ঠাকুর।

মুরারিগুপ্তের গ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় লিখিত, নাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্; ইহা অতি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ, অধিকাংশ ঘটনাই সূত্রাকারে উল্লিখিত; এজন্য সাধারণতঃ এই গ্রন্থখানিকে কড়চা বলা হয়—মুরারিগুপ্তের কড়চা। কিন্তু এই গ্রন্থের একটী বিশেষত্ব আছে। মুরারিগুপ্ত মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং নবদ্বীপবাসী। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের পূর্ব্বে সংঘটিত প্রায় সমস্ত ঘটনারই মুরারিগুপ্ত প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন; সুতরাং এই সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে কড়চার উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষরূপে শ্রদ্ধেয়। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সমূহকে তাঁহার আদিলীলা বলা হয়; এই আদিলীলার যে সমস্ত ঘটনা মুরারিগুপ্তের কড়চায় উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত ঘটনার বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও হেতু দেখা যায় না; কিন্তু আদিলীলার যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ কড়চায় দৃষ্ট হয় না, অথচ পরবর্ত্তী চরিতকারদের কাহারও কাহারও গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, মুরারিগুপ্ত উল্লেখ করেন নাই বলিয়াই যে সে সমস্ত ঘটনা অনৈতিহাসিক—এরূপ মনে করাও সঙ্গত হইবে না; কারণ, কোনও চরিতকার বর্ণনায় চরিতের সকল ঘটনাই যে লিপিবদ্ধ করেন, একথা বলা চলে না।

সন্ন্যাসের পরে মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর প্রকট ছিলেন; এই চব্বিশ বৎসর তিনি নীলাচলেই ছিলেন; কেবল প্রথম ছয় বৎসরের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে একবার, বাঙ্গালাদেশে একবার এবং ঝারিখণ্ডের পথে বারাণসী ও প্রয়াগ হইয়া বৃন্দাবনে একবার ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই চব্বিশ বৎসরের লীলাকে কবিরাজগোস্বামী শেষ লীলা বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ ২।১।১২)। প্রভুর সন্ন্যাসের পরে মুরারিগুপ্ত নবদ্বীপেই থাকিতেন; কেবল রথযাত্রার সময়ে নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিতেন এবং বর্ষার চারিমাস সে স্থানে অবস্থান করিতেন। তাই মহাপ্রভুর শেষ লীলার সমস্ত ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না; সুতরাং শেষলীলার সম্বন্ধে তাঁহার কোনও উক্তির সহিত যদি অপর চরিতকারের বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐতিহাসিকত্ব নির্ণয়ের জন্য সতর্ক বিচারের প্রয়োজন হইবে।

কর্ণপূরের গ্রন্থ। কবিকর্ণপূর গৌর-চরিত সম্বন্ধে দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যম্ এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকম্। উভয় গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তাঁহার মহাকাব্য মুরারিগুপ্তের কড়চা অবলম্বনেই লিখিত, একথা কর্ণপূর নিজেই তাঁহার গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই গ্রন্থের প্রামাণ্যত্ব মুখ্যতঃ কড়চার প্রামাণ্যত্বের উপরই নির্ভর করে। ইহাতে নূতন কথাও কিছু আছে; কিন্তু তাঁহার নাটকেই নূতন কথা বেশী দৃষ্ট হয়।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকেও গৌর-চরিতের সমস্ত ঘটনা বর্ণিত বা উল্লিখিত হয় নাই; যে সমস্ত ঘটনা-বর্ণিত বা উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলি তাঁহার কল্পিত নয়, একথা গ্রন্থ শেষে কর্ণপূর নিজেই বলিয়াছেন—সুধিয়ঃ

চরিতমিদং কল্পিতং নো বিদন্তু। কিন্তু ঘটনাগুলি ঐতিহাসিক হইলেও গ্রন্থের নাটকীয়ভাব রক্ষার নিমিত্ত এবং অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশের নিমিত্ত গ্রন্থকারকে কলি, অধর্ম্ম, ভক্তি, মৈত্রী, বিরাগ প্রভৃতি কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা করিতে হইয়াছে।

কবি-কর্ণপূরের নাম পরমানন্দ সেন, কর্ণপূর তাঁহার উপাধি। মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র তিনি। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরে তাঁহার জন্ম। প্রভুর তিরোভাবের সময়ে তাঁহার বয়স সতর আঠার বৎসরের বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না।

কবিরাজ-গোস্বামী মহাপ্রভুর শেষলীলার প্রথম ছয় বৎসরের লীলাকে মধ্যলীলা এবং পরবর্ত্তী আঠার বৎসরের লীলাকে অন্ত্যলীলা বলিয়াছেন (২।১।১৩-১৫)। আবার অন্ত্যলীলার আঠার-বৎসরের প্রথম ছয় বৎসরে প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিয়াছেন; কিন্তু শেষ দ্বাদশ বৎসর গম্ভীরার ভিতরে রাধাভাবের নিবিড় আবেশে কেবল শ্রীকৃষ্ণের বিরহের স্ফূর্ত্তিতেই অতিবাহিত করিয়াছেন।

আদি ও মধ্যলীলার সময়ে কর্ণপূরের জন্মই হয় নাই; অন্ত্যলীলার প্রারম্ভে তাঁহার জন্ম হইয়া থাকিবে। পিতামাতার সঙ্গে রথযাত্রা উপলক্ষে তিনি প্রতিবৎসর নীলাচলে আসিয়া থাকিবেন এবং অন্ত্যলীলার প্রথম ছয় বৎসরে—যে সময় মহাপ্রভু কোনও কোনও সময়ে গম্ভীরার বাহিরে ভক্তবৃন্দের সহিত নৃত্যকীর্ত্তনাদি করিতেন, তখন—কর্ণপূর প্রভুর কোনও কোনও লীলা দর্শন করিয়াও থাকিবেন এবং তাঁহার মুখে কোনও তথ্যাদি শুনিয়াও থাকিবেন। সে সমস্ত লীলার এবং তথ্যাদির মর্ম্ম অবগত হওয়া চারি পাঁচ বা পাঁচ ছয় বৎসর বয়স্ক সাধারণ বালকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইলেও কর্ণপূরের ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন—বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র—ব্যক্তির পক্ষে হয়তো একেবারে অসম্ভব ছিল না। মহাপ্রভুর শেষ দশ বার বৎসরের গম্ভীরা-লীলা রথযাত্রা উপলক্ষে, প্রতিবৎসর চারিমাস ধরিয়া কর্ণপূর নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন; কিন্তু এই লীলাতে ভাব-বৈচিত্র্যই ছিল বেশী, ঘটনাবৈচিত্র্য তত বেশী বোধ হয় ছিল না। আদি ও মধ্যলীলাতেই ঘটনা-বৈচিত্র্য অনেক বেশী ছিল; কর্ণপূর এসমস্ত লীলা নিজে দর্শন না করিয়া থাকিলেও তাঁহার পিতামাতার মুখে এবং অন্যান্য বৈষ্ণবদের মুখে তৎসম্বন্ধে নিশ্চয়ই অনেক কথা শুনিয়াছেন; মুরারিগুপ্তের গ্রন্থও তিনি পড়িয়াছেন। এইরূপে তিনি তাঁহার গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। নাটকের শেষে তিনি নিজেও একথা লিখিয়া গিয়াছেন:—

শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাকর্ণিতম্। জগ্রন্থে কিয়তী তদীয়কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া॥ শ্রীচৈতন্যলীলা তিনি যাহা দেখিয়াছেন, যাহা শুনিয়াছেন, তাহা "যথামতি"—অর্থাৎ একই ঘটনা সম্বন্ধে একাধিক বিভিন্ন বর্ণনা শুনিয়া থাকিলে তৎসম্বন্ধে সম্যক্ অনুসন্ধান ও বিচার পূর্ব্বক যাহা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহাই তিনি স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাটকে কিন্তু তিনি কেবল আদিলীলা ও মধ্যলীলার কয়েকটী ঘটনাই বর্ণনা করিয়াছেন—এসমস্তই বোধ হয় তাঁহার শ্রুতলীলার অনুসন্ধান ও বিচারমূলক "যথামতি"-বর্ণনা। অবশ্য দশম অঙ্কে বর্ণিত লীলা দৃষ্ট ও শ্রুত উভয়ই হইতে পারে। এই অঙ্কে রথযাত্রা-উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলযাত্রা, জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাদর্শন, গুণ্ডিচামার্জ্জনলীলা, ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে জলকেলিলীলা, জগন্নাথদেবের রথযাত্রাদর্শন, হোরাপঞ্চমীদর্শন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। কর্ণপূরের জন্মের পূর্ব্বে এবং পরেও—মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে সমাগত বৈষ্ণবদের সঙ্গে মহাপ্রভুর এই সমস্ত লীলা প্রতিবৎসরেই সংঘটিত হইয়াছে। তাঁহার মহাকাব্যেও আদি ও মধ্যলীলার ঘটনাই উল্লিখিত হইয়াছে।

বৃন্দাবনদাসঠাকুরের গ্রন্থ। বৃন্দাবনদাসঠাকুর বাঙ্গালাভাষায় পয়ারাদি ছন্দে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করেন। এই গ্রন্থের পূর্ব্বনাম ছিল শ্রীচৈতন্যমঙ্গল; কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যমঙ্গল-নামেই এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থকার নিজেই লিখিয়াছেন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভুর আদেশেই তিনি এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। "অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে। চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥ আদি, ১ম।"

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সময়ে বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণীদেবীর বয়স ছিল চারি কি পাঁচবৎসর মাত্র। সুতরাং সন্ন্যাসের কয়েকবৎসর পরে—সম্ভবতঃ কবিকর্ণপূরেরও পরে বৃন্দাবনদাসের জন্ম হইয়া থাকিবে। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই প্রভুর আদি ও মধ্যলীলা এবং অন্ত্যলীলারও কিছু অংশ অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। নীলাচলে যাইয়া তিনি যে কখনও মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিয়াছেন, এরূপ কোনও প্রমাণও পাওয়া যায় না। সুতরাং মহাপ্রভুর কোনও প্রকটলীলারই তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। তবে নবদ্বীপের ভক্তদের মুখে এবং শ্রীপাদ নিত্যানন্দের মুখেও প্রভুর বহু লীলার কথা তিনি শুনিয়া থাকিবেন; এইরূপে শুনা-কথাই তাঁহার গ্রন্থের উপজীব্য; একথা তিনি নিজেও লিখিয়াছেন: "বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা জানে। তাহা লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে॥ আদি, ১ম।"

মুরারিগুপ্তের কড়চাও অবশ্য তিনি দেখিয়াছিলেন। মুরারিগুপ্ত মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলার অর্থাৎ সন্ন্যাসের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন; বৃন্দাবনদাস অপরাপর যে সমস্ত নবদ্বীপবাসী বা নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী ভক্তের নিকটে গৌর-চরিত শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশও সম্ভবতঃ নবদ্বীপ-লীলারই প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন; সুতরাং বৃন্দাবনদাসবর্ণিত নবদ্বীপ-লীলার ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কিছু থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী লীলাসমূহের বিবরণ বৃন্দাবনদাস কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর নিকটে শুনিয়াছিলেন কিনা, নিশ্চিত বলা যায় না।

যাহা হউক, মুরারিগুপ্ত বা কর্ণপূরের গ্রন্থ অপেক্ষা বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থই অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাহার কারণ বোধহয় এই যে—প্রথমতঃ ইহা বাঙ্গালাভাষায় লিখিত ছিল বলিয়া সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ছিল। দ্বিতীয়তঃ, এই গ্রন্থে সরল সরস ও মধুর ভাষায় মহাপ্রভুর লীলা ও ভক্তিমাহাত্ম্যাদি একটু বিস্তৃত ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। তৎকালীন বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণও সর্ব্বদা এই গ্রন্থের আস্বাদন করিতেন; কিন্তু এই গ্রন্থে মহাপ্রভুর শেষলীলার বর্ণনা নাই; অথচ শেষলীলা আস্বাদনের জন্য বৈষ্ণবদের লিপ্সাও ছিল অত্যন্ত বলবতী; এজন্য তাঁহারা শেষলীলা বর্ণনের নিমিত্ত কবিরাজগোস্বামীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; ইহা হইতেই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার সূচনা হয়।

স্বরূপদামোদরের কড়চা। আদিলীলাসম্বন্ধে মুরারিগুপ্তের উক্তি এবং তাঁহার উক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কবিকর্ণপূর ও বৃন্দাবনদাসের উক্তি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে যেমন নির্ভরযোগ্য, প্রভুর শেষলীলাসম্বন্ধেও স্বরূপদামোদরের উক্তি তেমনি নির্ভরযোগ্য। দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়া মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে পর স্বরূপদামোদর আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পরে স্বীয় অন্তর্ধান পর্য্যন্তই তিনি নীলাচলে ছিলেন। প্রভুর নীলাচল-সঙ্গীদের মধ্যে স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দ এই দুইজনই ছিলেন তাঁহার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত। শ্রীরাধার ভাবে শ্রীকৃষ্ণবিরহের স্ফূর্ত্তিতে তিনি যখন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন, এই দুইজনের নিকটেই প্রভু তাঁহার মর্ম্মপীড়া জ্ঞাপন করিতেন এবং এই দুইজনই নানা উপায়ে তাঁহার সান্ত্বনা বিধানের প্রয়াস পাইতেন। এই দুইজনের মধ্যে আবার স্বরূপদামোদরই ছিলেন প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মজ্ঞ; প্রভুর মুখ দেখিলেই যেন তিনি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন। কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহাকে "সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপই" বলিয়াছেন (২।১০।১০৯)। তিনি ছিলেন পরম বিরক্ত, মহাপণ্ডিত, রাত্রিদিন কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিহ্বল, পরম রসজ্ঞ, আবার নিরপেক্ষ সমালোচক। কেহ কোনও নূতন গ্রন্থ, শ্লোক বা গীত রচনা করিয়া প্রভুকে শুনাইবার জন্য লইয়া আসিলে "স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু" শুনিতেন (২।১০।১১০)। সিদ্ধান্ত-বিরোধ বা রসাভাসাদি কোথাও থাকিলে তিনি তাহা প্রভুকে শুনাইতেন না। এই স্বরূপদামোদর একখানি কড়চা লিখিয়াছিলেন। এই কড়চা আজকাল পাওয়া যায় না; কিন্তু কবিরাজ-গোস্বামী তাঁহার প্রণীত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বহুস্থলে এই কড়চার উল্লেখ করিয়াছেন। এই কড়চার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন—"প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপদামোদর। সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥ চৈঃ চঃ ১।১৩।১৫॥" কবিরাজ-গোস্বামীর গ্রন্থে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যের পরবর্ত্তী সমস্ত লীলাকেই অর্থাৎ সন্ন্যাস হইতে তিরোভাব পর্য্যন্ত সমস্ত

লীলাই শেষলীলার অন্তর্ভুক্ত (১।১৩।১৩ এবং ২।১।১২)। স্বরূপদামোদর এই সমস্ত লীলাই সূত্রাকারে তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

যাহা হউক, স্বরূপদামোদরের কড়চায় উল্লিখিত লীলাসমূহের ঐতিহাসিক মূল্য নির্ণয় করিতে হইলে, এই গ্রন্থের উপাদান গ্রন্থকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে, অথবা প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তি হইতে প্রাপ্ত কিনা তাহারই অনুসন্ধান করিতে হইবে। এস্থলে তাহাই করা হইতেছে।

শেষলীলাকে এই কয় ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ—(ক) সন্ন্যাসগ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া নীলাচলে প্রথম উপস্থিতি পর্য্যন্ত, (খ) নীলাচলে প্রথম উপস্থিতি হইতে দাক্ষিণাত্যভ্রমণের উদ্দেশ্যে নীলাচল ত্যাগ পর্য্যন্ত, (গ) দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ, (ঘ) দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের পরে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন হইতে গৌড়দেশে গমনের জন্য নীলাচল ত্যাগ পর্য্যন্ত, (ঙ) গৌড়-ভ্রমণ, (চ) গৌড় হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে বৃন্দাবন-গমনের উদ্দেশ্যে নীলাচল ত্যাগ পর্য্যন্ত, (ছ) ঝাড়িখণ্ড পথে বৃন্দাবন গমন, বারাণসীতে ও প্রয়াগে অনুষ্ঠিত লীলা, এবং (জ) বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে তিরোভাব পর্য্যন্ত—লীলা।

এসমস্ত লীলাসম্বন্ধে স্বরূপদামোদর কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করিলেন, এক্ষণে তাহাই অনুসন্ধান করা যাউক।

(ক) কাটোয়াতে সন্ন্যাসের সময়ে, কাটোয়া হইতে শান্তিপুরে এবং শান্তিপুর হইতে নীলাচলে আসার সময়ও শ্রীপাদনিত্যানন্দ এবং মুকুন্দদত্ত যে সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে ছিলেন, এসম্বন্ধে মতভেদ নাই*। স্বরূপ-দামোদরের নীলাচলে আসার সময় পর্য্যন্ত এবং তাহার পরেও কিছুকাল এই দুইজন নীলাচলে ছিলেন। ইঁহাদের নিকটে এই সময়ের লীলাকথা অবগত হওয়া স্বরূপদামোদরের পক্ষে অসম্ভব ছিলনা। ইঁহারা সার্ব্বভৌমাদির নিকটেও এসকল কাহিনী বর্ণন করিয়া থাকিবেন। রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতিবৎসর শ্রীঅদ্বৈতাদি গৌড়ীয় ভক্তগণও নীলাচলে আসিতেন। ইঁহাদের সকলের নিকটেই স্বরূপদামোদর গৌরের অনেক কাহিনী শুনিয়া থাকিবেন। অবসর সময়ে গৌর-কথার আলোচনাতে সময় কর্ত্তন করাকেই গৌরভক্তগণ সময়ের সদ্ব্যবহার এবং ভজনের অনুকূল অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করিতেন।

(খ) নীলাচলে প্রথম উপস্থিতি হইতে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের উদ্দেশ্যে নীলাচল ত্যাগপর্য্যন্ত সময়ের সমস্ত লীলাই শ্রীনিত্যানন্দ, মুকুন্দ দত্ত এবং সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যাদি নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইঁহাদের নিকটে স্বরূপদামোদর এই সকল লীলা-কাহিনী অবগত হওয়ায় সুযোগ পাইয়াছেন।

(গ) দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-লীলা। প্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন কৃষ্ণদাস নামক এক সরল প্রকৃতির ব্রাহ্মণ। দাক্ষিণাত্য হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পকাল পরেই প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ জানাইবার জন্য কৃষ্ণদাস গৌড়ে প্রেরিত হন; ইহার পরে তিনি নীলাচলে স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছিলেন কিনা এবং তাঁহার নিকট হইতে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-কাহিনী শুনিবার সুযোগ স্বরূপদামোদরের হইয়াছিল কিনা, নির্ভর যোগ্যভাবে বলা যায় না।

তাঁহার নিকটে কোনও বিষয় জানিবার জন্য যে কাহারও কৌতুহল হয় নাই এবং কৌতুহল হইয়া থাকিলে, কৃষ্ণদাস সে তাহা পরিতৃপ্ত করেন নাই, ইহা মনে করা যায় না। অন্ততঃ যে যে ঘটনায় তিনি নিজে জড়িত ছিলেন, সেই সেই ঘটনা যে তিনি বিবৃত করিয়াছেন, ইহা অনুমান করা যায়।

---

* কাটোয়াতে সন্ন্যাসের সময়ে প্রভুর সঙ্গী :—নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, মুকুন্দ দত্ত—চৈঃ চঃ ১।১৭।২৬৬। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, ব্রহ্মানন্দ—চৈঃ ভাঃ ২।২৬।

কাটোয়া হইতে শান্তিপুরে আসার পথে সঙ্গী :—নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন, মুকুন্দ—চৈঃ চঃ ২।৩।৯। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, ভারতী—চৈঃ ভাঃ ৩।১।

শান্তিপুর হইতে নীলাচলে যাওয়ার সঙ্গী :—নিত্যানন্দ, জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত—চৈঃ চঃ ২।৩।২০৬। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ—চৈঃ ভাঃ ৩।২।

নিত্যানন্দ ও মুকুন্দের নাম সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়।

দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে যাওয়ার পথে একবার এবং দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে একবার—এই দুইবার মহাপ্রভু গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে—রায়রামানন্দের সহিত মিলিত হন। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে যখন উভয়ের মিলন হইয়াছিল, তখন প্রভু নিজের সমস্ত ভ্রমণ-কাহিনী রায়রামানন্দের নিকটে বর্ণন করিয়াছিলেন, একথা মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় (৩।১৬।১০) এবং কবিরাজ-গোস্বামীও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (২।৯।২৯৫) বলিয়াছেন। আবার দাক্ষিণাত্য হইতে যেদিন প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসেন, সেইদিন রাত্রিতে তিনি নিজগণের সহিত সার্ব্বভৌমের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সার্ব্বভৌমের নিকটে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন, একথা কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়া গিয়াছেন (২।৯।৩২৭)।

রায়রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের নিকটে প্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-কাহিনী শুনিবার সুযোগ স্বরূপদামোদরের হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত, পরবর্ত্তী কালে প্রভু নিজেও যে প্রসঙ্গক্রমে দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ সম্বন্ধে কোনও কোনও কাহিনী স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিকট ব্যক্ত করিয়া থাকিবেন, এইরূপ অনুমানও অস্বাভাবিক হইবেনা।

(ঘ) দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে গৌড়ে গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রভু নীলাচলেই ছিলেন; এ সময়ের সমস্ত লীলাই স্বরূপদামোদর প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

(ঙ) গৌড়-ভ্রমণ-লীলা। গৌড়-গমন-সময়ে প্রভুর সঙ্গে বহু ভক্ত চলিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও গদাধর পণ্ডিত কটক পর্য্যন্ত এবং রামানন্দরায় রেমুণা পর্য্যন্ত প্রভুর অনুসরণ করিয়াছিলেন। আর যাঁহারা প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজনের নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজ দিয়াছেন—"প্রভুসঙ্গে পুরীগোসাঞি স্বরূপদামোদর। জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর॥ হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর। গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর॥ রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ। প্রধান কহিল, সভার কে করে গণন॥২।১৬।১২৬-১২৮।"

উল্লিখিত উক্তি হইতে জানা যায়, প্রভুর গৌড়-ভ্রমণ-সময়ে স্বরূপদামোদরও তাঁহার সঙ্গী ছিলেন এবং সমস্ত লীলাই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। গৌড়-ভ্রমণে প্রভু অল্প কয়েকমাস মাত্র নীলাচলের বাহিরে ছিলেন।

গৌড়-ভ্রমণে স্বরূপদামোদর যদি প্রভুর সঙ্গী নাও হইতেন, তাহা হইলেও তিনি গৌড়-ভ্রমণ-লীলার কাহিনী প্রভুর সঙ্গী বহু প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে এবং রথযাত্রাকালে নীলাচলে সমাগত, পানিহাটীর রাঘব পণ্ডিত, শ্রীবাস, শিবানন্দ সেন, শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতির মুখে এবং আরও অন্যান্যের মুখেও শুনিবার সুযোগ পাইতেন। রাঘব পণ্ডিত, শ্রীবাস, শিবানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতির সকলের গৃহেই প্রভু গৌড়-ভ্রমণ উপলক্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের গৃহ হইতে তিনি রামকেলিতেও গিয়াছিলেন; সে স্থানে শ্রীরূপ-সনাতন তাঁহার সহিত মিলিত হন। পরে রূপ ও সনাতন পৃথক্ ভাবে নীলাচলে গিয়া কয়েকমাস করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন এবং স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে তাঁহাদের বেশ ঘনিষ্ঠতাও জন্মিয়াছিল।

(চ) গৌড় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে বৃন্দাবন-গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মহাপ্রভু নীলাচলেই ছিলেন; এ সময়ের সমস্ত লীলারই স্বরূপদামোদর স্বয়ং প্রত্যক্ষদর্শী।

(ছ) ঝাড়িখণ্ড-পথে বৃন্দাবনগমন, কাশীতে ও প্রয়াগে অবস্থান। প্রভুর বৃন্দাবন-গমনের সঙ্গী ছিলেন বলভদ্র ভট্টাচার্য্য। তিনি সমস্ত লীলার প্রত্যক্ষদর্শী। বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেও তিনি নীলাচলেই থাকিতেন (চৈঃ চঃ ১।১০।১৪৪); তাঁহার মুখে সমস্ত কাহিনী শুনিবার সুযোগ স্বরূপদামোদরের এবং নীলাচলবাসী অন্যান্য ভক্তদেরও হইয়াছিল। কয়েকটী প্রধান লীলার কথা অন্য প্রামাণ্য এবং প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনিবার সুযোগও তাঁহার হইয়াছিল। প্রয়াগে শ্রীরূপের সহিত প্রভুর মিলন হয় এবং সেস্থানে দশদিন পর্য্যন্ত প্রভু শ্রীরূপকে শিক্ষা দিয়াছিলেন (২।১৯।১২২)। প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী আড়৷ইলগ্রামে বল্লভভট্টের গৃহে প্রভু যখন গিয়াছিলেন, শ্রীরূপ তখনও প্রভুর সঙ্গী ছিলেন (২।১৯।৮১-৮২); শ্রীরূপ যখন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখে প্রয়াগ-লীলার কাহিনী বিস্তৃতভাবে জানিবার সুযোগই স্বরূপদামোদরের হইয়াছিল। বারাণসী-লীলারও দুইজন প্রত্যক্ষদর্শীর সহিত স্বরূপদামোদরের নীলাচলে সাক্ষাৎ হইয়াছিল—তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী।

বারাণসীতে তপনমিশ্রের গৃহেই প্রভু ভিক্ষা করিতেন এবং তখন রঘুনাথভট্ট তাঁহার নানাপ্রকার সেবা করিতেন। বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিবার পথে কাশীতে প্রভু দুইমাস পর্য্যন্ত শ্রীসনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন (২।২৫।২); এই সময়ের কাশীর সমস্ত লীলারই সনাতন ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের উদ্ধারের পরে সনাতন বৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসেন।

(জ) বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে তিরোভাব পর্য্যন্ত প্রভু নীলাচলেই ছিলেন। এই সময়ের সমস্ত লীলারই স্বরূপ-দামোদর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

শেষলীলার সময় চব্বিশ বৎসর ; ইহার মধ্যে কয় বৎসর স্বরূপদামোদর মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন, তাহা দেখা যাউক। ১৪৩১ শকের মাঘী সংক্রান্তিতে প্রভুর গার্হস্থ্য লীলার অবসান এবং শেষলীলার আরম্ভ। ঐ সময় সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া প্রভু ফাল্গুনমাসে নীলাচলে আসেন (চৈঃ চঃ ২।৭।৩) এবং ১৪৩২ শকের বৈশাখ মাসের প্রথম ভাগেই তিনি দক্ষিণ যাত্রা করেন (২।৭।৫); দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে প্রভুর দুইবৎসর লাগিয়াছিল (২।১৬।৮৩)। সম্ভবতঃ ১৪৩৪ শকের বৈশাখ মাসেই প্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসেন এবং ইহার অল্পকাল পরে, রথযাত্রার পূর্ব্বেই, স্বরূপ-দামোদর আসিয়া মিলিত হন। ১৪৩১ শকের ফাল্গুন হইতে ১৪৩৪ শকের বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রায় দুইবৎসর চারিমাস সময় হয় ; শেষলীলার দুইবৎসর চারিমাস অতিবাহিত হইয়া গেলে স্বরূপদামোদর প্রভুর সঙ্গে মিলিত হন। শেষলীলার এই সময়টা তিনি প্রভুর সঙ্গে ছিলেন না।

ঝারিখণ্ডপথে বৃন্দাবন যাওয়ার উপলক্ষে যে সময়টা প্রভু নীলাচলের বাহিরে ছিলেন, সেই সময়েও স্বরূপদামোদর প্রভুর সঙ্গে ছিলেন না। ১৪৩৭ শকের শরৎকালে প্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করেন (২।১৭।২); প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষে প্রয়াগে আসেন (২।১৮।১৩৬) এবং সেখানে দশদিন থাকিয়া ত্রিবেণীতে স্নান করেন (২।১৮।২১২) ও শ্রীরূপকে শিক্ষা দেন (২।১৯।১২২)। তারপর কাশীতে আসেন এবং সেস্থানে দুইমাস থাকিয়া সন্ন্যাসীদের উদ্ধার করেন ও শ্রীসনাতনকে শিক্ষা দেন (২।২৫।২)। সনাতনকে শিক্ষাদানের পরেও প্রভু দিন পাঁচেক কাশীতে ছিলেন (২।২৫।১৩৯)। ফাল্গুনের মাঝামাঝি তিনি বারাণসীতে আসিয়াছিলেন মনে করিলে প্রায় বৈশাখের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত তিনি সেস্থানে ছিলেন বলিয়া অনুমান হয় ; তারপরে নীলাচলে ফিরিয়া আসেন। ১৪৩৮ শকের বৈশাখের শেষ বা জ্যৈষ্ঠের প্রথম ভাগেই বোধ হয় তিনি নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপে ১৩৩৭ শকের শরৎকাল হইতে ১৪৩৮ সনের জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথমভাগ পর্য্যন্ত প্রায় আটমাসকাল প্রভু নীলাচলের বাহিরে ছিলেন এবং এই সময়টাতেও স্বরূপদামোদর তাঁহার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত ছিলেন।

এইরূপে দেখা গেল, স্বরূপদামোদরের নীলাচলে আগমনের পূর্ব্বে দুইবৎসর চারিমাস এবং পরে—প্রভুর ঝারিখণ্ড পথে বৃন্দাবন যাতায়াতের আটমাস, শেষলীলার মোট এই প্রায় তিনবৎসর তিনি প্রভুর সঙ্গে ছিলেন না ; শেষলীলার বাকী একুশ বৎসরই তিনি প্রভুর সঙ্গে ছিলেন।

তাহা হইলে দেখা গেল, শেষলীলার চব্বিশ বৎসরের মধ্যে একুশবৎসরের লীলাই স্বরূপদামোদর নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কেবল তিন বৎসরের লীলার বিবরণ তাঁহাকে অপর প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে, এবং মহাপ্রভুর মুখে শুনিয়াছেন এরূপ নির্ভরযোগ্য লোকের নিকট হইতে, সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। সুতরাং মুরারিগুপ্তের কড়চায় বর্ণিত আদিলীলার ন্যায় স্বরূপদামোদরের কড়চাও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বিশেষ মূল্যবান্।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাদানসংগ্রহ। মুরারিগুপ্ত, কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবনদাস ও স্বরূপদামোদরের সংগৃহীত উপাদান ব্যবহার করার সুযোগ কবিরাজ-গোস্বামীর ছিল। ইহাদের উল্লিখিত কোনও কোনও বর্ণনার পরিপুষ্টি সাধনের উপযোগী বিবরণ এবং আরও কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহের নির্ভরযোগ্য উপায়ও যে কবিরাজ-গোস্বামী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বা তাঁহার প্রধান পার্ষদ শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গে কবিরাজগোস্বামীর যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহাদের তিরোভাবের পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল

কিনা, বলা যায় না ; হইয়া থাকিলেও তখন বোধ হয় তাঁহার বয়স খুবই কম ছিল। কিন্তু তিনি যে অন্ততঃ বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বগৃহে ছিলেন, তাঁহার বর্ণনা হইতে তাহা বুঝা যায়। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দে তখনও তাঁহার অকপট শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। তাঁহার জন্মস্থানও ছিল বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী ঝামটপুর গ্রামে ; নবদ্বীপ হইতে এস্থান খুব বেশী দূরে নহে। সুতরাং গৃহে অবস্থান কালেও তিনি যে মহাপ্রভু সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইয়াছিলেন, তাহাও অনুমান করা যায়।

অনুমান বিশ পঁচিশ বৎসর বয়সের পরে শ্রীনিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যান, আর দেশে ফিরেন নাই। বৃন্দাবনে যাইয়া তিনি শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট, প্রভৃতির সহিত মিলিত হন; দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ইঁহাদের সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য কবিরাজ-গোস্বামীর হইয়াছিল। ইঁহাদের প্রায় সকলেই মহাপ্রভুর কোনও না কোনও লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইঁহারা যখন বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন, তখন আরও অনেক বৈষ্ণব সেখানে ছিলেন। এই সমস্ত বৃন্দারণ্যবাসী বৈষ্ণবদের একটা নিয়ম ছিল এই যে, তাঁহারা প্রত্যহ নিয়মিতভাবে মহাপ্রভুর লীলার কথা চিন্তা করিতেন এবং আলাপ-আলোচনাও করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, শ্রীরূপ-সনাতনাদিও প্রত্যহ "চৈতন্য কথা শুনে, করে চৈতন্য চিন্তন। ২।১৯।১১৯॥" রঘুনাথদাস-গোস্বামীও প্রত্যহ "প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন (১।১০।৯৮)" করিতেন। ভক্তিরত্নাকরেও অনুরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় (৯৪৬ পৃঃ)। এইরূপে প্রত্যহ চিন্তার ফলে প্রত্যেক লীলাই তাঁহাদের স্মৃতিপটে সদ্যোদৃষ্টবৎ জাজ্জ্বল্যমান থাকিত ; আর প্রত্যহ গৌরচরিত্র কথনের ফলে—আলাপ-আলোচনার ফলে—সকলেই সকল লীলার কথা অবগত হইতে পারিতেন এবং কাহারও কথিত বা শ্রুত লীলা-কাহিনীর মধ্যে কোনও অংশ অলীক, অতিরঞ্জিত বা অনুমানমূলক থাকিলে তাহাও বর্জ্জিত বা সংশোধিত হওয়ায় সুযোগ থাকিত। এইরূপে বৃন্দাবনের এই বৈষ্ণব-গোষ্ঠিতে আলাপ-আলোচনার ফলে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাকাহিনী পরিণামে যে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা যে সত্যের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত পরিমার্জ্জিত খাঁটী সত্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। এই সকল বৈষ্ণবদের সকলেই ছিলেন সত্যানুসন্ধিৎসু এবং সত্যনিষ্ঠ। কবিরাজ-গোস্বামীর গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাসমূহও এই বৈষ্ণব-গোষ্ঠির কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত সত্যই।

কাহার নিকট হইতে কবিরাজ-গোস্বামী কোন্ লীলা বর্ণনার উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন :—"আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত॥ প্রভুর যে শেষলীলা স্বরূপদামোদর। সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥ এই দুইজনার সূত্র দেখিয়া শুনিয়া। বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া॥ শ্রীচৈঃ চঃ ১।১৩।১৪-১৬॥"

অন্যত্র—"দামোদরস্বরূপ আর গুপ্তমুরারি। মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি॥ সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন॥ চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস। মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ॥ গ্রন্থবিস্তারের ভয়ে তেহোঁ ছাড়িল যে যে স্থান। সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যান॥ প্রভুর লীলামৃত তেহোঁ কৈল আস্বাদন। তাঁর ভুক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ।—শ্রীচৈঃ চঃ ১।১৩।৪৪-৪৮॥"

আবার—"বৃন্দাবনদাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল। সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল॥ তার ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল। ৩।২০।৬৪-৬৫॥ চৈতন্য-লীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান. তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তেঁহো কৈল পান॥ তাঁর ঝারি শেষামৃত কিছু মোরে দিলা। ৩।২০।৭৯-৮০॥

অন্যত্র—"চৈতন্য-লীলারত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তেহোঁ থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে। তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহা বিবরিল, ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥ ২।২।৭৩॥"

আবার—"স্বরূপ-গোসাঞি আর রঘুনাথদাস। এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ॥ সেকালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে। আর সব কড়চাকর্ত্তা রহে দূরদেশে॥ ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন।

সংক্ষেপে বাহুল্যে করে কড়চাগ্রন্থন॥ স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার। তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি টীকা ব্যবহার॥ ৩।১৪।৬—৯॥"

শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামী ছিলেন সপ্তগ্রামের অধিপতির পুত্র। নবদ্বীপের সঙ্গে ইঁহার পিতা গোবর্দ্ধনদাস এবং জ্যেঠা হিরণ্যদাসের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলার কথা শুনিয়াই ইনি তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। মহাপ্রভু সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়ার সুযোগ তাঁহার ছিল। গৌড়-ভ্রমণ-সময়ে প্রভু যখন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, তখন ইনি শান্তিপুরে আসিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করেন এবং উপদেশ গ্রহণ করেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ইনি যাইয়া প্রভুর সহিত মিলিত হন। প্রভু তাঁহাকে বিশেষ কৃপা করিয়া স্বরূপদামোদরের হস্তে সমর্পণ করেন। তদবধি প্রায় সতর-আঠার বৎসর পর্য্যন্ত ইনি স্বরূপদামোদরের সঙ্গে প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করেন। এই সময়ের সমস্ত লীলারই তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। এ সমস্ত লীলাকথাপূর্ণ অনেক শ্রীগৌরাঙ্গস্তোত্রও তিনি লিখিয়াছেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরে স্বরূপদামোদরও অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হয়েন, তখন শ্রীল রঘুনাথদাস বৃন্দাবনে আসেন। স্বরূপদামোদরের কড়চাও সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার সঙ্গেই শ্রীবৃন্দাবনে আনেন। ইনি এবং কবিরাজ-গোস্বামী শেষ বয়সে এক সঙ্গেই শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিতেন। যে সময়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিত হইতেছিল, সেই সময়ে ইনি ছিলেন কবিরাজ-গোস্বামীর নিত্যসঙ্গী; ইনি কবিরাজ-গোস্বামীর একতম শিক্ষাগুরুও ছিলেন। গ্রন্থলেখার সময়ে বর্ণনীয় বিষয় সম্বন্ধে ইঁহার সঙ্গে কবিরাজ-গোস্বামীর যে আলাপ-আলোচনা হইত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। দাসগোস্বামীর স্তবাদি হইতে অনেক শ্লোকও কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্রভুর বারাণসী-লীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন সনাতন-গোস্বামী এবং রঘুনাথভট্টগোস্বামী। বারাণসী-লীলা সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত পরে রূপগোস্বামীও বৃন্দাবন হইতে বারাণসীতে গিয়াছিলেন এবং সেখানে দশদিন ছিলেন। সেখানে তিনি তপনমিশ্র, মহারাস্ট্রী ব্রাহ্মণ এবং চন্দ্রশেখরের মুখে প্রভুর বারাণসী-লীলার সমস্ত বিবরণই অবগত হইয়াছিলেন (২।২৫।১৬৮-১৭৩)। এই তিনজনের অন্তরঙ্গ সঙ্গের সৌভাগ্য কবিরাজ-গোস্বামীর হইয়াছিল এবং তাঁহাদের মুখে—বিশেষতঃ বৃন্দাবনস্থ গোস্বামিবর্গের দৈনন্দিন গৌরলীলা আলোচনা প্রসঙ্গে—প্রভুর বারাণসী-লীলার কথাও কবিরাজ জানিয়াছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের উক্তি বা বর্ণনাকে অবলম্বন করিয়া কবিরাজগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, স্থলবিশেষে কবিকর্ণপূরের গ্রন্থ হইতেও তাহার সমর্থক শ্লোকাদি তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কবিকর্ণপূর সম্ভবতঃ স্বরূপদামোদরের কড়চা দেখেন নাই; অন্ততঃ তাঁহার গ্রন্থে কোথাও তিনি এই কড়চার উল্লেখ করেন নাই। দেখার সম্ভাবনাও বোধহয় বিশেষ ছিল না। তাহার হেতু এই। স্বরূপদামোদর তাঁহার কড়চা একসময়ে লিখেন নাই (কড়চা-শব্দ হইতেই তাহা অনুমিত হয়; কড়চা-শব্দে সাধারণতঃ সাময়িক-লিপি বুঝায়)। যখন যে লীলার কথা শুনিয়াছেন বা যে লীলা দর্শন করিয়াছেন, তখনই সম্ভবতঃ সূত্রাকারে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপে, মনে হয়, এই কড়চা বহুবৎসরের সংগ্রহ। কড়চার আরম্ভ-সময়ে কর্ণপূর ছিলেন শিশু; স্বরূপদামোদরের অন্তর্দ্ধানের সময়েও তাঁহার বয়স কৈশোর অতিক্রম করিয়া বেশীদূর অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ, মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত—এইরূপ প্রসিদ্ধিই তখন তাঁহার ছিল এবং তজ্জন্য স্বরূপদামোদরাদি প্রবীণ বৈষ্ণবদের স্নেহ-কৃপার পাত্রই তিনি ছিলেন; কিন্তু তখনও প্রভুর চরিতকাররূপে তাঁহার কোনও প্রসিদ্ধি ছিল না। স্বরূপদামোদরের অপ্রকটের অনেক পরেই তিনি গ্রন্থ লিখেন। সুতরাং গৌরের তত্ত্ব বা লীলাদি সম্বন্ধে স্বরূপদামোরদাদির সঙ্গে তাঁহার যে তখন কোনওরূপ আলোচনাদি হইয়াছিল, ইহাও সম্ভবপর বলিয়া মনে করা যায় না। এইরূপ আলোচনার অবকাশ থাকিলে হয়তো স্বরূপদামোদর তাঁহাকে কড়চা দেখাইতেন। আর স্বরূপ-দামোদরের অন্তর্দ্ধানের পরে রঘুনাথদাসগোস্বামীর সঙ্গেই সম্ভবতঃ এই কড়চা বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছে। তদবধি এই অমূল্য গ্রন্থখানি বৃন্দাবনেই থাকিয়া যায়। শ্রীনিবাস-আচার্য্যের সঙ্গে, বা তাহারও পরে, যে সমস্ত গ্রন্থ বৃন্দাবন

হইতে গৌড়দেশে প্রেরিত হইয়াছিল, সেই সঙ্গে যে এই গ্রন্থ ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ গৌড়দেশে আসেই নাই। সম্ভবতঃ এজন্যই স্বরূপদামোদরের কড়চার কোনও প্রতিলিপি বাঙ্গালাদেশে পাওয়া যায় না।

কিন্তু কবিরাজগোস্বামী যে এই কড়চা পাইয়াছিলেন এবং তৎকালীন বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণও যে এই কড়চার কথা জানিতেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও হেতুই নাই। কড়চার অস্তিত্বসম্বন্ধে মুখ্যতম সাক্ষী ছিলেন—কড়চাকার স্বরূপদামোদরের আঠার বৎসরের—এবং কড়চাকারের অন্তর্দ্ধান সময় পর্য্যন্ত তাঁহার—নিত্যসঙ্গী-রঘুনাথদাস-গোস্বামী। কবিরাজ যদি এই গ্রন্থ না-ই দেখিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে, তাঁহার শিক্ষাগুরু এই রঘুনাথদাস-গোস্বামীর সঙ্গে গ্রন্থলেখাকালে একই স্থানে থাকিয়া—বিশেষতঃ যাঁহাদের আদেশে তিনি এই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ তাঁহাদেরই আস্বাদনের জন্য তাঁহাদেরই নিকটে যাইবে জানিয়াও—যে তিনি স্বরূপদামোদরের কড়চার দোহাই দিয়া স্বকপোলকল্পিত কতকগুলি কথা এবং স্বরূপদামোদরের নামে চালাইবার উদ্দেশ্যে স্বরচিত কয়েকটী শ্লোক তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে যাইবেন, এইরূপ অনুমান করিলে কবিরাজগোস্বামীর বৈরাগ্যের ও ভজননিষ্ঠারই অবমাননা করা হয় এবং যে সমস্ত নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ তাঁহার উপরে গৌরলীলা বর্ণনের ভার দিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও অমর্য্যাদা করা হয়। কবিরাজগোস্বামীর কথা তো দূরে, যাঁহারা প্রতিষ্ঠা বা অর্থের লোভে গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, সে সমস্ত সাধারণ লোকের পক্ষেও ঐরূপ একটা দুঃসাহসের কাজ কল্পনার অতীত।

সম্ভবতঃ কবিকর্ণপূর স্বরূপদামোদরের কড়চা দেখেন নাই। রামানন্দ-মিলন-প্রসঙ্গ। যাহাহউক, কবিকর্ণপূর স্বরূপদামোদরের কড়চা দেখেন নাই বলিয়া, কড়চায় যে ঘটনার একটু বিস্তৃত বিবরণ আছে, সেই ঘটনার কথা প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে, বা প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে যিনি প্রথম শুনিয়াছেন, তাঁহার মুখে শুনিবার সুযোগ কর্ণপূরের না হইয়া থাকিলে, সেই ঘটনার বিবরণ কবিরাজগোস্বামীর লেখা অপেক্ষা কর্ণপূরের লেখায় যদি অসম্পূর্ণ বা একটু অন্যরূপ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও তাহা অস্বাভাবিক হইবে না। ইহার একটা নিদর্শন পাওয়া যায়—মহাপ্রভুর সঙ্গে রায়রামানন্দের মিলন-প্রসঙ্গের বর্ণনায়। এই মিলন-প্রসঙ্গের নির্ভরযোগ্য বিবরণ জানিতেন শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং রায়রামানন্দ। ইঁহাদের মুখে শুনিয়া স্বরূপদামোদরাদিও জানিতেন। সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যও জানিতেন; তাঁহার নিকটে প্রভুই সমস্ত কথা বলিয়াছেন (২।৯।৩২৭-২৯)। ইঁহাদের কাহারও নিকটেই এই বিবরণ শুনার সুযোগ যে কর্ণপূরের থাকার সম্ভাবনা ছিল না, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। ইঁহাদের কাহারও নিকটে কর্ণপূরের পিতা সেন-শিবানন্দ হয়তো কিছু শুনিয়া থাকিবেন। তাঁহার মুখে কর্ণপূর যাহা শুনিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই তিনি তাঁহার গ্রন্থে ঐ সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দিয়াছেন। আর কবিরাজগোস্বামী এই বিবরণ লিখিয়াছেন—স্বরূপদামোদরের কড়চা অবলম্বনে; তাহা কবিরাজ স্পষ্টাক্ষরেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "দামোদরস্বরূপের কড়চা অনুসারে। রামানন্দমিলনলীলা করিল প্রচারে ॥ ২।৮।২৬৩ ॥" সুতরাং এই মিলন-লীলার বর্ণনায় কর্ণপূর অপেক্ষা কবিরাজের উক্তিই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। উভয়ের বর্ণনার একটু পার্থক্য আছে; তাহা এই।

রামানন্দমিলন-প্রসঙ্গে মুখ্য আলোচ্যবিষয় ছিল সাধ্য-সাধনতত্ত্ব। মধ্যলীলার অষ্টমপরিচ্ছেদে কবিরাজ এই সাধ্যসাধনতত্ত্বের এক অতি বিস্তৃত এবং সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। লোকসমাজে মোটামুটী ভাবে যত রকম সাধনপন্থা প্রচলিত আছে, এই আলোচনায় রামানন্দরায় সমস্তই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন—ইহাদের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি কতকগুলি সাধনের লক্ষ্য কেবল মায়ামুগ্ধজীবের দেহাভিনিবেশজনিত দৈহিক সুখবাসনার তৃপ্তি; কোনও কোনও সাধনের লক্ষ্য কেবল দৈহিক দুঃখনিবৃত্তি, আর কতকগুলির লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণসেবা। এসমস্ত সাধনপন্থার তুলনামূলক আলোচনাদ্বারা রায়রামানন্দ দেখাইয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণসেবাতেই জীবের পরম-পুরুষার্থ লাভ সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-পরিকরদের সেবার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী প্রেমের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে

সেবা, তাহাই সাধ্যশিরোমণি। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অভিপ্রায় অনুসারে তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব-রাধাতত্ত্বাদিও বর্ণন করিয়াছেন এবং রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে, যাহাতে বিলাস-মাহাত্ম্যের চরমতম বিকাশ, সেই প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের কথাও বলিয়াছেন এবং এই প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের পরিচায়ক "পহিলহি রাগ"—ইত্যাদি নিজকৃত একটী গীতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পরে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির অনুকূল সাধনপন্থার কথাও বলিয়াছেন। সংক্ষেপে ইহাই হইল স্বরূপদামোদরের কড়চা অনুসারে কবিরাজগোস্বামিপ্রদত্ত সাধ্যসাধনতত্ত্বের বিবরণ।

কবিরাজগোস্বামিপ্রদত্ত উল্লিখিত বিবরণ হইতে রায়রামানন্দ-কথিত সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে যতগুলি কথা পাওয়া যায়, কবিকর্ণপূরের বিবরণে ততগুলি পাওয়া যায় না। কবিরাজগোস্বামীর এবং কর্ণপূরের বর্ণনার মর্ম্ম সর্ব্বাংশে ঠিক একরূপও নহে। কর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যেই এবিষয়ের বর্ণনা দিয়াছেন। কবিরাজ এই বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন স্বধর্ম্ম নিয়া; কিন্তু কর্ণপূর আরম্ভ করিয়াছেন বৈরাগ্যের কথা নিয়া; "উবাচ কিঞ্চিৎ স্তনয়িত্নুধীরং সকৈতবং ভোঃ কবিতাং পঠেতি। তদা তদাকর্ণ্য মহারসজ্ঞঃ পপাঠ বৈরাগ্যরসাঢ্য-পদ্যম্‌॥ ১৩।৩৮॥" ইহার পরে তিনি বৈরাগ্যের উৎকর্ষপ্রতিপাদক একটী শ্লোক দিয়াছেন। শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"বাহ্যমেতৎ—এহো বাহ্য।" ইহা শুনিয়া রামানন্দ "পপাঠ ভক্তেঃ প্রতিপাদয়িত্রীমেকান্তকান্তাং কবিতাং স্বকীয়াম্‌॥ ১৩.৪১॥—ভক্তিপ্রতিপাদক স্বকৃত একটী শ্লোক বলিলেন।" এই শ্লোকটী হইতেছে—"নানোপচারকৃত-পূজনমার্ত্তবন্ধোঃ প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ। ১৩.৪২॥" ইত্যাদি শ্লোক, যাহা কবিরাজগোস্বামী প্রেমভক্তির সমর্থকরূপে তাঁহার গ্রন্থে রামানন্দরায়ের উক্তিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রেমভক্তির পূর্ব্বেও কবিরাজ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, কৃষ্ণেকর্ম্মার্পণ, স্বধর্ম্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি এবং জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা রামানন্দরায়ের উক্তিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাদের প্রত্যেকটীকেই প্রভু যে "এহো বাহ্য" বলিয়াছেন, তাহারাও উল্লেখ করিয়াছেন। এসমস্তের একটীরও উল্লেখ কর্ণপূরের গ্রন্থে নাই। যাহা হউক, কর্ণপূর লিখিয়াছেন—রামানন্দের মুখে "নানোপচারকৃতপূজনমিত্যাদি"—শ্লোকটী শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"তথৈব বাহ্যং বাহ্যং তদেতচ্চ পরং পঠ। ১৩।৪৩।—এহো বাহ্য, এহো বাহ্য আগে কহ আর।" নানোপচার-শ্লোকটী প্রেমভক্তির সমর্থক, তাহা শ্লোকস্থ "প্রেম্নৈব"-শব্দ হইতেই জানা যায়; কর্ণপূরও তাহা বলিয়াছেন—"ভক্তেঃ প্রতিপাদয়িত্রীমি"ত্যাদি বাক্যে। প্রেমভক্তিপ্রতিপাদক এই শ্লোকটীকে প্রভু—একবার নহে, দুইবার—বাহ্য বাহ্য বলিলেন,—"তাহাও কেবল বাহ্য নয়, তথৈব বাহ্যম্‌—পূর্ব্বোল্লিখিত বৈরাগ্যের ন্যায়ই (তথৈব) বাহিরের কথা" বলিলেন, ইহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কবিরাজগোস্বামী বলেন, প্রেমভক্তি-প্রতিপাদক উক্ত শ্লোকটী শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"এহো হয়, আগে কহ আর।" কবিরাজগোস্বামীর উক্তিই যুক্তিসঙ্গত। কবিকর্ণপূর যে কেবল শুনা-কথার উপর নির্ভর করিয়াই এই বিবরণ লিখিয়াছেন, নানোপচার-শ্লোক সম্বন্ধে প্রভুর মুখে "তথৈব বাহ্যং বাহ্যম্‌"-উক্তি প্রকাশ করাতেই তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে।

যাহা হউক, কর্ণপূর লিখিয়াছেন, প্রভুর মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়াই রায়রামানন্দ বিদগ্ধ-নাগর-নাগরীর (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) পরম-প্রেমপরাকাষ্ঠা প্রতিপাদনপূর্ব্বক উভয়ের পরৈক্যপ্রতিপাদক "পহিলহিরাগ" ইত্যাদি গীতটী প্রকাশ করিলেন "ততঃ স গীতং সরসালিপীতং বিদগ্ধয়োর্নাগরয়োঃ পরস্য। প্রেম্নোঽতিকাষ্ঠা-প্রতিপাদনেন দ্বয়োঃ পরৈক্যপ্রতিপাদ্যবাদীৎ॥ ১৩।৪৫॥" ইহা শুনিয়াই প্রেমচঞ্চলাত্মা মহাপ্রভু গাঢ়প্রেমভরে রায়রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন; এবং রায় যাহা বলিলেন, তাহাই পরাৎপর—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—একথাও প্রভু বলিলেন। "ততস্তদাকর্ণ্য পরাৎপরং স প্রভুঃ প্রফুল্লেক্ষণপদ্মযুগ্মঃ। প্রেমপ্রভাবপ্রচলান্তরাত্মা গাঢ়প্রমোদাত্তমথাশ্লিলিঙ্গ॥ ১৩।৪৭॥" কবিরাজ-গোস্বামী কিন্তু নানোপচার-শ্লোকসমর্থিত প্রেমভক্তির পরে এবং পহিলহিরাগ-গীতের পূর্ব্বে, রামানন্দরায়-কথিত আরও অনেক কথা ব্যক্ত করিয়াছেন—দাস্যপ্রেমের কথা, সখ্যপ্রেমের কথা, বাৎসল্য-প্রেমের কথা, কান্তাপ্রেমের কথা, কান্তাপ্রেমের মধ্যে শ্রীরাধাপ্রেমের সাধ্যশিরোমণিত্বের এবং অন্যাপেক্ষাহীনত্বের কথা, কৃষ্ণতত্ত্বের ও রাধাতত্ত্বের কথা, উভয়ের বিলাস-মাহাত্ম্যের কথা এবং বিলাস-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে কৃষ্ণের ধীরললিতত্বের কথা। নাগরীকুলশিরোমণি শ্রীরাধার অপূর্ব্ব প্রেমবৈশিষ্ট্যের কথা না বলিয়া কেবল মাত্র নাগরেন্দ্রশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্বের বর্ণনাদ্বারাই

বিলাসমাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা প্রতিপন্ন হইতে পারে না বলিয়াই, শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্ব বর্ণনের পরে রায় যখন একটু মৌনাবলম্বন করিলেন, তখন প্রবর্দ্ধিত উৎকণ্ঠাবশতঃ প্রভু যখন আরও শুনিতে চাহিলেন, তখনই তিনি প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের উল্লেখ করিলেন এবং তাহার সমর্থনে উল্লিখিত "পহিলহিরাগ"-গীতটীর উল্লেখ করিলেন। এইরূপই কবিরাজের বর্ণনা। কবিরাজের এই বর্ণনায় সাধ্যসাধনতত্ত্বের আলোচনার মর্ম্ম স্বাভাবিক ভাবেই ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়া উৎকর্ষের চরম-পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সাধ্যবস্তুর এই চরমপরাকাষ্ঠাই প্রেমবিলাসবিবর্ত্তে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। আলোচনাপ্রসঙ্গে আলোচ্যবিষয়ের উৎকর্ষ-বিকাশের এইরূপ স্বাভাবিকতায় চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইতে হয়। কর্ণপূরের বিবরণ সংক্ষিপ্ত—অতি সংক্ষিপ্ত। তাহাতে কথামাত্র তিনটী—"বৈরাগ্য—এহো বাহ্য।" "প্রেমভক্তি—এহো বাহ্য, এহো বাহ্য, বৈরাগ্যের মতই বাহ্য।" তারপরেই একেবারে হঠাৎ—"উভয়ের পরৈক্য—পহিলহিরাগ।" কর্ণপূরের বর্ণনাটা অনেকটা যেন এইরূপ। এক ভোক্তা এবং এক পরিবেশক। পরিবেশক প্রথমে আনিয়া দিলেন উচ্ছা ভাজা; ভোক্তা বলিলেন, না—ইহা তিক্ত, ভাল লাগে না। পরিবেশক তখন আনিয়া দিলেন—মোচাঘণ্ট; ভোক্তা মুখে দিয়া বলিলেন—(হয়তো উচ্ছা ভাজার তিক্ততা তখনও জিহ্বায় ছিল, তারই স্পর্শে মোচাঘণ্টও তিক্ত বলিয়া মনে হইল, তাই ভোক্তা বলিলেন), এও তোমার উচ্ছাভাজার মতনই, ভাল লাগে না। তখন যেন পরিবেশক একেবারে কতকগুলি পরমান্ন আনিয়া ভোক্তার পাতে ঢালিয়া দিলেন। দোষ পরিবেশকের নয়; তার ভাণ্ডারেই ঐ তিনটী বস্তু ছাড়া আর কিছু ছিল না। তদ্রূপ, কবিকর্ণপূরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও তাঁহার দোষের পরিচায়ক নয়; তাঁহার আয়ত্তাধীনে আর কোনও উপকরণ ছিল না। অল্প যাহা কিছু শুনিয়াছিলেন, তাহাই তিনি বিশেষ সতর্কতা ও সততার সহিত পরিবেশন করিয়াছেন। তাই, উৎকর্ষবিকাশের কোন্ কোন্ স্তরের ভিতর দিয়া কি কিভাবে অগ্রসর হইলে চরমতম স্তরে আসিয়া পৌঁছান যায় এবং চরমতম স্তরের মহিমাও উপলব্ধি করা যায়, তাহা তিনি দেখাইতে পারেন নাই। তিনি যদি স্বরূপদামোদরের কড়চা দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বর্ণনাও অনুরূপ হইত। কবিরাজ তাহা দেখিয়াছেন; তাই তাঁহার বর্ণনাও স্বাভাবিক এবং পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ঘটনা এবং এই জাতীয় ঘটনাসমূহে কবিরাজগোস্বামীর উক্তি যে কর্ণপূরের উক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য, তাহা বলাই বাহুল্য।

কবিকর্ণপূরের প্রধান অবলম্বনীয় ছিল প্রথমতঃ মুরারিগুপ্তের কড়চা, যাহা সম্পূর্ণরূপেই নির্ভরযোগ্য; আর দ্বিতীয়তঃ, ঘটনার কয়েক বৎসর পরে অন্যের মুখে শুনা সেই ঘটনার বিবরণ—যাহা নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে একমাত্র তখন, যখন ইহা অপর নির্ভরযোগ্য বিবরণের দ্বারা সমর্থিত হইবে, অথবা অপর নির্ভরযোগ্য বিবরণের অবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

কবিরাজ-গোস্বামীর উল্লিখিত আকরগ্রন্থের তালিকায় কর্ণপূরের উল্লেখ নাই কেন?—যে যে আকর হইতে কবিরাজগোস্বামী-শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় তিনি স্বীয়-গ্রন্থেই দিয়াছেন এবং আমরাও ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তাহাতে কর্ণপূরের নাম নাই। তাহার হেতু বোধহয় এই যে, কর্ণপূরকে একতম মুখ্য উপজীব্য রূপে গ্রহণ করার প্রয়োজন কবিরাজের হয় নাই। কর্ণপূরের যাহা উপজীব্য ছিল, তাহাই (মুরারিগুপ্তের কড়চা) কবিরাজ পাইয়াছিলেন এবং প্রভুর আদিলীলা সম্বন্ধে তাহাকেই একতম মুখ্য উপজীব্যরূপে কবিরাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর প্রভুর শেষলীলা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীদের উক্তিকেই তিনি নিজের উপজীব্যরূপে পাইয়াছিলেন; সুতরাং কর্ণপূরের শুনাকথার বিবরণকে উপজীব্যরূপে গ্রহণ করার প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই। তবে তাঁহার উপজীব্য-আকরগ্রন্থের কোনও উক্তির অনুকূল কোনও সুন্দর বর্ণনা যখনই তিনি কর্ণপূরের গ্রন্থে পাইয়াছেন, তখনই তাহা কর্ণপূরের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন—সমজাতীয় উক্তি হিসাবে।

যাহা হউক, উক্ত আলোচনা হইতে বোধহয় নিঃসন্দেহভাবেই বুঝা গেল, কবিরাজগোস্বামী যে আকর হইতে তাঁহার গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সম্যকরূপেই নির্ভরযোগ্য। এই নির্ভরযোগ্যতা বোধহয় কেবলমাত্র

ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধেই। মহাপ্রভুর জন্ম ব্যতীত অপর কোনও ঘটনার সময় সম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামী ঐতিহাসিকের ন্যায় কোনও উক্তিই কোথাও করেন নাই; বোধহয় অন্য কোনও বৈষ্ণব-গ্রন্থকারও করেন নাই। কোন্ ঘটনার পরে কোন্ ঘটনা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধেও কবিরাজ-গোস্বামীর বিবরণ হইতে কোনও পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সম্ভবতঃ ভাবের আবেশেই অনেক স্থলে তিনি ঘটনার ক্রম ঠিক রাখিতে পারেন নাই (স্থল বিশেষে গৌরকৃপাতরঙ্গিণী-টীকায় আমরা তাহার উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিয়াছি)। আসল কথা হইতেছে এই যে, কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করেন নাই; তজ্জন্য তিনি আদিষ্ট বা অনুরুদ্ধও হন নাই। তিনি আদিষ্ট হইয়াছিলেন—গৌরের লীলামাধুর্য্য বর্ণন করিবার জন্য; তিনি তাহা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লীলামাধুর্য্য-বর্ণনই ছিল তাঁহার প্রধান এবং একমাত্র লক্ষ্য। লীলামাধুর্য্য-বর্ণনের জন্য লীলার বা ঘটনার উল্লেখেরই প্রয়োজন, ঘটনার সময়ের কোনও প্রয়োজন হয় না। তাই, কোনও লীলার মাধুর্য্য অভিব্যক্ত করার জন্য যে ঘটনা বা যে যে ঘটনার উল্লেখ আবশ্যক হইয়াছে, সেই ঘটনা বা সে সে ঘটনার উল্লেখ তিনি করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের সময় সম্বন্ধীয় ক্রম রক্ষা করার কথা বোধহয় তাঁহার মনেও জাগে নাই। যাহা হউক, লীলামাধুর্য্য-বর্ণনকারীর পক্ষে ঘটনার সময় বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়; ঘটনার সত্যতাই তাঁহার বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং কবিরাজ-গোস্বামীর বর্ণনায় ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণই থাকিতে পারে না।